বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন
খুলনা বিভাগ

নভেম্বর ২০২৪ ■ কার্তিক – অগ্রহায়ণ ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নভেম্বর ২০২৪ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা: খুলনা বিভাগ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূস ২১ নভেম্বর ২০২৪ ঢাকা সেনানিবাসে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন- পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

২০২৪-এর জুনে ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয় নতুন বাংলাদেশ।

এ বছরের জুন মাসের একপর্যায়ে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে সভা-সমাবেশ শুরু হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশকে প্রতিহত করা হয়। সারাদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে নিহত হয় কয়েক শো শিক্ষার্থী, আহত হয় সহস্রাধিক। দেশব্যাপী এই সংঘর্ষে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের গ্র্যাজুয়েট ও বিইউপি (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস)-এর ছাত্র মুগ্ধসহ অসংখ্য শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়, যা সাধারণ জনগণকেও ব্যথিত ও ক্রোধান্বিত করে তোলে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। সরকার কারফিউ জারি করে এবং ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দে য়। কোটা সংস্কারের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপ নেয় এবং সরকার পতনের ‘এক দফা’ দাবির আন্দোলনে পরিণত হয়। অবশেষে ৫ই আগস্ট তৎকালীন সরকারের পতন ঘটে।

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনে একজন বীর শহিদ। ১৮ই জুলাই পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত মুগ্ধ আন্দোলনরত ক্লান্ত-শ্রান্ত শিক্ষার্থী-জনতাকে পানি পান করান। মুগ্ধ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ১৯ ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। ক্যাম্পাসের খুবই পরিচিত মুখ মুগ্ধ ছিলেন সদা প্রাণবন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই যেন মুগ্ধতা ছড়িয়ে রেখেছিলেন। চার বছরের স্নাতক শেষ করে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে। মুগ্ধর মৃত্যু হলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফুঁসে ওঠে। মুগ্ধর মৃত্যুর খবর শুনে তারা প্রথমে শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেও সেই শোককে তারা শক্তিতে রূপান্তরিত করে। একত্রিত হয়ে তারা খুলনার প্রবেশদ্বার খান জাহান আলী সেতু ও জিরো পয়েন্ট অবরোধ করে খুলনা শহরকে অচল করে দেয় এবং বিজয় অর্জন করে। খুলনার সে সকল অদম্য তরুণদের অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই আর গৌরবগাথা তুলে ধরবে *সচিত্র বাংলাদেশ*। ‘বিপ্লব ও নতুন বাংলাদেশ: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অনন্য’, ‘শিববাড়ি মোড়ে এসে মিশে যায় সব মিছিল’, ‘প্রথম বীর, মহাকাব্যের নায়ক শহিদ আবু সাঈদ’, ‘খুবিতে দেয়াল-লিখন ও গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ কর্মসূচি’, ‘রক্ত আখরে লেখা নাম: মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ’ শীর্ষক নিবন্ধসহ সংবাদ প্রতিবেদন রয়েছে আমাদের এবারের বিশেষ সংখ্যায়।

সচিত্র বাংলাদেশ নভেম্বর ২০২৪ সংখ্যা **‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন : খুলনা বিভাগ’** নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/সংবাদ প্রতিবেদন/শহিদ স্মরণ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম ১০০ দিন উপলক্ষে ভাষণ ৪
কোটা সংস্কার চান ইবি শিক্ষার্থীরা, মহাসড়ক অবরোধ ১৩
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ ১৪
বিপ্লব ও নতুন বাংলাদেশ: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অনন্য
প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম ১৫
শিববাড়ী মোড়ে এসে মিশে যায় সব মিছিল ১৯
খুলনার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবরোধ ও সমাবেশ ২১
কেশবপুরে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে কোটা আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিল ২২
ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল খুলনার শিববাড়ির মোড় ২৩
প্রথম বীর, মহাকাব্যের নায়ক শহিদ আবু সাঈদ ২৪
মো. হায়দার আলী
খুবিতে দেয়াল-লিখন ও গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ কর্মসূচি ৩০
খুলনার শিববাড়ি মোড়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ ৩১
'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি
যশোরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জ ৩২
যশোরে একদফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে মানুষের ঢল ৩৩
রক্ত আখরে লেখা নাম : মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ৩৪
মিয়াজান কবীর
শিক্ষার্থীসহ জনসাধারণ হত্যা ও বিচারের দাবিতে খুলনায় শিক্ষকদের মানববন্ধন-মৌন মিছিল ৩৭
গেজেট থেকে খুলনা বিভাগের শহিদদের তালিকা ৩৮
গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার চতুর্থাংশ ৪৫
অসহযোগ সমর্থনে মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ৪৮
ছাত্র-জনতার স্লোগানে উত্তাল ঝিনাইদহ ৪৯
যশোরের রাজপথ ছাত্র-জনতার দখলে ৫১
নগরীর শিববাড়ি মোড়ে জনতার বিজয় উল্লাস, সড়কে মানুষের ঢল ৫২
বৈষম্যহীন বাংলাদেশকে দু'চোখ ভরে দেখতে চায় শাফিল ৫৩
খুলনায় সড়কে পরিচ্ছন্নতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কাজে শিক্ষার্থীরা ৫৪
খুলনায় ট্রাফিকের দায়িত্বে শিক্ষার্থী, সেচ্ছাসেবক ৫৫
শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার ও 'গণহত্যার' প্রতিবাদে খুবি শিক্ষকদের মানববন্ধন ৫৬
বর্জ্য অপসারণ ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এখনও মাঠে খুলনার শিক্ষার্থীরা ৫৭
ছেলের মৃত্যু সংবাদে একবারই কেঁদে উঠেছিলেন ময়না ৫৮
'মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি খাইল বেটা' ৫৯
সাতক্ষীরার দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতি ৬০
'জোয়ান ছাওয়ালডারে এইভাবে কবর দিতে হবে, ভাবতেও পারিনি' ৬১
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে ক্যালিগ্রাফি ও গ্রাফিতি ৬২
কুষ্টিয়ায় চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে স্লোগানে 'শহিদি মার্চ' কর্মসূচি পালন ৬৪
দেয়ালে দেয়ালে দ্রোহ, মুক্তি আর সম্প্রীতির বারতা ৬৮
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহিদদের স্মরণে সভা ৭০
কোটা আন্দোলনে ইয়াছিনকে হারিয়ে পরিবার দিশেহারা ৭৫

গল্প

চশমা ৬৫
সিরাজউদ্দিন আহমেদ
আনুদি ৭১
জাহাঙ্গীর হোসাইন

কবিতাগুচ্ছ: ৭৭-৭৯

আবুল হোসেন আজাদ, মো. জাহাঙ্গীর আলম, সওকাত ওসমান, মো. হায়দার আলি শান্ত, গোবিন্দ প্রসাদ মণ্ডল, মো. আজিজুল হক, আন্ওয়ার উল্লাহ হুসাইন, গোবিন্দলাল সরকার, আনসার আনন্দ, আশরাফ পিন্টু, বেগম শামসুননাহার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন অভিনেতা মাসুদ আলী খান ৮০

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন– পিআইডি

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম ১০০ দিন উপলক্ষে ভাষণ

প্রিয় দেশবাসী, শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক-বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা সবাইকে সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম,

শুরুতেই স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের লাখো লাখো শহিদ এবং গত জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহিদকে। সবাইকে জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা। আরো স্মরণ করছি তাদের, ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে। যারা নয় দফা নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা এক দফা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা দেশকে এক হিংস্র স্বৈরাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আপনাদের, আপনাদের ভাই-বোনদের, আপনাদের সন্তানদের যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে।

আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম ১০০ দিন অতিক্রম করলাম। আপনারা জানেন কি কঠিন এক পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধান পালিয়ে গেলে দেশ সরকার শূন্য হয় সাময়িকভাবে। পুলিশ প্রশাসন ও এসময় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে উদ্বেগজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্বৈরশাসনে বিপর্যস্ত এই দেশকে আমাদের সবাইকে মিলে পুনর্গঠন করতে হচ্ছে। জুলাই-অগস্ট বিপ্লবের পর আমরা এমন একটি দেশ হাতে পেয়েছি যার সর্বত্র ছিল বিশৃঙ্খলা। স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখতে

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লব চলাকালে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতার শহিদি মৃত্যু হয়। আমাদের সরকার প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে জোগাড় করছে। এই বিপ্লবে আহত হয়েছে ১৯,৯৩১ জন। আহতদের জন্য ঢাকার ১৩টি হাসপাতালসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিনই তালিকায় আরো নতুন নতুন শহিদের তথ্য যোগ হচ্ছে যারা স্বৈরাচারের আক্রোশের শিকার হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। প্রতিটি হত্যার বিচার আমরা করবোই। জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারত থেকে ফেরত চাইবো।

কেবল জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডই নয়, আমরা গত ১৫ বছরে সব অপকর্মের বিচার করব। অসংখ্য মানুষ গুম হয়েছে, খুন হয়েছে এই সময়ে। আমরা গুমের তদন্তে একটি কমিশন গঠন করেছি। কমিশন প্রধান আমাকে জানিয়েছেন অক্টোবর পর্যন্ত তারা ১,৬০০ গুমের তথ্য পেয়েছেন। তাদের ধারণা এই সংখ্যা ৩,৫০০ ছাড়িয়ে যাবে। অনেকেই কমিশনের কাছে গুমের অভিযোগ করতে ভয় পাচ্ছেন এই ভেবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তারা আবার আক্রান্ত হতে পারেন, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আপনারা দ্বিধাহীন চিত্তে কমিশনকে আপনাদের অভিযোগ জানান। কারো সাধ্য নেই আপনাদের গায়ে আবার হাত দেয়।

গুম কমিশনের সদস্যদের কাছে ভুক্তভোগীদের যে বিবরণ আমরা পেয়েছি তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের পর ছাত্রছাত্রীরা শহর বন্দরের দেয়ালে-দেয়ালে তাদের মনের কথা লিখেছে। তাদেরও আগে যারা গুমের শিকার হয়েছে, প্রতিটি গোপন আস্তানার দেয়ালে-দেয়ালে তারা লিখে গেছেন। রেখেছেন তাদের কষ্টের মর্মস্পর্শী বিবরণ। তাদের এসব কষ্টের কথা শুনে আমাদের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এসবের সঙ্গে জড়িতদের আমরা বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবোই। অভিযুক্ত যতই শক্তিশালী হোক, যে বাহিনীরই হোক তাকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেবল দেশে নয়, গুম, খুন ও জুলাই-আগস্ট গণহত্যার সাথে জড়িতদের আমরা আন্তর্জাতিক আদালতেও বিচারের উদ্যোগ নিয়েছি। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের প্রধান কৌশলী করিম খানের সঙ্গে আমার এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে কথা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর কোনো সদস্য কিংবা অন্য কেউ যাতে হত্যা, গুমসহ এ ধরনের কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়তে না পারে এ জন্য আমরা গুম বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছি। আপনারা দেখেছেন, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। জাতিসংঘ জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তারা আমাদেরকে তাদের রিপোর্ট হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অতীতের গুমের ঘটনাগুলো তদন্ত কাজেও আমরা নিয়মিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। মানবাধিকার রক্ষায় সহযোগিতা করতে ঢাকায় তারা তাদের জনবল বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি আগেও জানিয়েছি, আবারো জানাচ্ছি, গণ-অভ্যুত্থানে সকল শহিদদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। একজনও বাদ যাবে না। সকল আহত শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে। আহতদের দীর্ঘমেয়াদি এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং শহিদদের পরিবারের দেখা-শোনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি শহিদ পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। যারা বুলেটের আঘাতে তাদের দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছেন তাদের চিকিৎসার জন্য নেপাল থেকে কর্নিয়া আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং যাদের প্রয়োজন তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানের কোনো শহিদ এবং আহত ছাত্র শ্রমিক চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা থেকে বাদ যাবে না। এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অঙ্গীকার।

এই গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের স্মৃতি ধরে রাখতে গঠিত ‘জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’ বেশ পাকাপোক্তভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে। এই ফাউন্ডেশনে সরকার ১০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এছাড়াও জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শহিদ পরিবারের পুনর্বাসন ও আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বরাদ্দ প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংককে পাঠানো হয়েছে।

পতিত স্বৈরাচার পুলিশকে দলীয় কর্মীর মতো ব্যবহার করেছে। বাধ্য হয়ে তাদের অনেকেই গণহত্যায় অংশ নিয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা জনরোষের শিকার হয়েছেন। এতে তাদের মনোবল অনেক কমে যায়। আমরা পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে এনে তাদের আবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে অনেক দৃশ্যমান উন্নতিও হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও কিছু নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতিতে সহায়তা করেছে।

আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, কঠিন এই সময়ে আপনারা সবাই অপরিসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই দেশের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে। তারা তাদের কর্মীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিশোধ স্পৃহায় লিপ্ত হয়ে কেউ যাতে হানাহানিতে জড়িয়ে না পড়ে সেই আহ্বান জানিয়েছেন। আপনাদের সবাই এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। ফ্যাসিবাদী শক্তি ভয় দেখিয়েছিল তারা ক্ষমতা ছাড়লে দেশে লাখ লাখ লোক মারা পড়বে। টানা সাত দিন পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকার পরও ব্যাপক আকারে সহিংসতা এড়ানো গেছে।

আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত একটা দেশ। এসময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা সহিংসতারও শিকার হয়েছেন। কিন্তু এটা নিয়ে যে-সব প্রচার-প্রচারণা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। অল্প যেসমস্ত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু এসব ঘটনাকে ধর্মীয় আবরণ দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে অস্থিতিশীল করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা দৃঢ়ভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি।

আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের দুমাসের মাথায় দেশে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রায় ৩২ হাজার পূজামণ্ডপে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্বাহী আদেশে একদিন অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করা হয় যা উৎসবের আমেজকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। দুর্গাপূজাকে ঘিরে আমরা ব্যাপক নিরাপত্তা প্রস্তুতি নেই। যার ফলে, দেশের হিন্দু সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে তাদের উৎসব পালন করেছে। আমরা দায়িত্বে আসার পর যে অল্প কিছু ক্ষেত্রে তারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন আমরা তার প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করছি। শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ই নয়, দেশের কোনো মানুষই যাতে কোনো রকম সহিংসতার শিকার না হয়, সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এবং সবসময় সে চেষ্টা করে যেতে থাকব।

আপনারা জানেন চলতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয়টি বন্যা হয়েছে। আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা এই বন্যা মোকাবিলা করেছি। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী বন্যা মোকাবিলায় জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। বন্যা মোকাবিলা ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান এবং স্থানীয় অনুদানের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

বন্যার ফলে অনেক জায়গায় ফসলহানি হয়েছে, ব্যাহত হয়েছে পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খল। বন্যা পরবর্তী সময়ে বাজারে শাকসবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। ফলে আপনাদের কষ্ট হয়েছে। নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাজারে ডিমের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য আমরা সাড়ে নয় কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছি। এজন্য প্রয়োজনীয় শুল্ক ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে ডিমের উৎপাদকরা যাতে সরাসরি বাজারে ডিম সরবরাহ করতে পারে সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মানুষ যাতে স্বল্প মূল্যে কৃষিপণ্য কিনতে পারে সেজন্য রাজধানীসহ বিভিন্ন স্পটে সরকারি কিছু পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। টিসিবির মাধ্যমে ১ কোটি নিম্ন আয়ের ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে ৫৭ লাখকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বন্যার ফলে চালের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় চাল আমদানিতে শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। আসন্ন রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও দাম যাতে স্বাভাবিক থাকে এজন্য সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমাদের কোনো লুকোছাপা নেই। মূল্যস্ফীতির পূর্ণ তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি রোধে উচ্চ সুদের হার নির্ধারণসহ একাধিক নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে শস্য আমদানিতে এলসি সীমা অপসারণ এবং সরবরাহ চেইন সংক্ষিপ্ত করা।

সামান্য হলেও জ্বালানি তেলের মূল্য কমানো হয়েছে। শিল্পকারখানায় গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাতে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ব্যাহত না হয় এবং রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গণ-শুনানি ছাড়া নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম না বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পরিবহণ খাতে চাঁদাবাজি বন্ধের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা আশা করি বাজারে পণ্যমূল্য কমিয়ে আনতে এটা ভূমিকা রাখবে। নেপাল থেকে পানিবিদ্যুৎ বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দৈনন্দিন রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি আমাদের ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বিনির্মাণের কথাও ভাবতে হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন, আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি। বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মতামত নিয়ে যাচ্ছি। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এসব মতামত অনেকাংশে প্রতিফলিত হচ্ছে। চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিটি মতামত সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি নির্ধারিত সময়ে, ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যেই সংস্কার কমিশনগুলো তাদের সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করতে পারবে। তাদের সুপারিশ নিয়ে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ক্রমাগতভাবে আলোচনায় বসবো। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই আমরা সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করব।

নির্বাচন কবে হবে এই প্রশ্ন আপনাদের সবার মনেই আছে। আমাদের মনেও সারাক্ষণ আছে। আপনারা লক্ষ করেছেন নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছি। কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন হয়ে যাবে। তারপর থেকে নির্বাচন আয়োজন করার সমস্ত দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে।

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হাল নাগাদসহ আরো কিছু কাজ শুরু করে দিতে পারবে যা একটি অবাধ নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রথমবারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশিরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সে লক্ষ্যেও সরকার কাজ করছে।

তবে আমরা মনে করি না যে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে দিলেই নির্বাচন আয়োজনে আমাদের দায়িত্ব শেষ। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংস্কার আমাদের এই সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার।

আপনারাই আমাদেরকে এই ম্যান্ডেট দিয়েছেন। যে ছয়টি সংস্কার কমিশন আমরা শুরুতে গঠন করেছিলাম তারা ইতোমধ্যে তাদের কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে আপনারা তাদের কার্যক্রমের আপডেটও দেখছেন। কয়েকটি সংস্কার কমিশন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গঠন করেছে। আমার অনুরোধ আপনারা এই প্ল্যাটফর্মে উৎসাহ সহকারে আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন।

প্রথম ছয়টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে একটি হলো নির্বাচন সংস্কার কমিশন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই কমিশনের সুপারিশমালা অত্যন্ত জরুরি। তাদের প্ল্যাটফর্মে যান। আপনার মতামত খোলাখুলিভাবে তুলে ধরুন। আপনি দেশের মালিক। আপনি বলে দিন আপনি কি চান। কীভাবে চান। নির্বাচন নিয়ে আপনাদের সকল বক্তব্য বিনাদ্বিধায় বলতে থাকুন। সবার মনের কথা তুলে ধরুন। আমার অনুরোধ সংস্কারের কথাটাও একইসঙ্গে বলুন। সংস্কারকে পাশ কাটিয়ে যাবেন না। নির্বাচনের কথা বলার সঙ্গে

নির্বাচন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কারের কথাটিও বলুন। সংস্কার হলো জাতির দীর্ঘমেয়াদি জীবনীশক্তি। সংস্কার জাতিকে বিশেষ করে আমাদের তরুণ-তরুণীদের নতুন পৃথিবী সৃষ্টির সুযোগ দেবে। জাতিকে বঞ্চিত করবেন না।

নির্বাচন আয়োজনে যে সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালায় রাজনৈতিক দলসমূহ এবং দেশের সকল মানুষের মতামত অপরিহার্য সে কমিশন হলো সংবিধান সংস্কার কমিশন। এই সুপারিশমালার কোন অংশ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তার ভিত্তিতে নির্বাচনি আইন সংশোধন করতে হবে। সমান্তরালভাবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

আমি নিশ্চিত নই, সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ আমরা কতটুকু পাবো। তবে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনারা সুযোগ দিলে প্রয়োজনীয় কিছু অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার কাজ শেষ করেই আমরা আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন আয়োজন করব। ততোদিন পর্যন্ত আমি আপনাদের ধৈর্য্য ধারণ করার অনুরোধ করব। আমরা চাইব, আমরা যেন এমন একটি নির্বাচন ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারি যা যুগ যুগ ধরে অনুসরণ করা হবে। এর ফলে সাংবাৎসরিক রাজনৈতিক সংকট থেকে আমাদের দেশ রক্ষা পাবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু আমি আপনাদের কাছে চেয়ে নিচ্ছি। নির্বাচনি সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব দ্রুত আপনারা নির্বাচনের রোডম্যাপও পেয়ে যাবেন।

অন্তর্বর্তী সরকার সৃষ্টি হয়েছে রাজনীতিকে নীতির কাঠামোয় আনার জন্য, এবং রাজনীতির জন্য নতুন পরিবেশ সৃষ্টির নিবিড় আকাঙ্ক্ষা থেকে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা থেকে জাতিকে বঞ্চিত করবেন না।

নির্বাচনের ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। এটা আর থামবে না। কিন্তু যেতে যেতে আমাদের অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে। এই ট্রেন শেষ স্টেশনে কখন পৌঁছাবে সেটা নির্ভর করবে কত তাড়াতাড়ি আমরা তার জন্য রেললাইনগুলো বসিয়ে দিতে পারি আর তা হবে রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যমত্যের মাধ্যমে।

ইতোমধ্যে অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা নিয়ে আলাপ চলতে থাকবে। নির্বাচন ছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করার ব্যাপারে ঐক্যমত্য গঠনের জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে। দেশবাসীর কাছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমরা ক্রমাগতভাবে প্রশ্ন তুলতে থাকব কী কী সংস্কার নির্বাচনের আগে আপনারা করে নিতে চান। নির্বাচনের আয়োজন চলাকালীন কিছু সংস্কার হতে পারে। সংস্কারের জন্য নির্বাচনকে কয়েক মাস বিলম্বিতও করা যেতে পারে।

আমরা দুদিন পরে চলে যাব। কিন্তু আমাদের মাধ্যমে জাতির জন্য যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হলো সে সুযোগটা যেন কোনো রকমেই হাতছাড়া করে না দিই এটার ব্যাপারে দৃঢ় থাকার জন্য আমি দলমত, নারী-পুরুষ, ধর্ম, তরুণ-বৃদ্ধ, ছাত্র, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক নির্বিশেষে সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমার এই আবেদন গ্রহণ করবেন।

দেশে সংগঠিত অন্যান্য অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় সহস্রাধিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টে ইতোমধ্যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ২৩ জন নতুন বিচারক। বিচার বিভাগকে ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সম্ভব সব ধরনের চেষ্টাই করা হচ্ছে।

বিচারপতিদের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়েছে। শুধু বিচার বিভাগই নয়, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির হাত থেকে দেশের সব খাতকেই রক্ষা করতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। দুর্নীতি ও অর্থ পাচারে অভিযুক্ত প্রভাবশালী দেড়শো ব্যক্তির তালিকা তৈরি এবং ৭৯ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। ১৫ শতাংশ হারে আয়কর পরিশোধ করে অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ, অর্থাৎ কালো টাকা সাদা করার বিধান বাতিল করা হয়েছে।

সরকারি কার্যক্রমকে গতিশীল করতে বিভিন্ন পর্যায়ের ১৯,০৮৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি, ১৩,৪২৯ জনকে বদলি এবং ১২,৬৩৬ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পাবলিক সার্ভিস কমিশন পুনর্গঠন করা

হয়েছে। কুখ্যাত সাইবার সিকিউরিটি আইন বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই আইনের অধীনে হওয়া সেসব মামলা মানুষের মত প্রকাশের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩৩টি আইন, বিধিবিধান তৈরি ও সংশোধন করা হয়েছে এবং ৩৫৩টি গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে ইতোমধ্যে সরকারি চাকরির বয়স সীমা ৩২-এ উন্নীত করা হয়েছে। আমরা জানি আমাদের কাছে আপনাদের আরও অনেক দাবি-দাওয়া আছে। দীর্ঘ দিনের অপশাসন, অত্যাচার, অনাচারের ফলে আপনাদের মনে অনেক ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। দেশে বাক্‌স্বাধীনতা না থাকায় আমরা কেউ আমাদের মতামত, দাবি-দাওয়া প্রকাশ করতে পারিনি। আমরা আপনাদের প্রতিটি দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা ধৈর্য্য সহকারে আপনাদের কথা শুনতে চাই। কিন্তু সেজন্য আপনারা সড়ক অবরোধ করে জন দুর্ভোগ সৃষ্টি করলে আমাদের সকলেরই অসুবিধা হয়। আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনারা নির্দিষ্ট চ্যানেল মেইনটেইন করে আপনাদের দাবি দাওয়া পেশ করবেন।

আমাদের বৃহৎ রপ্তানি পণ্য গার্মেন্টস শিল্পে গত কিছুদিন ব্যাপক অস্থিরতা বিরাজ করেছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের সুবিধাভোগী বেশ কিছু গার্মেন্টস মালিক পালিয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতনভাতা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অন্য অনেক কারখানায়ও শ্রমিকরা ন্যায্য বেতনসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। শ্রমিকরা তাদের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার প্রতিবাদ জানাতে এবং অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে রাস্তায় নেমে আসে। আমরা তাদের কথা শুনেছি, তাদের আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসতে পেরেছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ১৮ দফার একটি ব্যাপকভিত্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বড়ো ধরনের কোনো সহিংসতা ছাড়াই আমরা শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করতে পেরেছি। তারা আবার উৎপাদনে ফিরেছে। এতে প্রাণ ফিরে পেয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী এই শিল্পও। নানা প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও অক্টোবর মাসে আমাদের রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

আমরা যখন কাজ শুরু করেছি, দেশের অর্থনীতি ছিল বিপর্যস্ত। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে। আশার কথা, এই রিজার্ভ পরিস্থিতি এখন উন্নতির পথে। গত তিন মাসে রিজার্ভে কোনো রকম হাত না দিয়েই আমরা প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ শোধ করতে পেরেছি। জ্বালানি তেল আমদানিতে পুঞ্জীভূত বকেয়ার পরিমাণ ৪৭৮ মিলিয়ন ডলার হতে কমিয়ে ১৬০ মিলিয়ন ডলারে আনতে পেরেছি। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ইতোমধ্যে ঋণ ও অনুদান হিসেবে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা আমাদের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সচল করতে সক্ষম হবে।

পতিত সরকার আমাদের জন্য যে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি রেখে গিয়েছে তাতে রাজস্ব আদায়ে গতি

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ১৭ই নভেম্বর Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAID)-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে– পিআইডি

আনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে। এর মধ্যেও জুলাইয়ের নেতিবাচক অবস্থা থেকে অক্টোবর নাগাদ রাজস্ব আদায়ে পৌনে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আগের অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বিপুল রাজস্ব ঘাটতি ছিল। যে কারণে এবার শুরু থেকেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এর ফলে স্বৈরাচার পতনের পরবর্তী তিন মাসে পৌনে ৯ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির পরও লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৩ শতাংশের বেশি ঘাটতি থেকে যায়।

রাজস্ব আদায়ে গতি আনতে আমি এখন অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে উৎসাহিত করছি। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউএনডিপি ইত্যাদির প্রধানদের সঙ্গেও আমার দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। তারাও বাংলাদেশকে নতুনভাবে এবং সর্বাত্মকভাবে সাহায্যের জন্য তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকে চীনের পক্ষ থেকে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।

১০০ দিন আগে আর্থিক দিক থেকে আমরা যে লন্ডভন্ড অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম– সেটা এখন অতীত ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই একশো দিনে অর্থনীতি সবল অবস্থানে চলে এসেছে। এটা সম্পূর্ণ নিজস্ব নীতিমালা দিয়ে হয়েছে। বলা বাহুল্য এখনো আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে যে সাহায্যের আয়োজন হয়েছে তা আসা শুরু করেনি। বন্ধু রাষ্ট্রগুলো শুধু যে আমাদের বড়ো বড়ো অংকের সাহায্য নিয়ে আসছে তাই নয়, তারা এই সাহায্য দ্রুততম সময়ে আসা শুরু করবে এই প্রতিশ্রুতিও আমাকে দিয়েছে। এই সাহায্য আসা শুরু করলে আমাদের অর্থনীতি অত্যন্ত মজবুত এবং আকর্ষণীয় অর্থনীতিতে পরিণত হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও নানারকম বিনিয়োগে উৎসাহীত হয়ে এগিয়ে আসবে।

বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে এখন থেকে আমরা আলোচনা শুরু করে দিয়েছি। বিশ্বের রাষ্ট্রপুঞ্জের মজলিসে আমরা এখন সম্মানিত এবং প্রশংসিত দেশের অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছি। এর কারণে পরাজিত শক্তি নানা কৌশল করেও তাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না। তারা নানা চেহারা নিয়ে আপনাদের প্রিয়পাত্র হবার চেষ্টা করছে। পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, দেশকে মুক্ত রাখুন। এ ব্যাপারে অনড় থাকুন। এমন কিছু করবেন না যা তাদেরকে উৎসাহিত করতে সাহায্য করে। তাদেরকে সকল দিক থেকে নিরাশ করুন। সেটা নিশ্চিত করতে পারলে আমাদের আর কোনো বিষয়ে সংশয় করার প্রয়োজন নেই। সরকারের পক্ষ থেকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা আপনাদেরকে একটা মজবুত অর্থনীতি দিয়ে যাব, ভবিষ্যতে চলার পথকে সহজগম্য করে যাব, নাগরিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করে যাব। বিপক্ষ শক্তি যত শক্তিশালীই হোক, নাশকতার যত রকমই উদ্ভট পরিকল্পনাই করুক– সব কিছু নস্যাৎ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এবার যে মুক্তি আমরা অর্জন করেছি তা আমাদের কাছ থেকে কেউ যেন ছিনিয়ে নিতে না পারে তার জন্য সর্বমুহূর্তে প্রস্তুত থাকুন।

আপনারা জেনেছেন, পতিত সরকার ও তার দোসররা প্রতিবছর দেশ থেকে ১২-১৫ বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে। দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সম্প্রতি এই তথ্য দিয়েছে। পাচার হয়ে যাওয়া এই অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য সম্ভব সকল ধরনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। এ কাজে সফল হতে পারলে আমাদের অর্থনীতি আরো গতি পাবে। এ কাজে আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাহায্য নিচ্ছি।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বিশ্ব নেতৃবৃন্দকেও। বাংলাদেশের এই সংকটময় সময়ে তারা প্রায় সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি যখন সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেই, সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা, ইতালি, হল্যান্ড, জাতিসংঘ মহাসচিবসহ বিশ্বের অনেক দেশের সরকার প্রধানের সঙ্গে আমার বৈঠক করার সুযোগ হয়। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। নেপাল, মালদ্বীপ, পাকিস্তানসহ প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের সরকার প্রধানের সঙ্গেও আমার বৈঠক হয়েছে যেখানে আমি সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলেছি।

দেশে ফিরে আসার পর এসব দেশের রাষ্ট্রদূতগণ যারা ঢাকায় স্বঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে তাদের সরকার প্রধানদের অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করে গেছেন। তারা সম্পূর্ণ নতুনভাবে আমাদের জন্য সহায়তার নতুন ছক তৈরির কাজ শুরু করেছেন। যেসব রাষ্ট্রদূত দিল্লিতে অফিস করেন তারা দিল্লি থেকে এসে দেখা করে গেছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২০ দেশের ২০ জন রাষ্ট্রদূত দিল্লিতে থাকেন। সাত দেশের সাত রাষ্ট্রদূত ঢাকায় আছেন। দিল্লি থেকে একসঙ্গে ২০ জন রাষ্ট্রদূতসহ মোট ২৭ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সমবেতভাবে আমার সঙ্গে বৈঠক করার জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকায় আসছেন। আগে কখনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭ জন রাষ্ট্রদূত একত্রিত হয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেনি। দিল্লি থেকে এ বিশাল সংখ্যক রাষ্ট্রদূত একসঙ্গে বৈঠক করার জন্য আসেনি। এবার একাজটি করার পেছনে আছে ইইউ-র সমর্থন প্রকাশ করা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের সহযোগিতা গড়ে তোলা। ইতোমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ব্রাজিল, তুরস্ক, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, লিবিয়াসহ অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত। দ্বিপাক্ষিক নানা সহযোগিতাসহ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশ্বাস তারা দিয়েছেন।

আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও দেশে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তরুণদের কর্মসংস্থানের মূলে রয়েছে বেসরকারি খাত। আমাদের বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান দুই শতাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীর সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন। নীতির ধারাবাহিকতার অভাব, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মতবিনিময়ের অভাব, সরকারি অফিসের জটিল প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি দুর্নীতি, বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের সমস্যায় ফেলেছে। বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ নিরসনে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি। ইতোমধ্যে সত্যিকারের ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হয়েছে, বিনিয়োগ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সমাধানে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন হয়েছে। বেসরকারি খাতের উপদেষ্টা কাউন্সিল ও ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সরকারি অফিসে না এসে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা আমাদের অগ্রগতির বিষয়ে সবাইকে মাসিক ভিত্তিতে আপডেট করে যাচ্ছে।

আমরা প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করছি। আমার অনুরোধে সংযুক্ত আরব আমিরাত সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ জনসহ অন্যান্য বাংলাদেশিকে মুক্তি দিয়েছে। এসব বাংলাদেশি কারাবাসের ঝুঁকি নিয়ে ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করেছি। বাংলাদেশিরা এরকম প্রতিবাদ আরও অনেক দেশেই করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কয়েকদিন আগে বাকুতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের জন্য যে-কোনো সাহায্য লাগলে আমি যেন তাকে জানাই। প্রবাসীদের কল্যাণে আমাদের সরকার সম্ভব সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যাচ্ছি। আপনারা জানেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। ১৮ হাজার বাংলাদেশি, যারা সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরও স্বৈরাচারী সরকারের অব্যবস্থাপনার জন্য মালয়েশিয়া যেতে পারেননি, তিনি তাদের জন্য মালয়েশিয়ার দ্বার আবার উন্মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে আমরা কাজও শুরু করেছি।

আপনারা জেনে থাকবেন মালয়েশিয়া আগামী বছর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আসিয়ানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে আসিয়ানের সদস্য পদের জন্য আবেদন করেছি। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আমাদের আবেদন সক্রিয়ভাবে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন। একই ধরনের আশ্বাস আমরা পেয়েছি ইন্দোনেশিয়া থেকেও। ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে সেদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছে। সৌদি আরবসহ বিশ্বের আরও অনেক দেশ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। প্রথমবারের মতো ওআইসি সদর দপ্তরে আমরা স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিচ্ছি। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগানের সাথে আগে আমার

টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। এবার COP29 সম্মেলনে গিয়ে তিনি ও তাঁর স্ত্রী'র সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি তার বিশেষ সমর্থনের কথা তিনি বার বার প্রকাশ করেছেন। তুরস্কের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সফর করেছে। তুরস্ক এদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য টার্কিশ ইনভেস্টমেন্ট অথরিটির (TICA) একটি অফিস ঢাকায় স্থাপনের জন্য ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে তুরস্কের বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে চলতি মাসেই একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দল তুরস্ক থেকে বাংলাদেশে আসছেন।

প্রিয় দেশবাসী,

নতুন হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে হজের ব্যয় এক লাখ টাকারও বেশি কমিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, এ বছর সরকারি খরচে কাউকে হজে পাঠানো হবে না।

আমরা নতুন বাংলাদেশকে একটি পরিবেশবান্ধব এবং জীববৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। এটি তরুণদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের সবারই আকাঙ্ক্ষা। সেই লক্ষ্যে আমি প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ নিয়েছি। সমগ্র সচিবালয়ে প্লাস্টিকের পানির বোতল ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছি। ইতোমধ্যে সুপার শপগুলোতে পলিথিনের শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দশকে যে পরিমাণ নদী দূষণ হয়েছে, আমরা তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

আপনারা সবাই অবগত আছেন জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের জীবনযাত্রার জন্য কী রকম হুমকি হয়ে আসছে। গত এক বছরে বাংলাদেশ প্রায় ১৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে। মানুষের সৃষ্ট নানাবিধ দুর্যোগের পাশাপাশি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপক্ষেও আমাদের লড়তে হচ্ছে। আজারবাইজানে জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আমি আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। সেখানে জাতিসংঘ মহাসচিব, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকার অনেক সরকার প্রধানের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে। যতটুকু আলাপ আলোচনা সম্ভব হয়েছে, আমি সবার কাছেই জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলাসহ গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা চেয়েছি। তারা সহযোগিতার অঙ্গীকার সবাই করেছেন।

গত ১০০ দিনে আমরা আরও অনেক কল্যাণমূলক কাজ করেছি যা এখানে স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমাদের সরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী। আমি তাই সরকারের সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছি তাদের নিজ নিজ কাজের বিস্তারিত বিবরণ নিজেদের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য। আমি আমার দপ্তরকেও বলেছি সরকারের সব কাজের বিবরণ যাতে জনগণ জানতে পারে এজন্য যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এ সরকারকে ব্যর্থ করার জন্য, অকার্যকর করার জন্য বিশাল অর্থে বিশ্বব্যাপী এবং দেশের প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এক মহাপরিকল্পনা প্রতি মুহূর্তে কার্যকর রয়েছে। তাদের একটি বড়ো প্রচেষ্টা হচ্ছে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। পতিত সরকারের নেতৃবৃন্দ যারা এদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করে নিয়ে গেছে সে অর্থে বলীয়ান হয়ে তারা দেশে ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদেরকে কিছুতেই সফল হতে দেবেন না। তারা সফল হওয়া মানে জাতির মৃত্যু। জাতি হিসেবে আমাদের অবসান। সাবধান থাকুন। তাদের সকল হীন প্রচেষ্টাকে আমাদের ঐক্যের মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিন। যেভাবে নস্যাৎ করেছিলেন তাদের বন্দুকের গুলিকে। তাদের আয়না ঘরকে। প্রতি পায়ে তাদের অনাচারের শিকলকে। এ ব্যাপারে সবাই একমত থাকুন, ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।

বাংলাদেশের সকল শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী, বয়স্ক-বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা সবাইকে আমার সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম।
মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোক।
খোদা হাফেজ।

কোটা সংস্কার চান ইবি শিক্ষার্থীরা, মহাসড়ক অবরোধ

কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় তারা কোটা সংস্কার ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের পরিপত্র বহাল রাখাসহ বিভিন্ন দাবি জানান।

৪ঠা জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রধান ফটক সংলগ্ন কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কে ২০ মিনিটের জন্য প্রতীকী অবরোধ করেন। অবস্থানকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তারা সংস্কার না হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন। শিক্ষার্থীদের অবরোধে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

এর আগে বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদমিনারের পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। এ সময় 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে'র ব্যানারে শিক্ষার্থীরা 'বঙ্গবন্ধুর বাংলায়-বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'কোটা প্রথায় নিয়োগ পেলে- দুর্নীতি বাড়বে প্রশাসনে'সহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

অবস্থানকালে শিক্ষার্থীরা বলেন, এ আন্দোলন আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন। বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মেধাবীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, যা অন্যায্য ও সংবিধানবহির্ভূত। ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে কোটাব্যবস্থা বাতিল করা হয়, যা সরকারের অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত। আমরা বাতিল নয়, সংস্কারের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। আর কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত আমরা চাই না। বৈষম্যহীন সমাজ না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই আমরা চালিয়ে যাব।

[সূত্র: সমকাল, ৪ঠা জুলাই ২০২৪]

কোটা সংস্কার আন্দোলন

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ইবিতে বিক্ষোভ

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। ১২ই জুলাই শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে মিছিলটি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সড়কে প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশ স্থলে একত্রিত হয়। সেখানে ছাত্র সমাবেশে বিভিন্ন ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের পুলিশ কর্তৃক বাধা ও হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। এ সময় শিক্ষার্থীদের বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ভাইদের রক্ত ঝরেছে। পুলিশ দিয়ে আমাদের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা সাহায্য নয়, অধিকার আদায় করতে এসেছি। যারা জনদুর্ভোগের কথা বলে নানান ট্যাগ দিচ্ছে, তাদের বলতে চাই, এই জনদুর্ভোগের দায় সরকারের।

[সূত্র: সমকাল, ১২ই জুলাই ২০২৪]

বিপ্লব ও নতুন বাংলাদেশ: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অনন্য

প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম

নতুন বাংলাদেশের সূচনা হয়েছে। ২০২৪-এর জুলাইয়ে ছাত্রদের হাত ধরে এসেছে এই বাংলাদেশ। নতুন করে লিখিত হয়েছে দেশের ইতিহাস। এ বছর জুনে ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান; এ যেন একের পর এক তারুণ্যদীপ্ত দ্রোহ এবং শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে শাণিত আঘাত, যা স্বৈরাচারী আওয়ামী শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশের মানুষকে দিয়েছে নবমুক্তির বার্তা। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশ ভৌগোলিক স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার বিপ্লবে অর্জিত বাংলাদেশ হলো বাক্‌স্বাধীনতার, গণতন্ত্রের এবং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বাংলাদেশ।

তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, আত্মত্যাগ এবং শহিদি মৃত্যুবরণের মাধ্যমে অর্জিত এই নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তৈরি হয় এ বছর জুন মাস থেকে। ৫ই জুন বাংলাদেশের উচ্চ আদালত সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে জারিকৃত কোটা সংস্কার বিষয়ক একটি সরকারি পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করে। এ রায় শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মেধাবী শিক্ষার্থী রায়টির বিরোধিতা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা-সমাবেশ করে এবং রায়টি বাতিলের দাবি জানায়। ধীরে ধীরে ছাত্রদের জমায়েত আরও বৃদ্ধি পায় এবং একপর্যায়ে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে সভা-সমাবেশ শুরু হয়। কিন্তু সরকার ও উচ্চ আদালত শিক্ষার্থীদের এই ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করতে থাকে। ১৪ই জুলাই পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের রাজাকারের 'নাতিপুতি'র সঙ্গে তুলনা করেন। তার এই বক্তব্য শিক্ষার্থীদের ভীষণভাবে আহত করে এবং তারা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। সেদিন মধ্যরাতেই তারা শেখ হাসিনাকে স্বৈরাচারী শাসক আখ্যা দেয়। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশকে আওয়ামী শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের ছাত্র নামধারী সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। তারা সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ওপর নিষ্ঠুর আক্রমণ করে। জুলাইয়ের ১৬ তারিখে সারাদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়, যা পরবর্তী দুই দিন অব্যাহত থাকে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় কয়েকশো শিক্ষার্থী, আহত হয় সহস্রাধিক মেধাবী তরুণ। দেশব্যাপী এই সংঘর্ষে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু

সাঈদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত ডিসিপ্লিনের গ্র্যাজুয়েট ও বিইউপির (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস) ছাত্র মুগ্ধসহ অসংখ্য শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়, যা সাধারণ জনগণকেও ব্যথিত, হতোদ্যম এবং ক্রোধান্বিত করে তোলে। দেশের সর্বোস্তরের মানুষ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগীদের অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। জনরোষে ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দেশ জুড়ে

কারফিউ জারি করে এবং ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ততদিনে কোটা সংস্কার আন্দোলনটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনকে সঠিক ধারায় রাখতে কয়েকজন ত্যাগী শিক্ষার্থী সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। তারা সকল প্রকার বৈষম্য প্রতিহত করার ডাক দেয়। এক পর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়ে ওঠে সরকার পতনের ‘এক দফা’ আন্দোলন।

ছাত্র আন্দোলনকে দুমড়ে-মুচড়ে সমূলে উৎপাটন করতে ফ্যাসিস্ট সরকার তার সকল অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু প্রতিদিন মেধাবী শিক্ষার্থীদের করুণ মৃত্যু ও আহতদের আর্তনাদ দেশের সাধারণ জনগণ মেনে নেয়নি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রহীন, স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত অপশাসনে মানুষ ছিল তিতিবিরক্ত। সবকিছুর মিশেলে ছাত্র-জনতার লক্ষ্য এক হয়ে যায়। জুলাই আন্দোলনের গতিশীলতাকে ধরে রাখতে ছাত্ররা আগস্ট মাসের আগমনকে বিলম্বিত করতে থাকে। একত্রিশে জুলাইয়ের পরে এক আগস্ট হলেও ছাত্ররা তা ঠেকিয়ে রেখে ছত্রিশ জুলাই পর্যন্ত নিয়ে যায়। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও মনে হয় এটাই সবচেয়ে বড়ো জুলাই মাস। অবশেষে ছত্রিশ জুলাই যা সাধারণভাবে ৫ই আগস্ট, ছাত্র-জনতার ঢাকামুখী লংমার্চ ও গণভবন ঘেরাওয়ের মতো অভূতপূর্ব কর্মসূচিতে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতন এবং ভারতে পলায়নের মধ্য দিয়ে আসে নতুন এই বাংলাদেশ। ছাত্ররা যার নাম দিয়েছে বাংলাদেশ ২.০ বা দ্বিতীয় বাংলাদেশ।

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির আন্দোলনে একজন বীর শহিদ। ১৮ই জুলাই পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত সে ‘ভাই, পানি লাগবে, পানি’ বলে আন্দোলনরত ক্লান্ত-শ্রান্ত শিক্ষার্থী-জনতাকে পানি পান করাচ্ছিল। সংগতকারণেই শহিদ মীর মুগ্ধর সঙ্গে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জড়িত। মুগ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ডিসিপ্লিনের ১৯ ব্যাচের ছাত্র ছিল। ক্যাম্পাসে সে ছিল খুবই পরিচিত মুখ। সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে সবার কাছেই ছিল তার গ্রহণযোগ্যতা। ছাত্র হিসেবে সে একদিকে যেমন ছিল মেধাবী, তেমনি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও ছিল সমান পারদর্শী। সদা প্রাণবন্ত মুগ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্রই যেন মুগ্ধতা ছড়িয়ে রেখেছিল। চার বছরের স্নাতক শেষ করে সে ভর্তি হয়েছিল ঢাকায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন জুলাই বিপ্লবে সে শহিদ হয়।

মুগ্ধর মৃত্যু হলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফুঁসে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পূর্বে কখনও এমন বিপ্লবী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মুগ্ধ ২০২৩ সালে গণিতে স্নাতক শেষ করায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সহপাঠীরা এখনও স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত এবং রয়েছে তার জুনিয়র ব্যাচের সকল শিক্ষার্থী। মুগ্ধর মৃত্যুর খবর শুনে তারা প্রথমে শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেও সেই শোককে শক্তিতে

রূপান্তরিত করে। তারা একত্রিত হয়ে খুলনার প্রবেশদ্বার খান জাহান আলী সেতু ও জিরো পয়েন্ট অবরোধ করে খুলনা শহরকে অচল করে দেয়। তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বিজিবি, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষে অনেকেই আহত হয়। কিন্তু তাদের দমিয়ে রাখা যায়নি। তারা প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট ও গল্লামারি থেকে জিরো পয়েন্ট সড়কে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যায়। দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলনকে স্তিমিত করতে সরকার যখন ভয়ানক নিপীড়ন শুরু করে তখন ছাত্র আন্দোলনটি একটু থমকে গেলেও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রবল প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে যায়। দেশের প্রতিটি মানুষের নজর ছিল সেদিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'all eyes on KU' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সেদিনও অনেক শিক্ষার্থী রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এবং আন্দোলন থেকে সরে আসতে বলে, যা তাৎক্ষণিকভাবে মিডিয়ার কল্যাণে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বস্তরে নিন্দার ঝড় ওঠে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ সরকারি সিদ্ধান্তে আচমকা সকল হল বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার চেষ্টায় শামিল হয়। কিন্তু ছাত্ররা সেই নির্দেশ অমান্য করে হলেই অবস্থান করে তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যায়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নেই বলে এখানকার শিক্ষার্থীরা রাজনীতি সচেতন নয়, এমনটা মনে করার সুযোগ নেই। বরং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। কারণ, এখানে রয়েছে পঁয়ত্রিশটিরও বেশি সহ-শিক্ষামূলক ক্লাব ও সংগঠন। যেখানে বিতর্ক, গবেষণা, ক্যারিয়ার গঠন, গান, নাচ, নাটক, আবৃত্তি, খেলাধুলা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী চর্চা, ফিল্ম, ফটোগ্রাফি, সাংবাদিকতাসহ নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা চর্চা করে থাকে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি হয়। গণতান্ত্রিকধারায় এসব সংগঠনের নেতৃত্ব পরিবর্তিত হয়। ফলে গতানুগতিক ছাত্র রাজনীতিমুক্ত হলেও গণতান্ত্রিক চর্চায় নিঃসন্দেহে তারা অনেক এগিয়ে।

বিগত সরকারের আমলে দেশে যখন গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, একের পর এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করে তারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল এবং জনগণের ওপর দমন-পীড়নমূলক নীতি চাপিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ হয় ও সহ্যের বাঁধ ভেঙে ছাত্র-জনতার বিপ্লব সংগঠিত হয়; সেখানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহ-শিক্ষামূলক সংগঠনে গণতন্ত্রের বিশুদ্ধ চর্চা হওয়ার ফলে এখানকার শিক্ষার্থীরা খুলনাসহ দক্ষিণবঙ্গের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সামাজিক যোগাযোগ গ্রুপ যেমন থটস, বিহাইন্ড দ্যা কেইউ প্রভৃতি এই আন্দোলনে ভীষণভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অতএব, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রদের দ্বারা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টির সম্মুখে নেতৃত্বদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান; এ কথা বলাই যায়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অন্যদের থেকে ভিন্ন, সেটা হলো সকল ঝড়-ঝাপ্টা দ্রুতই কাটিয়ে ওঠার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। ৫ই আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর সারাদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সেই সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ একে একে পদত্যাগ করে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েও তা ঘটে। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রারসহ সিন্ডিকেট সদস্য, হল প্রভোস্ট, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক ও শাখা প্রধানরা পদত্যাগ করে। একযোগে ৬৭ জনের এমন পদত্যাগ দেশের অন্য কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেনি এমনকি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়েই

এটি প্রথমবার ঘটল। কোনো ধরনের কর্তৃপক্ষ না থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রশাসনিক কার্যক্রম একদম বন্ধ হয়ে যায়। জরুরি সেবাসমূহ মুখ থুবড়ে পড়ে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতাও বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সেই অবস্থায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরি আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্বভার অর্পিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের ওপর। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু করা হয়। ফলে এত বড়ো ছাত্র আন্দোলনের পরেও ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে আসে। তারা আবার শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ই সবার আগে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুতসহ নতুন ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ফিরে তাদের বিজয় উদ্‌যাপনে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। হলে হলে ছাত্রদের সমন্বয়ে নবীন-প্রবীণ ছাত্র সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতি ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে জুলাই বিপ্লবকে তুলে ধরে। শহিদ মীর মুগ্ধর স্মরণে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এছাড়াও দেশের চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীতে কী করণীয় এবং কোন কোন সংস্কার জরুরি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবিসমূহে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেই আগামীর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হবে, কারণ শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরই, তারাই এনেছে নতুন সকাল। নতুন এই দেশ।

তারুণ্যকে কখনও দমিয়ে রাখা যায় না। সকল অন্যায়, মিথ্যা ও শোষণের বিরুদ্ধে চিরকাল এদেশের তরুণ যুবকেরা রুখে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও তারা সকল অনাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়বে। জুলাই বিপ্লবে বিগত স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পরে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ছাত্র প্রতিনিধি বা উপদেষ্টা রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম সরকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করার সুযোগ এসেছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের। অতএব, বিশ্বাস রাখাই যায়, ছাত্ররা এবারও সফল হবে। দেশের প্রয়োজনীয় সংস্কারে তারা অবদান রাখবে। আগামীতে যাতে কোনো দল বা প্রতিষ্ঠান একনায়কতন্ত্রী, কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরাচারী হতে না পারে সেদিকে সদাদৃষ্টি রাখবে। সর্বোপরি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যেমন পথ দেখিয়েছে, তেমনিভাবে আগামীর বাংলাদেশও গড়বে নতুন প্রজন্ম।

প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম: উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

[তথ্যসূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, ২৫শে নভেম্বর ২০২৪]

জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত আইসিএসসি সদস্য নির্বাচিত

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে গতকাল অনুষ্ঠিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের (আইসিএসসি) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। তিনি ২০২৫ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত ৪ বছরের জন্য আইসিএসসি-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ৯ই নভেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, বাংলাদেশের এ জয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের যোগ্য নেতৃত্বে ‘বাংলাদেশ ২.০’-এর প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আস্থা ও বিশ্বাস এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ও অবদানেরই স্বীকৃতি।

আইসিএসসি হলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিশন, যা ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। জাতিসংঘের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিপূরণ প্রদান, কর্মীদের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশ প্রদান করার কাজ সম্পাদন করে থাকে এ কমিশন।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

শিববাড়ি মোড়ে এসে মিশে যায় সব মিছিল

৪ঠা জুলাই প্রথমবারের মতো রাজপথে নামেন খুলনার শিক্ষার্থীরা। কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ২০১৮ সালের পরিপত্র বহাল রাখাসহ চার দফা দাবিতে খুলনা শহরের জিরো পয়েন্ট মোড় অবরোধ

করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ৫ তারিখ দ্বিতীয় দিনের মতো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিরো পয়েন্ট অবরোধ করেন। এদিন তাদের সঙ্গে যোগ দেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী। একইভাবে ৬ই জুলাই বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন ছাত্রছাত্রীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা ‘বাংলা ব্লকেড’ কর্মসূচিতে ১০ই জুলাই খুলনায় রাজপথ ও রেলপথ অবরোধ করেন সরকারি ব্রজলাল কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। অন্যদিকে রূপসা নদীর খান জাহান আলী সেতু অবরোধ করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জিরো পয়েন্টে অবস্থান নেন। ১৬ই জুলাই আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে খুলনা। পরদিন ১৭ই জুলাই খুলনার তিনটি পয়েন্টে মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। একই দিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় সব শিক্ষা কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রদের বিকেল ৫টার মধ্যে এবং ছাত্রীদের পরদিন সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেদিন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৮ই জুলাই নগরীতে কঠোর অবস্থান নেয় পুলিশ, মোতায়েন করা হয় বিজিবি। কমপ্লিট শাটডাউনের অংশ হিসেবে খুলনার শিববাড়ির মোড়ে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অবস্থান নেন।

এরপর কারফিউ জারি হলে আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। ৩০শে জুলাই আবারও খুলনার রাজপথে নামে শিক্ষার্থীরা। এদিন রাত ১১টার দিকে খুলনা

সার্কিট হাউসে মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক, খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য এস এম কামাল, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার রকিবুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুসাইন খান, খুলনা মহানগর যুবলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান পলাশ, সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহজালাল হোসেন সুজন, খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান রাসেল প্রমুখ শিক্ষার্থীদের ১১ জন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে চাপ প্রয়োগ করেন। চাপে পড়ে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেও আরেকটি অংশ সে ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে।

৩১শে জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালনকালে শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। ছাত্রীসহ ৩৫ জনকে পুলিশ আটক করে। প্রতিবাদে ১লা আগস্ট মানববন্ধন করেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। মাথায় লাল কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করেন তারা।

২রা আগস্ট শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে তিন দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জিরো পয়েন্ট, গল্লামারী মোড় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ৩০ জন আন্দোলনকারী আহত হন। পরদিন ৩রা আগস্ট খুলনার গুরুত্বপূর্ণ মোড় কিংবা সড়কে পুলিশের কোনো উপস্থিতি দেখা যায়নি। ৪ঠা আগস্ট সকালেই পুরো খুলনা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা। রাজপথে ঢল নামে লাখো জনতার।

৪ঠা আগস্ট, দিনটি ছিল রবিবার। সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগ কর্মসূচির সমর্থনে খুলনার রাজপথে ছাত্র-জনতার ঢল নেমে আসে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বিএল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা খণ্ডখণ্ড বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সকাল ১০টা থেকে শিববাড়ি মোড়ে জড়ো হতে থাকেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। দুপুর ১২টার দিকে আন্দোলনকারীরা পিকচার প্যালেস মোড় থেকে মিছিল বের করার সময় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে পিস্তল থেকে গুলি করতে থাকেন। এক সময় আন্দোলনকারীরা একত্রিত হয়ে ধাওয়া দিলে তারা পিছু হটে যান।

পরদিন ৫ই আগস্ট সকাল থেকেই নগরীর শিববাড়ি মোড়ে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। গত দিনের মতোই স্লোগানে উত্তাল ছিল নগরী। দুপুরে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার খবরে সারাদেশের মতো খুলনার রাজপথেও শুরু হয় আনন্দ-উল্লাস আর বিজয় মিছিল। শহরের প্রতিটি অলিগলি উপচে পড়ে আনন্দ মিছিলে। পরে শিববাড়ি মোড়ে এসে মিশে যায় সব মিছিল।

[সূত্র: সাম্প্রতিক দেশকাল, ২রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫]

সাফজয়ী জাতীয় নারী ফুটবল দলকে এক কোটি টাকা পুরস্কার

ঢাকায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সম্মেলন কক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাফজয়ী বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের জন্য পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং বিসিবি থেকে ২০ লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ৩১শে অক্টোবর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

এ সময় যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ সাফল্য বিশ্ব ফুটবলে বাংলাদেশ নারী দলের অবস্থান আরও সুসংহত করেছে। উপদেষ্টা আরও বলেন, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। আগামী ২রা নভেম্বর সকাল ১১টায় তিনি তার বাসভবনে নারী ফুটবল দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জাতিকে এই বিজয় উপহার দেওয়ার জন্য জাতীয় নারী ফুটবল দলকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

খুলনার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-অবরোধ ও সমাবেশ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি)-এর শিক্ষার্থীরা। ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে নগরীর প্রবেশপথ জিরো পয়েন্ট মোড়ে অবস্থান করেন আন্দেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা।

আজকের আন্দোলনের খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, বিএল কলেজ-এর শিক্ষার্থীদের সমাগমে ব্যাপক ছাত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। এখানে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

এ সময় শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যকে অপমানজনক আখ্যা দিয়ে– ‘চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার’, ‘কোটা দিয়ে বৈষম্য নয়, বৈষম্যমুক্ত দেশ চায়’, ‘আমার সোনার বাংলায়, কোটা প্রথার ঠাঁই নাই’, ‘রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘দফা এক দাবি এক, কোটা নট কাম ব্যাক’, ‘শিক্ষার্থীদের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’, ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’, ‘আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’ ইত্যাদি স্লোগানে সড়কপথ প্রকম্পিত করে তোলে।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা এতদিন যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিলাম। রাষ্ট্রের যাদের কাছে আমাদের দাবি তারাই যদি আমাদের সাথে এমন আচরণ করেন তাহলে আমরা যাব কোথায়? প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের প্রতিবাদে কাল রাতেই সারাদেশের ছাত্রসমাজ তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে আমরা সকল শিক্ষার্থী আজকের এ কর্মসূচি পালন করছি। প্রধানমন্ত্রী তার ভুল বুঝে ছাত্রসমাজের দাবি মেনে নিবে বলে আমরা আশাবাদী।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এক শিক্ষার্থী বলেন, কোটা প্রথার সংস্কার আমাদের একান্ত দাবি। বর্তমান কোটা ব্যবস্থা যোগ্য ও মেধাবীদের উপর অবিচার করছে। আমরা যোগ্যতার ভিত্তিতে আমাদের স্থান পেতে চাই। আমাদের দাবি হল, কোটা প্রথার পুনর্বিবেচনা ও সংস্কার করা হোক, যাতে মেধাবীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হয়। আমরা দেশের উন্নতির জন্য মেধাবীদের সঠিক মূল্যায়ন চাই। এবং একই সাথে পুলিশ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের যে সহিংসতা ছাত্রদের উপর চলছে এর সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করি।

নর্দান ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থী বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকা বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য পুলিশ এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠী আমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। আমরা এখনো শান্তির পথ অবলম্বন করছি, কোনো ধরনের সহিংসায় জড়ানো আমাদের ইচ্ছা না। কিন্তু চলমান পরিস্থিতি গুলোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং কোটা সংস্কারের তীব্র দাবি জানাচ্ছি।

এর আগে গতকাল মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে ছাত্রলীগের স্লোগান শুনতে পেয়ে প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা হল থেকে বেরিয়ে জিরো পয়েন্ট মোড় পর্যন্ত মিছিল নিয়ে যেতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।

[সূত্র: খুলনা গেজেট, ১৬ই জুলাই ২০২৪]

কেশবপুরে পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে কোটা আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিল

যশোরের কেশেবপুরে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কেশেবপুর সরকারি ডিগ্রি কলজেে অবস্থান নেন। সেখানে পুলিশি বাধা উপক্ষো করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফেস্টুন ও ব্যানার হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

মিছিলটি পৌর শহররে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ত্রিমোহিনী মোড়ে এসে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেন।

এসময় শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করলে যশোর-চুকনগর সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে ওই সময় রোগী বহনকারী একটি অ্যাম্বুল্যান্স এলে শিক্ষার্থীরা অ্যাম্বুল্যান্সকে দ্রুত যেতে সহায়তা করেন। শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবশেে বলেন, আমরা কোটার বিরুদ্ধে নই, সংস্কার চাই। যত দিন কোটা সংস্কার না হবে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে।

কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শত শত শিক্ষার্থী কোটা আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের অংশগ্রহণও ছিল লক্ষণীয়। শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে দুপুর র্পযন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

[সূত্র: কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি, কালের কণ্ঠ, ১৮ই জুলাই ২০২৪]

ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল খুলনার শিববাড়ির মোড়

‘কমপ্লিট শাটডাউন’র অংশ হিসেবে খুলনার শিববাড়ির মোড়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করছেন বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থীরা। কয়েক হাজার শিক্ষার্থী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। পুরো এলাকা দখল নিয়েছেন তারা।

বৃহস্পতিবার ১৮ই জুলাই সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত পুলিশকে উপেক্ষা করে শিববাড়ির মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এতে খুলনা-যশোর মহাসড়ক, শিববাড়ি থেকে সোনাডাঙ্গা, ময়লাপোতা, রূপসা সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। সারাদেশে চলমান আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ করছেন তারা।

তপ্ত রোদে শিক্ষার্থীরা– ‘অ্যাকশন টু অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘লাখো শহিদের রক্তে কেনা, দেশটা কারো বাপের না’, ‘রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘আমার ভাইয়েরা মরলো কেন, জবাব চাই দিতে হবে’, ‘শিক্ষার্থীদের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’, ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’সহ বিভিন্ন স্লোগানে উত্তাল করে রেখেছেন পুরো এলাকা। যদিও প্রথমে পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীরা কোটা বৈষম্যের অবসান না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ না ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে মোবাইলে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

[সূত্র: ১৮ই জুলাই ২০২৪, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম]

প্রথম বীর, মহাকাব্যের নায়ক শহিদ আবু সাঈদ

মো. হায়দার আলী

মানবজাতি মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসের ধারায় এমন কিছু দুঃখজনক, বেদনাদায়ক, হৃদয় গ্রাহী ঘটনা সংযোজিত হয়েছে যা অধ্যয়ন করলে মন শুধু ব্যথিত ও মর্মাহত হয়। আর এসব ঘটনা সংঘটনের নায়কদের উদ্দেশে মন থেকে বেরিয়ে আসে নানা ধিক্কারজনক উক্তি। ইতিহাসের ঘটনা থেকে জানা যায়, এমন কিছু ব্যক্তির জীবন প্রকাশ্যে শত শত জনতার উপস্থিতিতে এই পৃথিবীতে অকালে ঝরে গেছে, যাদের এই অপমৃত্য বিবেকই কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতে পারে না। অকালে পুলিশের গুলিতে ঝরে গেল এক মেধাবী শিক্ষার্থীর জীবন। তিনি হলেন বীর সৈনিক পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নয় বীর শহিদ আবু সাঈদ।

আবু সাঈদ (২০০১ - ১৬ই জুলাই ২০২৪) ছিলেন একজন শিক্ষার্থী ও ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী। তিনি এই আন্দোলনের রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সমন্বয়ক ছিলেন। গত ১৬ই জুলাই আন্দোলন চলাকালে একজন পুলিশ সদস্যের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কোটা আন্দোলনকারীরা তাকে আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবন: আবু সাঈদ ২০০১ সালে রংপুরের জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মকবুল হোসেন এবং মাতার নাম মনোয়ারা বেগম। আবু সাঈদের ছয় ভাই ও তিন বোন, নয় ভাই-বোনের মধ্যে সে সবার

ছোটো। তিনি স্থানীয় জাফর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপরে স্থানীয় খালাশপীর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাস করেন। এরপর তিনি ২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে জিপিএ-৫ পেয়ে এইচএসসি পাস করেন। পরে তিনি ২০২০ সালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ বিভাগে ভর্তি হন। তিনি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।

২০২৪-এর কোটা সংস্কার আন্দোলন

আবু সাঈদ ছিলেন ২০২৪ সালের বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের একজন কর্মী। ২০১৩, ২০১৮ সালের পর ২০২৪ সালের ৬ই জুন আবারো কোটা সংস্কারের আন্দোলন শুরু হয়। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক হিসেবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রংপুর অঞ্চলে কোটা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি আন্দোলনকে বেগবান করতে ১৫ই জুলাই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে নিহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে উল্লেখ করে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন: “স্যার! (মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা), এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার! আপনার সমসাময়িক সময়ে যারা ছিল সবাই তো মরে গিয়েছে। কিন্তু আপনি মরেও অমর। আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত। আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে। অন্তত একজন ‘শামসুজ্জোহা’ হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।’

১৬ই জুলাই দুপুর ১২টা থেকেই রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে কোটা আন্দোলনকর্মীরা বিক্ষোভ করছিল। আবু সাঈদ এই আন্দোলনের সম্মুখভাগেই অবস্থান করছিল সব সময়।

মামলা: রহস্যজনক হলেও বাস্তব সত্য আবু সাঈদের মৃত্যুর পরদিন ১৭ই জুলাই তাজহাট থানার উপপরিদর্শক ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিভূতি ভূষণ রায় তাজহাট থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী আবু সাঈদের মৃত্যুর দায় বিক্ষোভকারীদের ওপর চাপানো হয়। প্রশাসনের লোকজন কতটা বেহায়া, মিথ্যাবাদী হলে মামলার তথ্য বিবরণীতে এমন মিথ্যা পুলিশ উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে আন্দোলনকারীদের ছোঁড়া গোলাগুলি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের একপর্যায়ে একজন শিক্ষার্থীকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। সহপাঠীরা ধরাধরি করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। যেখানে লাখ লাখ মানুষ ভিডিওতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আবু সাঈদ হাতে থাকা লাঠি ফেলে দিয়ে পুলিশের দিকে বুক পেতে দিচ্ছেন, দুহাত প্রসারিত করে আর এ সময় পুলিশ তাকে খুব কাছাকাছি থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে হত্যা করছেন। স্বৈরাচারী পুলিশ তাকে গুলি না করে সহজে গ্রেপ্তার করতে পারত, আইনের আওতায় আনতে পারত। তা হলে তাকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হতো না।

প্রতিক্রিয়া: আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সাল আবু সাঈদের মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘ছেলেটার কাছে যেহেতু প্রাণঘাতী কোনো অস্ত্র ছিল না, কাজেই পুলিশের সহিংস হওয়ার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু পুলিশ সেটি না করে গুলি ছুঁড়লো। নিরীহ মানুষের উপর এমন আক্রমণ মোটেও মেনে নেওয়া যায় না।’ গত ১৭ই জুলাই ভারতীয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ফেসবুকে আবু সাঈদের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেন, ‘আজ, অস্থির লাগছে। আমিও তো সন্তানের জননী। আশা করবো বাংলাদেশ শান্ত হবে।’ গত ২৬শে জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আবু সাঈদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এ সাহায্য কি আবু সাঈদের অভাব পূরণ করতে পারবে।

বেরোবি শিক্ষার্থী আবু সাঈদের জানাজা: ১৭ই জুলাই, বুধবার সকাল ৯টায় পীরগঞ্জ উপজেলার

অংশগ্রহণ না করা নিয়ে আক্ষেপ করে একটি পোস্ট দেন। তার মৃত্যুর পর এখন সেটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে (ভাইরাল) পড়ে। ১৯৬৯ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হন সেই সময়কার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (তৎকালীন রিডার) সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা। এই শিক্ষকও তার মৃত্যুর আগের দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষদের এক সভায় বলেন- 'আজ আমি আমার ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত। এরপর কোনো গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার আমার গায়ে লাগে।' সেই শামসুজ্জোহার এই উক্তিটি ফেসবুকে পোস্ট করে নিজের মৃত্যুর আগের দিন আবু সাঈদ লিখেছেন- "স্যার! এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার! আপনার সমসাময়িক সময়ে যারা ছিল সবাই তো মরে গেছে, কিন্তু আপনি মরেও অমর। আপনার সমাধি, আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত। এই প্রজন্মে যারা আছেন, আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছেন মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সাথে সাথেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে। অন্তত একজন 'শামসুজ্জোহা' হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।" হয় তো তার পোষ্টে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ছাত্রদের এ আন্দোলনে শরীক হন তাদের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসেন।

মদনখালী ইউনিয়নের বাবনপুর গ্রামে জাফরপাড়া মাদ্রাসা মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মানুষের ঢল নামে। পরে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন আবু সাঈদ। জানাজায় ইমামতি করেন, আবু সাঈদের আত্মীয় মো. সিয়াম মিয়া। আবু সাঈদের লাশ গত মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে তার গ্রামে এসে পৌঁছে। লাশ গ্রামে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শোক আর কান্নায় এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে যায়। সেখানে অপেক্ষমাণ শত শত মানুষ ছিলেন। এলাকাবাসী জানান, আবু সাঈদ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, প্রতিবাদী, সৎ সাহসী।

কিংবদন্তি: কোটা আন্দোলনকে কবি শহীদুল্লাহ ফরায়জী তার নামে প্রজন্মের বীর আবু সাঈদ নামে একটা কবিতা লিখেন, আন্দোলন কর্মীরা রংপুর পার্ক মোড়ের নাম পরিবর্তন করে 'আবু সাঈদ চত্বর' দিয়েছেন। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলগেটের নাম 'শহীদ আবু সাঈদ গেইট' নামকরণ করেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলন: পুলিশের গুলিতে নিহত সাঈদের শেষ পোস্ট: বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। তার মৃত্যুর একদিন আগে ১৫ই জুলাই আবু সাঈদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে চলমান আন্দোলনে শিক্ষকদের

ভিডিওঃ পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের নিহত হওয়ার পুরো ঘটনার একটি ভিডিও বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

সেই ভিডিওতে দেখা গেছে- আন্দোলকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংর্ঘষ শুরু হওয়ার সময় সবার সামনে ছিলেন আবু সাঈদ। আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকলে আন্দোলনকারী অন্যরা পিছু হটে গেলেও হাতে একটি লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্লোগান দিতে থাকেন আবু সাঈদ। এই সময় ঠিক সামনে থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে পুলিশ। হাতে থাকা লাঠি দিয়ে পুলিশের সেই রাবার বুলেট ঠেকানোর চেষ্টা করতে দেখা যায় আবু সাঈদকে। কিন্তু ক্রমাগতভাবে পুলিশের ছুড়তে থাকা রাবার বুলেটে কয়েকটি শরীরে লাগে তার।

ভিডিওতে আরও দেখা যায়, গুলি শরীরে লাগলে একপর্যায়ে পিছু হঠেন আবু সাঈদ। ফুটপাতে বসে পড়েন। তখন পেছন থেকে কয়েকজন আন্দোলনকারী দৌড়ে এসে তার হাত-পা ধরাধরি করে নিয়ে যায়। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোকে নিহত আবু সাঈদের বন্ধু অঞ্জন রায় বলেন, 'শরীরে একের পর এক রাবার বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আবু সাঈদ। তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। এ সময় সংঘর্ষ চলছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়।'

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হৃদয় রঞ্জন রায় বলেন, 'মেডিকেলের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তির আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে তার শরীরের একাধিক স্থানে রাবার বুলেটের ক্ষত রয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। কিন্তু রাবার বুলেটের আঘাতে মারা গেছেন কি না, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ছাড়া এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।'

নিহত আবু সাঈদের বড়ো ভাই রমজান বলেন, 'বাবা মকবুল হোসেন শারীরিক অসুস্থতায় শয্যাশায়ী। ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে আবু সাঈদ ছিল সবচেয়ে মেধাবী। তাই পরিবারের সবার উপার্জন দিয়ে তাকে এতদূর পর্যন্ত পড়ালেখা চালিয়ে নিয়ে এসেছি। একদিন সে অনেক বড়ো হবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সে আশা ছিল। আদরের ছোটো ছেলের মৃত্যুর খবরে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন মা মনোয়ারা বেগম। বার বার মূর্ছা যাচ্ছেন, কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।'

রংপুর পার্ক মোড়ের নাম পরিবর্তনঃ পার্ক মোডের নাম 'আবু সাঈদ চত্বর' দিলেন শিক্ষার্থীরা। পুলিশের গুলিতে নিহত কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয় কমিটির সদস্য ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থী আবু সাঈদের স্মরণে রংপুর পার্ক মোড়ের নাম পরিবর্তন করে 'শহীদ আবু সাঈদ চত্বর' নামকরণ করার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। শেষ পর্যন্ত তা করা হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের প্রোফাইল, বিভিন্ন পেজ এবং গ্রুপে এ দাবি জানান। বর্তমানে গুগল ম্যাপে পার্কের মোড়ের জায়গায় 'শহিদ আবু সাঈদ চত্বর' নাম দেখা যাচ্ছে। ওবায়দুর রহমান নামে বেরোবির একজন ফেসবুক গ্রুপে লিখেছিলেন, 'এরইমধ্যে গুগল ম্যাপে পার্কের মোড়ের নাম পরিবর্তন করে শহিদ আবু সাইদ চত্বর করা হয়েছে। তাকে সম্মান করে তার নামে এই চত্বরকে ডাকবেন নাকি অন্য নামে!' আরেক শিক্ষার্থী ফেসবুক পোস্টে লিখেন, 'আজ থেকে রংপুর পার্ক মোড়ের নাম শহীদ আবু সাঈদ চত্বর- সাধারণ শিক্ষার্থী।'

ভারতের অঙ্কন শিল্পী'র রংতুলিতে আবু সাঈদঃ চলছে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি। এ কারণে ঢাকাসহ সারাদেশে ২২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতে থেমে নেই তারকাদের ফেসবুক টাইমলাইন। সরব হয়েছেন শোবিজ অঙ্গন থেকে মিডিয়া পাড়ার অনেক তারকারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা গেছে পুলিশের গুলিতে নিহত শিক্ষার্থী আবু সাঈদের একটি আঁকা ছবি পোস্ট করেছেন জনপ্রিয় নাট্য পরিচালক মাবরুর রশিদ বান্নাহ। তিনি সেই ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'বীর শহীদ আবু সাঈদের এই ছবিটি এঁকেছেন ভারতের অঙ্কন শিল্পী কৌশিক সরকার।' এর আগের পোস্টে তিনি লেখেন, তুমি যতো বেশি সততার সাথে কথা বলবে তত বেশি সম্মানিত হবে। - হজরত আলী (রা.)। উল্লেখ্য, বুধবার (১৭ই জুলাই) কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত ৬ জনের

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১০ই আগস্ট ২০২৪ রংপুরের পীরগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন– পিআইডি

গায়েবানা জানাজা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি)। এ সময় কফিন ছুঁয়ে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শপথ করেন আন্দোলনকারীরা। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলা, খুনের প্রতিবাদ, খুনিদের বিচার, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত ও এক দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার (১৮ই জুলাই) সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আবু সাঈদ সম্পর্কে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

মহাকাব্যের নায়ক আবু সাঈদ, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এটা আবু সাঈদের বাংলাদেশ। এই আবু সাঈদের বাংলাদেশে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাই যে যেখানে আছেন আবু সাঈদের মা-বাবা, ভাইবোনদের বা যারা যেখানে আছেন তাদের রক্ষা করুন। কোনো গোলযোগ করতে দেবেন না। আবু সাঈদের মতো আর কাউকে যাতে মৃত্যুবরণ করতে না হয়। রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপাড়া গ্রামে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস আরও বলেন, আবু সাঈদ যেভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, আমাদেরও সেভাবে দাঁড়াতে হবে। আবু সাঈদ এখন ঘরে ঘরে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবারই সন্তান। এখানে হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ পরিবার সবার ঘরের সন্তান এই আবু সাঈদ। কাজেই আপনারা খেয়াল রাখবেন, কোথাও যেন কোনো গোলোযোগ না হয়। কেউ যেন ধর্ম নিয়ে কথাবার্তা না বলে। কারণ, আমরা এই মাটিরই সন্তান, সবাই আবু সাঈদ। বাংলাদেশে যত পরিবার আছে সব পরিবারের সন্তান। শিক্ষার্থীরা স্কুলে পড়বে আবু সাঈদের কথা। নিজে নিজে বুঝে যাবে আমিও ন্যায়ের জন্য লড়ব, আমিও বুক পেতে দেব। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান ড. ইউনূস বলেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই মাটির সন্তানদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা যেন এটি নিশ্চিত করি। আবু সাঈদ যেমন দাঁড়িয়েছে, আমাদেরও সেভাবে দাঁড়াতে হবে। যারা পার্থক্য করে, এ রকম সন্তান ও রকম সন্তান- এ রকম না। আমরা সবাই বাংলাদেশি, আমরা বাংলাদেশেরই

সন্তান। আবু সাঈদের মা সবার মা এবং সবার মা আবু সাঈদের মা। কাজেই তাকে রক্ষা করতে হবে, তাদের বোনদের রক্ষা করতে হবে, তাদের ভাইদের রক্ষা করতে হবে। সবাই মিলে এটি করতে হবে।

কবর জিয়ারতের পর আবু সাঈদের বাড়িতে যান প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। আবু সাঈদের বাড়ির আঙিনায় বেশ কিছু সময় বসেন এবং তার বাবা-মা, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের সান্ত্বনা দেন। আবু সাঈদের বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকা তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টা। পরে জাতীয় পতাকাটি সাঈদের পরিবারের হাতে দিয়ে বলেন, এই পতাকার জন্য আবু সাঈদ প্রাণ দিয়েছেন। এই পতাকা ঠিকমতো রাখবেন। এ সময় তিনি পরিবারকে আবু সাঈদের হত্যার বিচারের আশ্বাস দেন। এ সময় পীরগঞ্জের রাস্তার দুই পাশে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান। তিনি আবু সাঈদ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা মহাকাব্য পড়ে থাকি। আবু সাঈদকে নিয়ে মহাকাব্য লেখা হবে। আবু সাঈদ মহাকাব্যের নায়ক। ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে কবিতা, গল্প ও সাহিত্য লেখা হবে। তার গুলি খাওয়ার যে ছবি মানুষ দেখল, এর পরে মানুষকে আর থামানো যায়নি। আবু সাঈদ বিশ্বকে চমকে দিয়েছে।

আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেনের দেশবাসীর নিকট আবেদন: ভাস্কর্য নির্মাণের পরিবর্তে জনকল্যাণমুখী কিছু করুন—আবু সাঈদের বাবা ছেলের ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণের পরিবর্তে জনকণ্যানমুখী কিছু করার অনুরোধ করেছেন কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম শহিদ শিক্ষার্থী আবু সাঈদের পিতা মকবুল। পিতার পক্ষে আবু সাঈদের বড়ো ভাই রমজানের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তিনি বলেন, ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কিছু লোক আবু সাঈদের ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। আামি সকলের প্রতি সম্মান রেখে অনুরোধ করছি, যেহেতু ইসলাম ধর্মে সকল ধরনের মূর্তি, ভাস্কর্য কিংবা প্রতিকৃতি বানানো নিষিদ্ধ সেহেতু ছেলের জন্য কিছু করতে চাইলে জনকল্যাণমুখী এমন কিছু করুন, যার সওয়াব শহিদ আবু সাঈদ কবরে পাবে। আমরা মুসলমান। ইসলাম ও আখিরাত বিশ্বাস করি।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ শ শ মৃত্যু বরণকারীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, আল্লাহ যেন তাদের শহিদের মর্যাদা দান করে শহিদ হিসেবে কবুল করে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন এবং হাজার হাজার আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, সঠিক তদন্ত করে সকল হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার দেশের মানুষ দেখতে পান দেশবাসী বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট প্রত্যাশা করেন।

মো. হায়দার আলী: প্রধান শিক্ষক, মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

[তথ্য: দৈনিক খেদমত, ১৪ই আগস্ট ২০২৪]

পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে মন্ত্রণালয়ের বাজার মনিটরিং অব্যাহত

নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কমিটি নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ করছে। ৯ই নভেম্বর সকালে বনানী কাঁচাবাজার, বনানী ডিসিসি মার্কেট, চেরি শপিং কমপ্লেক্স এবং স্বপ্ন সুপার শপে মনিটরিং টিমের সদস্যরা সচেতনতামূলক তদারকি করেন।

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিমের আহ্বায়ক ও অতিরিক্ত সচিব তপন কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং উপসচিব রুবিনা ফেরদৌসীসহ কমিটির অন্য সদস্যরা বাজার মনিটরিং করেন। তারা লিফলেট বিতরণ করেন এবং পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের অনুরোধ জানান।

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিমের আহ্বায়ক তপন কুমার বিশ্বাস জানান, ৩রা নভেম্বর থেকে পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাতের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চলছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন কাঁচাবাজার ও সুপার শপে সচেতনতার ফলে পলিথিন ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। উল্লেখ্য, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর গঠিত মনিটরিং কমিটির উদ্যোগে ১লা নভেম্বর থেকে পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে কঠোর মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট শুরু হয়।

প্রতিবেদন: রিসান হাসান

খুবিতে দেয়াললিখন ও গ্রাফিতি এঁকে প্রতিবাদ কর্মসূচি

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের নির্বিচার হত্যার প্রতিবাদ, মামলা প্রত্যাহার, গুম-আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তি ও হল-ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার দাবিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি অঙ্কন কর্মসূচি শুরু করে শিক্ষার্থীরা। রবিবার ২৮শে জুলাই দুপুর দুইটা থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের খান জাহান আলী হল গেটে কর্মসূচি শুরু করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য দুপুর একটা থেকেই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল রোড এলাকায় জড়ো হতে থাকেন। নিজেদের সংগৃহীত টাকা দিয়ে রংতুলি কিনে তারা গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখন লিখে বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের দেয়াললিখনের মধ্যে ছিল– ‘পানি লাগবে পানি?’, ‘ঐক্যবদ্ধ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়’, `You can cut all the flowers but cannot keep the spring from coming’, `Readz to fly’, `Stop talking’, প্রভৃতি। দেয়াললিখন ও গ্রাফিতির বেশির ভাগ জুড়েই ছিল ১৮ই জুলাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পানি বিতরণের সময় মারা যাওয়া প্রাক্তন খুবি শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধের স্মৃতি।

গ্রাফিতি আঁকার সময় কোটা আন্দোলনে প্রথম থেকে সোচ্চার এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বলেন, দমনপীড়ন চালিয়ে শিক্ষার্থীদের দমিয়ে দেওয়া যাবে না। আমরা আমাদের ভাই হত্যার বিচার চাই। আমরা দেয়ালে, সড়কে গ্রাফিতির মাধ্যমে চব্বিশকে পৃথিবীব্যাপী জানিয়ে দিতে চাই। এটিও আমাদের প্রতিবাদের ভাষা। উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার আন্দোলনে নিহত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত প্রধান ফটকের নাম ‘মীর মুগ্ধ তোরণ’ রাখার দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা।

[সূত্র: খুলনা গেজেট, ২৯শে জুলাই ২০২৪]

খুলনার শিববাড়ি মোড়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ

কোটা সংস্কার আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে খুলনা নগরীর শিববাড়ি মোড় অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল করে শিববাড়ি মোড়ে অবস্থান নেন।

অবরোধকারী শিক্ষার্থীরা– 'তুমি কে? আমি কে? বিকল্প বিকল্প', 'এক দফা এক দাবি শেখ হাসিনার পদত্যাগ', 'স্টেপ ডাউন শেখ হাসিনা', 'আমার ভাই মরল কেন, শেখ হাসিনার জবাব দে', 'গুলি করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না' ইত্যাদি স্লোগান দেন। আন্দোলনে স্থানীয় লোকজনকেও একাত্মতা প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্লোগান দিতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় কেনা গুলি দিয়ে আমাদের হত্যা করা হচ্ছে। আন্দোলন গুলি করে শিক্ষার্থীদের মেরেছে পুলিশ। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যে রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে তা নজিরবিহীন। এই নৃশংসতায় সারা পৃথিবীর মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। সকাল থেকে শিববাড়ি মোড়ে ব্যাপক পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সাউথ) তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছি। এখনো পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

[সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, ৩০শে জুলাই ২০২৪]

‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি

যশোরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জ

যশোরে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এরপর সেখান থেকে অন্তত ৬ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি পালনের সময় ৩১শে জুলাই বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এ লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে।

আটক ছাত্ররা হলেন– রনি, আকাশ, রানা, তৌহিদুল, রিয়াজ ও ইব্রাহিম। এদিকে শিক্ষার্থীদের উপর লাঠিচার্জ ও আন্দোলনকে ঘিরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে গোটা শহরে। শহরের বিভিন্ন পয়েন্ট মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা, গুম এবং খুনের প্রতিবাদে ও জাতিসংঘের তদন্তপূর্বক বিচারের দাবিতে এবং ছাত্রসমাজের ৯ দফা দাবি আদায়ের সকাল থেকে যশোরের শহরের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে যশোর পৌরসভার সামনে মিলিত হন।

এ সময় মিছিলের চেষ্টা করলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। এরপর শহরের ঈদগাহ মোড় থেকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে তারা সেটা উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। এরপর যশোর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে চার রাস্তার মোড়ে মিছিলটি পৌঁছায়। সেখানে একাধিক কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্য ও ডিবি পুলিশের সদস্যরা এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এর আগে শহরের ঈদগাহ মোড় এলাকা থেকে ৬ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যশোরের সমন্বয়ক রাশেদ খান জানান, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি পুলিশের বাধার মুখে পড়েছে। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। বাধা দিয়ে আটক করে আমাদের আন্দোলন প্রতিহত করা যাবে না। আমরা রাজপথে ছিলাম, থাকব। তবে ছয় শিক্ষার্থীকে আটকের বিষয়ে যশোর জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জুয়েল ইমরান জানান, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

[সূত্র: যশোর অফিস, সমকাল, ৩১শে জুলাই ২০২৪]

যশোরে একদফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে মানুষের ঢল

গণহত্যা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যশোরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। ৩রা আগস্ট শনিবার সকাল ১১টা থেকে যশোর শহরের পালবাড়ি মোড়ে বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সমবেত হতে থাকেন। সড়কে হাজারো মানুষের ঢল নামে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুপুর ১২টার দিকে যশোরে এই বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে এ বিক্ষোভে শত শত অভিভাবক, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। বিক্ষোভ মিছিল ধর্মতলা, খোলাডাঙ্গা হয়ে চাঁচড়া তিন রাস্তার মোড়ে অবস্থান নেয়।

মিছিল শুরুর আগে বৃষ্টি শুরু হলেও বন্ধ হয়নি শিক্ষার্থীদের অবস্থান। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায় দশ সহস্রাধিক মানুষের মিছিলটি। এরপর দুপুরে বিশাল এই গণজমায়েতে সংগঠকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক রাশেদ খান, ইমরান খান প্রমুখ।

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সারাদেশে চারজন সাংবাদিকসহ ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদ এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (একাংশের) সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ খানের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোর। এদিন দুপুরে প্রেসক্লাব যশোরের সামনে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সভাপতি আকরামুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এসএম ফরহাদের উপস্থাপনায় কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক ইউনিয়ন যশোরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ জামান, বিএফইউজের সাবেক সহকারী মহাসচিব নূর ইসলাম, *লোকসমাজের* ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ারুল কবীর নান্টু প্রমুখ।

[সূত্র: যশোর অফিস, সমকাল, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

রক্ত আখরে লেখা নাম: মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

মিয়াজান কবীর

রাজধানী ঢাকার উত্তর প্রান্তে গড়ে ওঠেছে একটি জনপদ। জনপদটির নাম উত্তরা। এই উত্তরায় ৫ নম্বর সেক্টরের ৯/ডি রোডে উনিশশো আটানব্বই সালের ৯ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন মীর মাহফুজুর রহমান। তার ডাক নাম মুগ্ধ। পৈতৃকবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার কাজিপাড়া গ্রামে।

মীর মুস্তাফিজুর রহমান ও শাহানা চৌধুরী দম্পত্তির তিন পুত্র সন্তান। দীপ্ত সবার বড়ো। স্নিগ্ধ আর মুগ্ধ যমজ ভাই। মুগ্ধ ছিলেন সবার ছোটো। স্নিগ্ধ আর মুগ্ধ একইসঙ্গে হাঁটিহাঁটি পা পা করে বেড়ে ওঠেন মা-বাবা পরিবারের আদর-সোহাগে। স্নিগ্ধ আর মুগ্ধ যমজ এই দুই ভাই অবয়বে শারীরিক গঠনে, চলনে-বলনে দেখতে প্রায় একই রকমের। স্নিগ্ধ আর মুগ্ধ দেখতে ছিলেন নাদুস-নুদুস। হাসি-খুশি, উচ্ছলতায় আর দুরন্তপনায় বেড়ে ওঠেন তারা। চাঁদের মতো মায়াভরা ছিল তাদের মুখশ্রী। দুই ভাই স্নেহ-মমতায়, খেলাধুলায়, লেখাপড়ায় একইসঙ্গে বেড়ে ওঠেন। ছোটোবেলায় তাদের পরিবারের অনেকেই যমজ এই দুই ভাইকে চিনতে হিমশিম খেতেন। এমনকি মা-বাবার চোখেও তাদের দুজনকে আলাদাভাবে চিনতে ধাঁধার মতোই মনে হতো। বাবা-মা, ভাই আর পরিবারের কাছে দুজনই ছিলেন এক রহস্যময় রাজপুত্র।

মুগ্ধ এখন শুধুই স্মৃতি। স্মৃতি কখনও আনন্দের, কখনও বেদনার। স্মৃতি তো অম্লান। স্মৃতি কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়। এই স্মৃতি নিয়েই মানুষ বাঁচতে চায় যুগ-যুগান্তর।

শিক্ষার বয়স হলে বাবা মুস্তাফিজুর রহমান যমজ দুই ভাইকে একইসঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি করে দেন। উত্তরার ৫ নম্বর সেক্টরে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষায় হাতেখড়ি। তারপর ভর্তি হন উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মুগ্ধ এসএসসি এবং এইচএসসি পাস করে ভর্তি হন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে। ১৯তম ব্যাচের ছাত্র মুগ্ধ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ভর্তি হন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে।

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। ছোটো-বড়ো সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন তিনি। খেলাধুলায়, কবিতা পাঠে কিংবা যে-কোনো অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে অনুষ্ঠানকে উজ্জীবিত করে তুলতেন।

মুগ্ধ ছিলেন খুবই মানবিক। ‘সেবাই কর্ম, সেবাই ধর্ম’– এই চিন্তা-চেতনা নিয়েই বেড়ে ওঠেন তিনি। মানুষের দুঃখ, কষ্ট দেখে ব্যথিত হতেন। মুগ্ধ মানুষের কল্যাণের কথা ভাবতেন। মানুষের শান্তির কথা ভাবতেন। এই ভাবনা থেকে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্কুলে ছাত্রাবস্থায় আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংগঠন স্কাউটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন তিনি। মুগ্ধ ছিলেন আর্মস পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপের ইউনিট লিডার। শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে মুগ্ধ বাংলাদেশ স্কাউট থেকে ‘ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেন। এই সংগঠনের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হন। বনানীতে যখন এফআর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে তখন তিনি তার ভাই স্নিগ্ধ ও বন্ধুদের নিয়ে অগ্নিনির্বাপন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুগ্ধ ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক, একজন গিটারিস্ট, একজন ক্রিড়াবিদ, একজন সমাজসেবক। একজন বন্ধুবৎসল হিসেবেও তার সুনাম ছিল। বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। বন্ধুদের নিয়ে তিনি এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন।

মীর মুগ্ধ ছিলেন ভ্রমণপিপাসু। স্বদেশের প্রতি ছিল তার অসম্ভব ভালোবাসা। এই ভালোবাসা থেকেই নিজের দেশকে জানতে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। মা-মাটি আর মানুষের প্রতি ছিল তার অসীম দরদ। দেশ ও মানুষের প্রতি তার ছিল মমত্ববোধ। তাই যে-কোনো দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় ছুটে গিয়েছেন আর্ত-নিপীড়িত মানুষের পাশে।

দুই হাজার চব্বিশ সালের জুলাইয়ে যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়; মুগ্ধ ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনে একাত্ম ঘোষণা করেন। এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষে স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশে পুলিশবাহিনী ছাত্রদের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে, তখন মুগ্ধ তার সহপাঠীদের নিয়ে ঢাকার উত্তরায় আন্দোলনে সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। ১৬ই জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদকে পুলিশবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে; তখন সারাদেশে আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

১৮ই জুলাই শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অদম্য বাংলা ভাস্কর্যের চোখ-মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধর মনে দারুণ রেখাপাত করে। তিনি তার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন।

১৮ই জুলাই রাজধানী ঢাকার উত্তরায় যখন সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশবাহিনী নির্যাতন চালায়, তখন সহপাঠীদের নিয়ে মুগ্ধ সেখানে ছুটে যান। দু হাতে ব্যাগ ভর্তি বিস্কুট আর পানি নিয়ে মুগ্ধ ছাত্রদের ডেকে ডেকে বলতে থাকেন– ‘পানি লাগবে, পানি।’ ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত আন্দোলনকারী অনেকেই তার কাছ থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে আবার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্র-জনতা একাত্ম হয়ে ন্যায্য দাবিতে রাজপথে যখন সোচ্চার, স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস যখন প্রকম্পিত, ঠিক তখনই পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর কাঁদানে গ্যাস আর গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে অনেকেই আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। মুগ্ধ তার বন্ধুদের নিয়ে ছুটে যান আহতদের পাশে। আহতদের অনেককেই হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্যে।

মিছিলে দীর্ঘ সময় চলতে চলতে মুগ্ধ এক সময় নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিকাল ৬টার দিকে ছাত্রদের মাঝে পানি আর বিস্কুট বিতরণ করে সড়ক ডিভাইডারে বসে ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় রাজউক কমার্শিয়ালের সামনে থেকে পুলিশ এগিয়ে আসতে থাকে। জীবন বাঁচাতে অনেকেই দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। কিন্তু মুগ্ধ তার সহপাঠীদের নিয়ে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার সঙ্গে সাহসে বুক বেঁধে মিছিলে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক তখনই পুলিশবাহিনীর ছোঁড়া একটি বুলেট এসে মুগ্ধর কপালে লাগে। পুলিশের তপ্ত বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মুগ্ধ। সহপাঠীরা রক্তাক্ত অবস্থায় মুগ্ধকে ধরাধরি করে চিকিৎসার জন্য ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যান।

কর্তব্যরত চিকিৎসক এই সংগ্রামী বীর মুগ্ধকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রচুর রক্তক্ষরণে অসাড় হয়ে পড়েন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এই সংগ্রামী বীর মুগ্ধ।

মুগ্ধর শহিদি মরদেহ পুলিশবাহিনী গুম করার কথা ভেবে চিকিৎসকদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কেননা, ইতোমধ্যে পুলিশবাহিনী তাদের পৈশাচিক নির্মম হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অনেক শহিদের মরদেহ গুম করে ফেলেছে। এ কথা ভেবে মানবিক চিকিৎসকগণ মুগ্ধর মরদেহ তার স্বজনদের কাছে তুলে দিতে সিদ্ধান্ত নেন। মুগ্ধর স্বজন ও সহপাঠীরা হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ গোপনে বাসায় নিয়ে যান। কিন্তু পুলিশের অপতৎপরতায় তার মরদেহ দাফন করার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়। তখন নিরুপায় হয়ে নিভৃত-নির্জন এলাকায় কামারপাড়া কবরস্থানে গোপনীয়তার সঙ্গে দাফন করা হয় মুগ্ধর মরদেহ। এই নির্জন কামারপাড়া কাজল কালো মাটির বুকে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন এ সংগ্রামী বীর পুরুষ।

মুগ্ধ এ দেশ এ মাটিকে ভালোবেসে তার সোনালি ভবিষ্যৎ উৎসর্গ করেছেন। অথচ একজন শহিদের মরদেহ দাফনের জন্য বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। এ লজ্জা ঢাকবো কেমন করে।

চব্বিশের জুলাইয়ের আন্দোলনে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে ছাত্র-জনতা। পুলিশবাহিনী এই আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার হীন প্রচেষ্টায় ছুঁড়ে কাঁদানে গ্যাস, ছুঁড়ে বুলেট। আন্দোলনকারীরা পুলিশের নির্দয় আক্রমণে অনেকে আহত, অনেকে ক্লান্ত-অবসন্ন। ঠিক তখনই 'পানি লাগবে, পানি' এই বলে যে মুগ্ধ মুগ্ধতা ছড়ায় তাকেও নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশবাহিনী।

দেশের দুর্দিনে-দুঃসময়ে মুগ্ধরা আমাদের সাহস দিয়ে যায়। স্বৈরাচারী শাসকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পুলিশের গুলিতে জীবন দিতে হয়েছে মুগ্ধকে। পানির অপর নাম জীবন। ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ন সংগ্রামী মানুষের জীবন বাঁচাতে পানি-পানি বলে যে মুগ্ধ মায়ার জাল ছড়িয়েছিলেন, তাকেও জীবন দিতে হলো এ দেশ, এ মাটি, এ দেশের মানুষের জন্য।

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ চব্বিশে জুলাই আন্দোলনে এক সংগ্রামী বীর পুরুষ। কালের ইতিহাসে মুগ্ধ অমর। তার স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখার লক্ষ্যে ঢাকার উত্তরায় গড়ে ওঠেছে শহিদ মুগ্ধ মঞ্চ, তার বাসার সামনের সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে 'শহিদ মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ সড়ক'। যে স্কুলে তার শিক্ষায় হাতেখড়ি হয়েছিল, সেই ইসলামি এডুকেশন সোসাইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাবের নামকরণ হয়েছে 'শহিদ মুগ্ধ কম্পিউটার ল্যাব'।

মুগ্ধ এখন শুধু রাজধানী ঢাকার উত্তরায় সীমাবদ্ধ নয়। তার শহিদ হওয়ার ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। দেয়ালে-দেয়ালে আঁকা হয়েছে মুগ্ধর প্রতিচ্ছবির দৃশ্যচিত্র। দেয়ালে দেয়ালে রংতুলির আলপনায় লেখা হয়েছে মুগ্ধর মায়াবী কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি 'পানি লাগবে, পানি'। দেয়ালের চিত্রগাথায়, গ্রাফিতির চিত্রমালায়, কবির কাব্যকলায়, বন্ধুর স্মৃতিকথায়, স্বজনের স্মৃতিজাগানিয়ায় মুগ্ধ চির ভাস্বর। জুলাই আন্দোলনে শহিদের রক্ত আখড়ে লেখা একটি নাম, একটি ইতিহাস-মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক

আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেন, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। যারা শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য সরকারের একটা বরাদ্দ আছে, সেটা তারা পেয়ে যাবেন। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আহতদের সঠিক চিকিৎসা দেওয়া। সে বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।

৪ঠা নভেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধানদের সাথে মতবিনিময়কালে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন, উপদেষ্টা বলেন চিকিৎসার জন্য চীন, নেপাল, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এসেছে। আন্দোলনে যারা আহত হয়েছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ রয়েছে। তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা জাতির দায়িত্ব।

পরে উপদেষ্টা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

শিক্ষার্থীসহ জনসাধারণ হত্যা ও বিচারের দাবিতে খুলনায় শিক্ষকদের মানববন্ধন-মৌন মিছিল

শিক্ষার্থীসহ নিরপরাধ জনসাধারণ হত্যা ও নিপীড়নের প্রতিবাদ এবং বিচারের দাবিতে খুলনায় মানববন্ধন ও মৌন মিছিল করেছে নর্দান ইউনিভার্সিটির সাধারণ শিক্ষকরা। ৩রা আগস্ট শনিবার দুপুরে নগরীর শিববাড়ি মোড়ে খুলনার সাধারণ শিক্ষকবৃন্দের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধন শেষে শিক্ষকরা মৌন মিছিল করেন। মিছিলটি নগরীর শিববাড়ি মোড় থেকে মোল্লা বাড়ির মোড় ঘুরে ফের শিববাড়ি এসে শেষ করে। শিক্ষকরা বলেন, সারাদেশে ছাত্র আন্দোলনে অনেক শিক্ষার্থী আহত, অনেক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর আজ পঙ্গুর মতো হয়েছে। আমরা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানাই।

শিক্ষকরা আরও বলেন, আমার টাকায় কেনা বুলেট দিয়ে কেন আমাদের গায়ে ছুড়বে। আমাদের শিক্ষার্থীদের দিকে যেন আর একটিও গুলি ছোড়া না হয়। এই হত্যাকাণ্ডগুলোর বিচার চাই। আমরা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাশে আছি।

[সূত্র: সময়ের খবর, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

গেজেট থেকে খুলনা বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে খুলনা বিভাগের শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
২৯	২৫৭	রোকনুজ্জামান রাকিব	জাহাঙ্গীর আলম	বালিয়া ভেকুটিয়া, যশোর সদর, যশোর	বালিয়া ভেকুটিয়া, যশোর সদর, যশোর
৩০	২৬১	মো: শাওয়ান্ত মেহতাব (প্রিয়)	মো: শাকিল ওয়াহিদ	মুজিব সড়ক, যশোর সদর, যশোর	মুজিব সড়ক, যশোর সদর, যশোর
৩১	২৬৫	মোঃ তারেক রহমান	মোঃ ওলিয়ার রহমান	বলরামপুর, রূপদিয়া, যশোর সদর, যশোর	বলরামপুর, রুপদিয়া, যশোর সদর, যশোর
৩২	২৬৬	মোঃ আলামিন বিশ্বাস	মোঃ আলমগীর হোসেন	সুজলপুর হঠাৎপাড়া, সুজলপুর, আরবপুর, যশোর সদর, যশোর	সুজলপুর হঠাৎপাড়া, সুজলপুর, আরবপুর, যশোর সদর, যশোর

৪৪	১৬৫৫	মো: আব্দুল্লাহ আল মুস্তাকিম	লোকমান	২৬ পুরাতন বাধ, চর থানাপাড়া, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	২৬ পুরাতন বাধ, চর থানাপাড়া, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৪৫	২৯৬৪	মোঃ ইউছুফ শেখ	এদাত আলি সেখ	শহীদ আবুল কাশেম সড়ক, চর থানাপাড়া, ওয়ার্ড নং-০২, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	শহীদ আবুল কাশেম সড়ক, চর থানাপাড়া, ওয়ার্ড নং-০২, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
৪৬	৩০০৭	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মোঃ কাফিল উদ্দিন	হাতোষ হরিপুর, সদর, কুষ্টিয়া	শালদাহ, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৪৮	৩০৩২	মোঃ উসামা	জয়নুল আবেদীন	দহকোলা, জোতপাড়া, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	দহকোলা, জোতপাড়া, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৪৯	৩০৬৫	মোঃ বাবলু ফারাজী	নওশের আলী	হাটশ হরিপুর, সদর, কুষ্টিয়া	হাটশ হরিপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৫১	৩১০০	মোঃ শাহারিয়া	মোঃ আবু সাঈদ	ঠিকানাঃ বাসা/হোল্ডিংঃ- গ্রাম/রাস্তাঃ শংকরচন্দ্র, ডাকঘরঃ ডিংগেদহ-৭২০০, চুয়াডাংগা	ঠিকানাঃ বাসা/হোল্ডিংঃ- গ্রাম/রাস্তাঃ শংকরচন্দ্র, ডাকঘরঃ ডিংগেদহ-৭২০০, চুয়াডাংগা
৫২	৩১১৪	মোঃ সবুজ	মোঃ আব্দুল হান্নান	বাহাদুরখালি, বাহাদুরখালি, ওয়ার্ড নং-১০, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	বাহাদুরখালি, বাহাদুরখালি, ওয়ার্ড নং-১০, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৬১	৩৬৬০	মোঃ রাজু আহম্মেদ	মোঃ কালাম মোল্যা	গ্রাম/রাস্তা-আজমপুর মোল্যাপাড়া হাট জগদল, জগদল, ডাকঘর-হাট জগদল-৭৬০০, মাগুরা সদর, মাগুরা	গ্রাম/রাস্তা-আজমপুর মোল্যাপাড়া হাট জগদল, জগদল, ডাকঘর-হাট জগদল-৭৬০০, মাগুরা সদর, মাগুরা
৬৩	৩৭৪৩	মাহাফুজুর রহমান	আব্দুল মান্নান	মদিনা নাগার, সেকশন-১১, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	হরতকি তালা, নিশানবাড়ীয়া, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট
৬৪	৩৭৫১	শেখ মোঃ সাকিব রায়হান	শেখ আজিজুর রহমান	৭৩/২৯, নবপল্লী নিউমার্কেট, গোলাম মোহম্মাদীয়া প্রাঃ বিদ্যাঃ রোড, ওয়ার্ড নং-১৮, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।	৭৩/২৯, নবপল্লী নিউমার্কেট, গোলাম মোহম্মাদীয়া প্রাঃ বিদ্যাঃ রোড, ওয়ার্ড নং-১৮, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।
৬৯	৩৮৯৭	আবরার মাসনুন নীল	আশিকুর রহমান	২৬৫/এ, ঘোপ, নওয়াপাড়া রোড, যশোর।	২৬৫/এ, ঘোপ, নওয়াপাড়া রোড, যশোর।
৮৭	৪৯০৭	মোঃ আসিফ ইকবাল	এম. এ রাজ্জাক	১/৯ ফ্লাট নং ৫-৩, বড়বাগ, সেনপাড়া পর্বতা, ওয়ার্ড নং-১৩, মিরপুর, ঢাকা,	নোহাটা, সব্দালপুর, শ্রীপুর, মাগুরা, খুলনা

১০০	৮৫২৪	মেহেদী হাসাস রাব্বী	ময়েনউদ্দীন বিশ্বাস	গ্রামঃ বরুনাতৈল, পোষ্টঃ, পৌরসভা: মাগুরা, থানাঃ মাগুরা, উপজেলাঃ মাগুরা সদর, জেলাঃ মাগুরা	গ্রামঃ বরুনাতৈল, পোষ্টঃ, পৌরসভা: মাগুরা, থানাঃ মাগুরা, উপজেলাঃ মাগুরা সদর, জেলাঃ মাগুরা
১০৫	৯৬৬৩	মোঃ ছাব্বির ইসলাম শাকিব	মোঃ শহিদুল মল্লিক	গ্রাম-হিজলা, পোস্ট-হিজলা, থানা-চিতলমারী, উপজেলা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট।	গ্রাম-হিজলা, পোস্ট-হিজলা, থানা-চিতলমারী, উপজেলা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট।
১১০	১০৪৬৩	মোঃ ইউসুপ আলী	মোঃ মানিক হোসেন	আদরশোপাড়া, চোরমারা দীঘিত পাড়, চাঁচড়া-৭৪০২, যশোর	আদরশোপাড়া, চোরমারা দীঘিত পাড়া, চাঁচড়া-৭৪০২, যশোর
১১৩	১০৬৯৮	মোঃ আব্দুল্লাহ ইবনে শহীদ	শহীদুল হক	ঘোপ, নওপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং-০৩, যশোর	ঘোপ, নওপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং-০৩, যশোর
১১৫	১০৭৭৩	মো:মেহেদী হাসান আলিফ	মোঃ হারুন অর রশীদ	চোরমারা দীঘিরপাড়, তেতুলতলা, রেলগেট, ওয়ার্ড নং-০৫, চাঁচড়া, যশোর সদর, যশোর	চোরমারা দীঘিরপাড়, তেতুলতলা, রেলগেট, ওয়ার্ড নং-০৫, চাঁচড়া, যশোর সদর, যশোর
১২১	১১৯০০	মিঠু বিশ্বাস মারুফ	মোঃ শাহাজাহান ইসলাম (ধলা),	গ্রামঃ আলাইপুর রাউতড়া, পোষ্টঃ, ইউনিয়নঃ হাজীপুর, থানা: মাগুরা সদর, উপজেলাঃ মাগুরা সদর, জেলাঃ মাগুরা	গ্রামঃআলাইপুর রাউতড়া, পোষ্টঃ, ইউনিয়নঃ হাজীপুর, থানা: মাগুরা সদর, উপজেলাঃ মাগুরা সদর, জেলাঃ মাগুরা।
১২৯	১২৫৭৪	আব্দুল্লাহ	আব্দুল জব্বার	৩৩৬ বড় আঁচড়া বেনাপোল, বেনাপোল পৌরসভা, শার্শা, যশোর	৩৩৬ বড় আঁচড়া বেনাপোল, বেনাপোল পৌরসভা, শার্শা, যশোর
১৩২	১২৮৮০	শ্রী শুভ শীল	বিকাশ শীল	গ্রামঃ মুনুড়িয়া, নারিকেলবাড়ীয়া, উপজেলাঃ ঝিনাইদহ সদর, জেলাঃ ঝিনাইদহ	গ্রামঃ মুনুড়িয়া, নারিকেলবাড়ীয়া, উপজেলাঃ ঝিনাইদহ সদর, জেলাঃঝিনাইদহ
১৭৬	১৪২৫৮	ইমতিয়াজ আহমেদ জাবির	নওশের আলী	দেউলি ঝিকরগাছা, যশোর	দেউলি ঝিকরগাছা, যশোর
১৭৭	১৪২৮৪	সাকিব	মোঃ আলাল উদ্দিন	সংকরপুর, যশোর সদর, যশোর	শংকরপুর চাঁচড়া-৭৪০০, যশোর সদর, যশোর পৌরসভা
২০৪	১৫৫৭৯	মোঃ কবির	মোজাহার আলী	৮৭, আরিচ পুর মাস্টার বাড়ীর সংযোগ রোড, আরিচ পুর পশ্চিম, ওয়ার্ড নং-৫৬, টঙ্গী, গাজীপুর	ভেড়া মারা / কলেজ পাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

২০৬	১৬৬৯২	মোঃ ফরহাদ হোসেন	মোঃ গোলাম মোস্তফা	রায়নগর, নাকোল, শ্রীপুর, মাগুরা	রায়নগর, নাকোল, শ্রীপুর, মাগুরা
২৮৬	২১৯১১	মোঃ আল আমিন হোসেন	মোঃ আনোয়ার হোসেন	আফরা, ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর	আফরা, ফুলসারা, চৌগাছা, যশোর
২৮৭	২১৯৪০	মোহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ	মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন	৫৬৩, দক্ষিণ গোরান, খিলগাঁও, ঢাকা -১২১৯	গ্রাম: লাহিনীপাড়া, চাপড়া পোস্ট: মোহিনী মিল, পোল: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া
৩০৮	২২২৪১	মোঃ আলমগীর মোল্লা	কালাম মোল্লা	মোল্লাবাড়ী, গোপালকাঠী, গোটাপাড়া, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	মোল্লাবাড়ী, গোপালকাঠী, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
৩১২	২২২৫০	মোঃ রাকিবুল হোসেন	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	বাসা-৪৮২, রোড -০৬, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	গ্রামঃ মহিষাকুন্ডু, ডাকঘর-ঝিনাইদহ, উপজেলা-ঝিনাইদহ সদর, জেলা-ঝিনাইদহ
৩১৯	২২২৬৫	মোঃ নবী নুর মোড়ল	করিম মোড়ল	শ্রীকন্ঠপুর, কুলে শ্রীকন্ঠপুর, রাড়ুলী, পাইকগাছা, খুলনা।	শ্রীকন্ঠপুর, কুলে শ্রীকন্ঠপুর, পাইকগাছা, খুলনা।
৩২৩	২২২৬৯	আলিফ আহমেদ সিয়াম	বুলবুল আহমেদ	গ্রাম: বড় বাঁশবাড়িয়া, পোস্ট-কাশিমপুর বাজার-১৩০০, সদর, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	গ্রাম: বড় বাঁশবাড়িয়া, পোস্ট-কাশিমপুর বাজার-১৩০০, সদর, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
৩২৫	২২২৭১	রকিবুল হাসান	রফিকুল গাজী	কালীদাসপুর, চাদখালী বাজার, পাইকগাছা, খুলনা।	কালীদাসপুর, চাদখালী বাজার, পাইকগাছা, খুলনা।
৩৩৩	২২৩০৪	মো: সাকিবুল হাসান মাহি	মো: শাহিদুর রহমান	চাঁচড়া ডালমিল, পশ্চিমপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, যশোর সদর, যশোর	চাঁচড়া ডালমিল, পশ্চিমপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, যশোর সদর, যশোর
৩৩৫	২২৩০৭	রুহান ইসলাম	মো: মোকসেদুর রহমান রাসেল	কারবালা, বামনপাড়া, যশোর সদর, যশোর	কারবালা, বামনপাড়া, যশোর সদর, যশোর
৩৩৬	২২৩০৮	সামিউর রহমান সাদ	শেখ মতিয়ার রহমান ডাবলু	পূর্ব বারান্দী মোল্লাপাড়া, আমতলা, যশোর সদর, যশোর	পূর্ব বারান্দী মোল্লাপাড়া, আমতলা, যশোর সদর, যশোর
৩৩৮	২২৩১১	মেহেদী হাসান	রুস্তম আলী	কৃষ্ণবাটি যশোর সদর, যশোর	কৃষ্ণবাটি যশোর সদর, যশোর
৩৩৯	২২৩১৩	ফয়সাল হোসেন	এস এম কবীর হোসেন	পুরাতন কসবা, রায়পাড়া, যশোর সদর, যশোর	পুরাতন কসবা, রায়পাড়া, যশোর সদর, যশোর

৩৪১	২২৩১৬	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	আব্দুল খালেক	পূর্ব বারান্দি মোল্যা পাড়া, বারান্দি, ওয়ার্ড নং-০১, যশোর সদর, যশোর	পূর্ব বারান্দি মোল্যা পাড়া, বারান্দি, ওয়ার্ড নং-০১, যশোর সদর, যশোর
৩৪২	২২৩১৭	মোঃ সোহানুর রহমান	মোঃ আনোয়ার হোসেন	কিসমত, নোয়াপাড়া, যশোর সদর, যশোর	কিসমত , নোয়াপাড়া, যশোর সদর, যশোর
৩৪৩	২২৩১৯	মোঃ সিফাত ফেরদৌস	শহিদুল ইসলাম	সাখারিগাতী, নরেন্দ্রপুর, যশোর সদর, যশোর	সাখারিগাতী, নরেন্দ্রপুর, যশোর সদর, যশোর
৩৪৪	২২৩২১	তৌহিদুর রহমান রানা	মোঃ আব্দুল জব্বার মোল্যা	৪৫৪, শাহিন বাগ, তেজগাঁও, ওয়ার্ড নং-২৫(পার্ট), তেজগাঁও, ঢাকা।	ত্রিমোহিনী ভাল্লুক ঘর, কেশবপুর, যশোর
৩৪৭	২২৩২৪	রাসেল রানা	মো: কুদ্দস আলী	আলমনগর পশ্চিমপাড়া, আমদাবাদ বাজার, যশোর সদর, যশোর	আলমনগর পশ্চিমপাড়া, আমদাবাদ বাজার, যশোর সদর, যশোর
৩৬০	২২৩৫২	মোঃ আলামিন হোসেন	মোঃ আবু আলেক বিশ্বাস	গ্রাম: বরুনাতৈল, পৌরসভা: মাগুরা, থানা : মাগুরা সদর, উপজেলা: মাগুরা, জেলা : মাগুরা	গ্রাম: বরুনাতৈল, পৌরসভা: মাগুরা, থানা : মাগুরা সদর, উপজেলা: মাগুরা, জেলা : মাগুরা
৩৬২	২২৩৫৬	মোঃ মুক্তাকিন বিল্লাহ	মোঃ আক্কাছ আলী	দ্বারিয়াপুর, শ্রীপুর, মাগুরা।	দ্বারিয়াপুর, শ্রীপুর, মাগুরা।
৩৬৪	২২৩৫৮	মোঃ সোহান শাহ	মোঃ সেকেনদার শাহ	মহিলা কলেজ রোড, শ্রীপুর, মাগুরা।	মহিলা কলেজ রোড, শ্রীপুর, শ্রীপুর, মাগুরা।
৩৬৬	২২৩৬২	আহাদ আলী বিশ্বাস	ইউনুস বিশ্বাস	গ্রাম: ব্যাপাড়ীপাড়া, থানা: মহম্মদপুর, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা : মাগুরা	গ্রাম: মহম্মদপুর, থানা: মহম্মদপুর, উপজেলা: মহম্মদপুর, জেলা : মাগুরা
৩৬৮	২২৩৬৪	মোঃ সালাউদ্দীন সুমন	শামছুদ্দিন	ব্লক-এ, বাড়ী-১২, উত্তর বনশ্রী, প্রধান সড়ক, ঢাকা।	শিয়ারবর, লোহাগড়া, নড়াইল, খুলনা
৩৭৪	২২৩৭৩	মোঃ রবিউল ইসলাম	মোঃ আবু সাইদ	এন এফ-৩৯, খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গোয়ালপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৮, খালিসপুর, খুলনা	ডাক্তার বাড়ি, ডুমুরিয়া বাঐসোনা, কালিয়া, নড়াইল
৩৭৬	২২৩৭৫	মোঃ আসিফ হাসান	মাহমুদ আলম	গ্রাম-আস্কারপুর, ডাকঘর-আস্কারপুর, থানা/উপজেলা-দেবহাটা, জেলা-সাতক্ষীরা	গ্রাম-আস্কারপুর, ডাকঘর-আস্কারপুর, থানা/উপজেলা-দেবহাটা, জেলা-সাতক্ষীরা

৩৭৯	২২৩৭৯	আনাস বিল্লাহ	আরেজ আলী	গ্রাম-কুড়িকাহনিয়া, ডাকঘর-প্রতাপনগর, থানা/উপজেলা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা	গ্রাম-কুড়িকাহনিয়া, ডাকঘর-প্রতাপনগর, থানা/উপজেলা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা
৩৯১	২২৪১১	শাইখ আস-হা-বুল ইয়ামিন	মোঃ মহি উদ্দিন	৩১/৪, ১০, ব্যাংক টাউন, গেন্ডা, ওয়ার্ড নং-০৯, সাভার, ঢাকা।	কুষ্টিয়া, সুলতানপুর, কয়া, কুমারখালি, কুষ্টিয়া।
৩৯৩	২২৪২০	মোঃ আলম সরদার	মোঃ রহিম সরদার	গ্রাম-হিজলিয়া (প্রতাপনগর গুচ্ছগ্রাম), ডাকঘরঃ-মাড়িয়ালা, ৯৪৬০ থানা/উপজেলা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা	গ্রাম-হিজলিয়া (প্রতাপনগর গুচ্ছগ্রাম), ডাকঘরঃ-মাড়িয়ালা, ৯৪৬০ থানা/উপজেলা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা
৪১৮	২২৪৬২	আবুল বাশার	মোঃ নূর হাকিম	গ্রাম-কল্যাণপুর, পোঃ-প্রতাপনগর, থানা/উপজেলা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা	গ্রাম-কল্যাণপুর, পোঃ-প্রতাপনগর, থানা/উপজেলা-আশাশুনি, জেলা-সাতক্ষীরা
৪৩৪	২২৪৮৫	জামাল উদ্দিন শেখ	আজগার আলী শেখ	ভাড়রা, চাপড়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	ভাড়রা, চাপড়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
৪৮৫	২২৫৫১	আব্দুস সালাম	মোঃ সাবের বিশ্বাস	চর ভবানীপুর, জগন্নাথপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	চর ভবানীপুর, জগন্নাথপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
৫২২	২২৫৯৯	ফজল মাহাদী চয়ন	মফিজুর রহমান	হোল্ডিং নং-০৬ রায় রায়পাড়া, নিউ রামকৃষ্ণ মিশন রোড যশোর সদর, যশোর	হোল্ডিং নং-০৬ রায় রায়পাড়া, নিউ রামকৃষ্ণ মিশন রোড যশোর সদর, যশোর।
৫২৬	২২৬০৭	মোঃ সেলিম মন্ডল	মোঃ ওহাব মন্ডল	চরভবানীপুর, জগন্নাথপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	চরভবানীপুর, জগন্নাথপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
৫২৮	২২৬০৯	মোঃ মারুফ হোসেন	মোঃ শরিফুল ইসলাম	থানাপাড়া, জানিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া	থানাপাড়া, জানিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া
৫৪৫	২২৬২৯	মোঃ মাসুদ রানা	মোঃ আব্দুর রায়হান	কয়রাডাঙ্গা গোকুলখালী, কয়রাডাঙ্গা, চিৎলা, আলমডাংগা, চুয়াডাঙ্গা	কয়রাডাঙ্গা গোকুলখালী, কয়রাডাঙ্গা, খাদিমপুর, আলমডাংগা, চুয়াডাঙ্গা
৫৬৪	২২৬৪৮	মো: মাহিম হোসেন	মোঃ ইব্রাহিম	বামনপাড়া, চাঁদট, খোকসা, কুষ্টিয়া	বামনপাড়া, চাঁদট, খোকসা, কুষ্টিয়া
৫৬৬	২২৬৫১	মোঃ সুরুজ আলী	নওশের আলী	হাটশ, হরিপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া	হাটশ, হরিপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
৬৪০	২২৭৬৭	মোঃ সাব্বির হোসেন	মোঃ আমোদ আলী	মির্জাপুর চড়িয়ার বিল বাজার, মির্জাপুর, মির্জাপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ	মির্জাপুর চড়িয়ার বিল বাজার, মির্জাপুর, মির্জাপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ

৬৬১	২২৭৯০	জসীম ফকির	হায়াত আলী ফকির	গ্রাম-চর চিংগড়ী, ডাকঘর-রহমতপুর, থানা-চিতলমারী, উপজেলা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট	গ্রাম-চর চিংগড়ী, ডাকঘর-রহমতপুর, থানা-চিতলমারী, উপজেলা-চিতলমারী, জেলা-বাগেরহাট
৬৭৭	২২৯১৫	মোঃ শাহীন হাওলাদার	আব্দুল সোবাহান হাওলাদার	৫৫১/১, দঃ গোড়ান, গোড়ান, ওয়ার্ড নং-০২, খিলগাঁও, ঢাকা	কচুবুনিয়া, কচুবুনিয়া, সুন্দরবন, মোংলা, বাগেরহাট
৬৮৪	২৩৮৮১	শাহরিয়ার হাসান আলভি	মোঃ আব্দুল হাসান	এভিনিউ-২, ব্লক-সি, বাড়ী-১৯, থানা-মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	গ্রাম-পশ্চিম বহরবুনিয়া, ডাকঘর-ফুলহাতা, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট।
৬৯০	২৪০৭৬	মোঃ সুমন	মোঃ কানুর রহমান	শ্রীপুর বালিদিয়া, মোহাম্মদপুর, মাগুরা	শ্রীপুর বালিদিয়া, মোহাম্মদপুর, মাগুরা
৬৯১	২৪১২৭	মো: রিয়াদ শেখ	মো: কাবিল শেখ	চাঁচড়া, রায়পাড়া, সদর, যশোর।	চাঁচড়া, রায়পাড়া, সদর, যশোর।
৭২১	২৪৫৬৮	মোঃ হামিদ শেখ	মোঃ জাফর শেখ	শেখ বাড়ি, পানতিতা, ২নং বারাসাত, বারাসাত, তেরখাদা, খুলনা	শেখ বাড়ি, পানতিতা, ২নং বারাসাত, বারাসাত, তেরখাদা, খুলনা
৭২৬	২৪৫৯৬	ইয়াসিন শেখ	নূর ইসলাম শেখ	যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	রহিম নগর, রূপসা, খুলনা।
৭৩৩	২৪৬২০	মোঃ আলমগীর সেখ	মোঃ ইজারুল হক	কসবা, শিলাইদহ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	কসবা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
৭৯৪	২৬১৬৪	বিপ্লব শেখ	পারভেজ শেখ	বুড়িগাংনী, মোল্লারহাট, বাগেরহাট	বুড়িগাংনী, মোল্লারহাট, বাগেরহাট
৭৯৬	২৬১৭১	সৈয়দ মিথুন মোরশেদ	সৈয়দ শাহিন ফরহাদ	১৬/১ বি ব্লক, উপশহর, ধলাইতলা, ইতনা, কোটাকোল, লোহাগড়া, নড়াইল	১৬/১ বি ব্লক, উপশহর, ধলাইতলা, ইতনা, কোটাকোল, লোহাগড়া, নড়াইল
৭৯৮	২৬১৮৩	মোঃ খালিদ হোসেন শান্ত	মোঃ মোতালেব মিয়া	আরবিকে রোড চাঁচড়া, রায়পাড়া, সদর, যশোর	আরবিকে রোড চাঁচড়া, রায়পাড়া, সদর, যশোর

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার চতুর্থাংশ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে ঢাকা বিভাগের (অংশ-০৪) শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

৪৩৭	২২৪৮৮	মোঃ রাসেল মিয়া	মোঃ হাছেন আলী	হাছেন আলী হাজীর বাড়ী, নারায়নপুর, বেলাবো, নরসিংদী।	হাছেন আলী হাজীর বাড়ী, নারায়নপুর, বেলাবো, নরসিংদী।
৪৪১	২২৪৯৪	আরমান মোল্লা	ইছব মোল্লা	কলাগাছিয়া নয়াপাড়া, উত্তর কলাগাছিয়া, ওয়ার্ড -০৩ (গোপালদী পৌরসভা), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।	কলাগাছিয়া নয়াপাড়া, উত্তর কলাগাছিয়া, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
৪৪৩	২২৪৯৬	মো: আদিল	মো: আবুল কালাম	ভুইগড়, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	ভুইগড়, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ
৪৪৫	২২৫০০	শিফাত উল্লাহ	হাফেজ মাওলানা নূরুজ্জামান	জাংগালিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	জাংগালিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
৪৫২	২২৫০৮	মোঃ শরীফুল ইসলাম	মোঃ শুক্কুর আলী	কেওয়া পশ্চিমখন্ড, ইউনিয়নঃ মাওনা, উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ গাজীপুর	কেওয়া পশ্চিমখন্ড, ইউনিয়নঃ মাওনা, উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলাঃগাজীপুর

৪৫৩	২২৫০৯	ফারহান ফাইয়াজ রাতুল	আলহাজ্ব শহীদুল ইসলাম	বরপা, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	বরপা, তারাব পৌরসভা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৪৫৪	২২৫১০	ইফতি ওরফে ইফতি আব্দুল্লাহ	মো: ইউনুস সরদার ওরফে হাসেম	গ্রাম-উত্তর সালুয়া, ইউনিয়ন-সালুয়া, উপজেলা-কুলিয়ারচর, জেলা-কিশোরগঞ্জ	গ্রাম-উত্তর সালুয়া, ইউনিয়ন-সালুয়া, উপজেলা-কুলিয়ারচর, জেলা-কিশোরগঞ্জ
৪৬১	২২৫১৮	জাকারিয়া হাসান	আকবর আলী শেখ	১০০, দেওপাড়া, দেওপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৯, কালিগঞ্জ, গাজীপুর	১০০, দেওপাড়া, দেওপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৯, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
৪৬৩	২২৫২০	মোঃ তুহিন	মোঃ শহীদুল ইসলাম	উত্তর রসুলবাগ ৩নং ওয়ার্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	উত্তর রসুলবাগ ৩নং ওয়ার্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ
৪৬৪	২২৫২১	মোঃ আল আমিন	ইসমাইল	দঃ মগর, পঞ্চপল্লী, বিঝারী, নড়িয়া, শরীয়তপুর	দঃ মগর, পঞ্চপল্লী, বিঝারী, নড়িয়া, শরীয়তপুর
৪৬৭	২২৫২৬	মো: জাহাঙ্গীর	মো: হান্নান	শ্রীপুর, গাজীপুর, ঢাকা	শ্রীপুর, গাজীপুর, ঢাকা
৪৭৫	২২৫৩৭	সাইদুল ইসলাম শোভন	মোঃ নজরুল ইসলাম	কোলাপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ ।	কোলাপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ।
৪৭৯	২২৫৪২	মোঃ রাহুল	মিজান	গ্রাম-পাটুলী দিঘীরপাড় বস্তি, ডাকঘর-পাটুলী ২৩৩৬, উপজেলা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ	গ্রাম-পাটুলী দিঘীরপাড় বস্তি, ডাকঘর-পাটুলী ২৩৩৬, উপজেলা-বাজিতপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ
৪৮৭	২২৫৫৪	তনয় চন্দ্র দাস	হরিকান্ত দাশ	গ্রাম: ভাটিনগর, ডাকঘর: হুমাইপুর, উপজেলা: অষ্টগ্রাম, জেলা: কিশোরগঞ্জ	গ্রাম: ভাটিনগর, ডাকঘর: হুমাইপুর, উপজেলা: অষ্টগ্রাম, জেলা: কিশোরগঞ্জ
৪৯৩	২২৫৬৫	জুবায়েদ হোসেন	নাজির হোসেন	গ্রাম-গকুলনগর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ	গ্রাম-গকুলনগর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ
৪৯৪	২২৫৬৬	নাফিসা হোসেন মাওয়া	আবুল হোসেন	এরশাদ নগর, টঙ্গী, গাজীপুর।	এরশাদ নগর, টঙ্গী, গাজীপুর।
৪৯৭	২২৫৭০	মোঃ জালাল উদ্দিন	মোহছন রাড়ী	আনু সরকার কান্দি, চর সখিপুর, সখিপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর, ঢাকা	আনু সরকার কান্দি, চর সখিপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর, ঢাকা
৫০০	২২৫৭৪	মোস্তফা জামান সমুদ্র	মো: মনিরুজ্জামান তাজল	গ্রাম: মধ্যপাড়া, ইউনিয়ন: মধ্যপাড়া, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সীগঞ্জ	গ্রাম: মধ্যপাড়া, ইউনিয়ন: মধ্যপাড়া, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সীগঞ্জ

৫০৪	২২৫৭৯	মো: তুহিন	মোঃ বাবুল হোসেন	গাছা দক্ষিন, গাজীপুর সদর, গাজীপুর	গাছা দক্ষিন, গাজীপুর সদর, গাজীপুর
৫০৬	২২৫৮২	পারভেজ হাওলাদার	মোঃ মজিবর হালদার	১৯৯, নিমাইকাশারী, সিদ্ধিরগঞ্জ, ওয়ার্ড নং-০৩, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	পলাসপুর, শিলই, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ
৫০৮	২২৫৮৪	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	আন্দারমানিক, পূর্বপাড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	আন্দারমানিক, পূর্বপাড়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
৫০৯	২২৫৮৫	আল আমিন খলিফা	আইয়ুব খলিফা	গ্রাম: কাশেমনগর, ইউনিয়ন: শ্রীনগর, উপজেলা: শ্রীনগর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ	গ্রাম: কাশেমনগর, ইউনিয়ন: শ্রীনগর, উপজেলা: শ্রীনগর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
৫১২	২২৫৮৮	মোঃ ইলিম হোসেন	মোঃ বেলায়েত হোসেন	রাখালিয়াচালা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	রাখালিয়াচালা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর
৫১৪	২২৫৯০	মামুন সরদার	মোঃ আবু তালেব সরদার	ঘটমাঝি, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	ঘটমাঝি, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
৫১৫	২২৫৯১	মোঃ জাকির হোসেন	মোঃ আঃ ছামাদ	কালু প্রধানের বাড়ি, চর দূর্নভ খাঁ, চর দূর্নভ খাঁ, বারিষাব, কাপাসিয়া, গাজীপুর	কালু প্রধানের বাড়ি, চর দূর্নভ খাঁ, চর দূর্নভ খাঁ, কাপাসিয়া, গাজীপুর
৫১৬	২২৫৯২	রফিকুল সরদার	মোঃ কালু সরদার	দক্ষিণ কানাইপুর, আলীনগর, কালকিনি, মাদারীপুর	দক্ষিণ কানাইপুর, আলীনগর, কালকিনি, মাদারীপুর
৫৩৫	২২৬১৭	বাবু মোল্লা	ফরুক মোল্লা	দক্ষিন গঞ্জারামপুর গোহালা, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ	দক্ষিন গঞ্জারামপুর গোহালা, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
৫৩৯	২২৬২২	জিল্লুর শেখ	মো: হাসান শেখ	আনসার ক্যাম্প, নতুন রাস্তা, আফতাব নগর, ঢাকা	কাঠিবাজার, গোপালগঞ্জ
৫৫৯	২২৬৪৩	মোঃ মেহেদী	মো: ছানাউল্লাহ	গ্রাম: বড় রায়পাড়া, ডাকঘরঃবি.কে রায়পাড়া ১৫১০, ইউনিয়ন: বালুয়াকান্দি, উপজেলা: গজারিয়া, জেলা: মুন্সীগঞ্জ	গ্রাম: বড় রায়পাড়া, ডাকঘরঃবি.কে রায়পাড়া ১৫১০, ইউনিয়ন: বালুয়াকান্দি, উপজেলা: গজারিয়া, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
৫৬১	২২৬৪৫	মোঃ মামুন মিয়া	আঃ গনি মাদবর	চর চিকন্দি, চর চিকন্দি, শৌলপাড়া, শরিয়তপুর সদর, শরিয়তপুর	চর চিকন্দি, চর চিকন্দি, শৌলপাড়া, শরিয়তপুর সদর, শরিয়তপুর
৫৮৬	২২৬৮৫	মেহেদী হাসান	মেহের আলী	কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

অসহযোগ সমর্থনে মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্র-জনতা। ৪ঠা আগস্ট রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে ছাত্র হত্যার বিচার ও সরকারের পদত্যাগ দাবিতে নানা স্লোগান দিতে থাকে শিক্ষার্থীরা। মিছিল শেষে সরকারি কলেজ মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রদের নয় দফা দাবিতে বক্তব্য রাখেন তারা। মিছিল ও সমাবেশ ঘিরে পুলিশের কঠোর নজরদারি থাকায় কোনো প্রকার সহিংস ঘটনা ঘটেনি। তবে ছাত্রলীগ-যুবলীগের সঙ্গে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে সারাদেশে চলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন। রবিবার ৪ঠা আগস্ট এ কর্মসূচির সমর্থনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় রাস্তায় নামে ছাত্র-জনতা। এতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের সাথে সংঘর্ষের ঘটনায় ছয় জেলায় ৯ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

এক দফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলে। রাজধানীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করছেন আন্দোলনকারীরা। পাল্টা কর্মসূচিতে মাঠে নেমেছে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলো। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের এসব ঘটনায় মুন্সিগঞ্জে ২ জন, রংপুরে ২ জন এবং বগুড়ায় ২ জন, মাগুরায় ১ জন, কুমিল্লায় ১ জন এবং কিশোরগঞ্জে ১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

[সূত্রঃ দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪]

ছাত্র-জনতার স্লোগানে উত্তাল ঝিনাইদহ

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সাধারণ জনতা রাজপথে নেমেছে। ৩রা আগস্ট শনিবার দুপুরে মিছিল আর স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ শহর। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড মুজিব চত্বর থেকে শুরু হয়ে পায়রা চত্বর ও পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত। সাধারণ জনতাও হাত নাড়িয়ে বিক্ষোভকারীদের স্বাগত জানিয়ে অনেকেই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, পেশাজীবী সংগঠন, আইনজীবী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, অভিভাবক এমনকি শিশুরাও অংশ নেয় মিছিলে। দুপুর ১২টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর বাসস্ট্যান্ড মোড়ে জড়ো হয়ে সেখান থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি আরাপপুর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রেরণা একাত্তর চত্বর ঘুরে পায়রা চত্বরে এসে সমাবেশ করেন। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঝিনাইদহ জেলা সমন্বয়ক শারমিন আক্তার, শিক্ষার্থী হৃদয় হোসেন, হুসাইন এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্না খাতুন বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বক্তারা, ছাত্র হত্যার বিচার ও সারাদেশে গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষার্থীদের দ্রুত নিঃশর্ত মুক্তিসহ তাদের দেওয়া ৯ দফা দাবি পূরণে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা। সমাবেশ শেষে আন্দোলনকারীরা আবারো মিছিল করতে করতে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ করেন। এদিকে আন্দোলনকে ঘিরে সতর্ক অবস্থানে ছিল পুলিশ প্রশাসন। সকাল থেকেই জেলা শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলেও পুলিশের ভূমিকা ছিল নমনীয়। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে তারা কোনো বাধা সৃষ্টি করেন নাই।

[সূত্র: মানবজমিন, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪]

৫২ দেখিনি,,
২৪ দেখেছি ।।

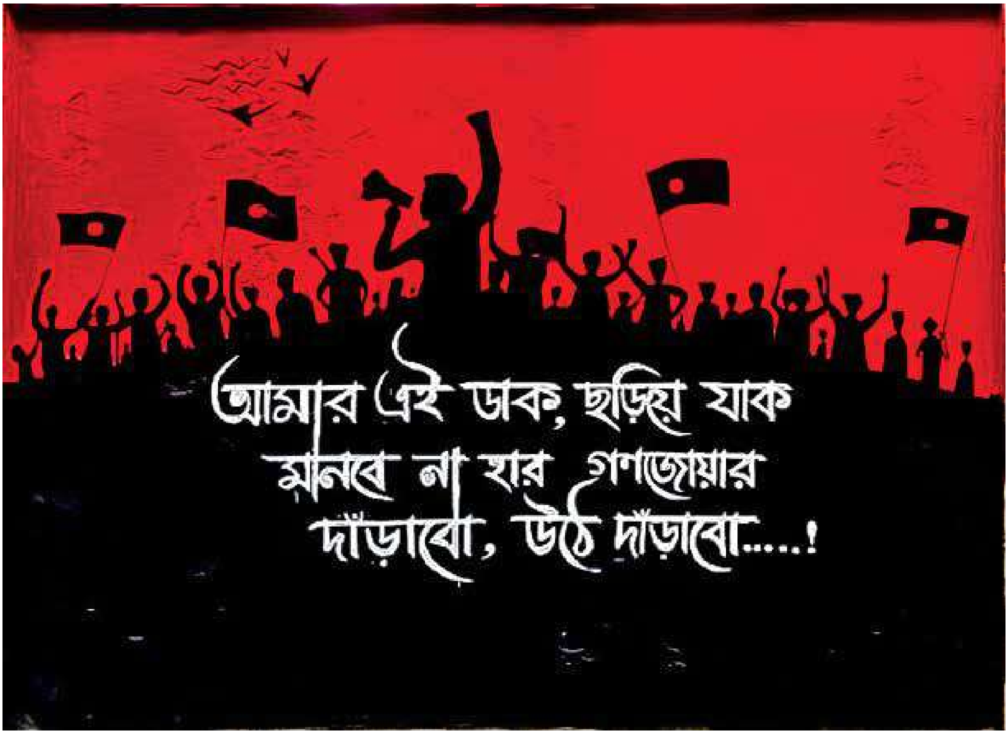
আমার এই ডাক, ছড়িয়ে যাক
মানবে না হার গণজোয়ার
দাঁড়াবো, উঠে দাঁড়াবো.....!

যশোরের রাজপথ ছাত্র-জনতার দখলে

যশোরের রাজপথ ছাত্র-জনতার দখলে। নিজেদের জানমাল রক্ষার্থে নির্বিকার পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা। ৪ঠা আগস্ট সকাল থেকে মিছিলের শহরে পরিণত হয় যশোর। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে দেশব্যাপী চলা অসহযোগ আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে পুরো শহর। এই অসহযোগ আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দিতে শহরের সব ধরনের দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সকল প্রকারের স্বল্প ও দূরপাল্লার যানবাহনের চলাচল বন্ধ ছিল। যশোরের ১৮টি রুটে চলাচল করেনি কোনো যাত্রীবাহী বাস। টার্মিনাল ছাড়েনি কোনো ট্রাক ও ট্যাঙ্কলরি। ফুয়েল পাম্পগুলো বন্ধ করে কর্মচারীরা ছাত্র আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে। বন্ধ রয়েছে সব সিনেমা হল ও ফাস্টফুডের দোকান। সকালে কাঁচা বাজার খুললেও বেলা ১২টা থেকে সবকিছু বন্ধ করে দেয় ব্যবসায়ীরা। কেবল মাত্র ফার্মেসি ও খাবার হোটেল ছাড়া যশোর শহরের সব দোকানপাট বন্ধ রয়েছে।

সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবিতে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারীরা। আন্দোলন বেগবান করতে সকাল ১১টায় শহরের চাঁচড়া মোড় থেকে মনিহার পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পূর্ব ঘোষিত এই অসহযোগ আন্দোলনের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দিতে বিভিন্ন দিক থেকে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা চাঁচড়া মোড়ে জড়ো হতে থাকে। বেলা ১১টা থেকে সমাবেশ স্থলে চলে প্রতিবাদী গান, কবিতা ও বক্তৃতা। বেলা ১২টায় শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলটি চাঁচড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে রেলগেট, মুজিব সড়ক, প্রেস ক্লাব, পোস্ট অফিস পাড়া, এমএম আলী রোড, মাইকপট্টি, পাইপপট্টি, টিএন্ডটি কলোনি, রেল রোড, চৌরাস্তা, আরএন রোড হয়ে শহরের মনিহার চত্বরে পৌঁছায় দুপুর পৌনে ২টায়।

প্রচণ্ড রৌদ্র উপেক্ষা করে মিছিল চলাকালে চাঁচড়া থেকে মনিহার পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে শত শত সাধারণ মা বোনেরা আন্দোলনরত ছাত্র-জনতাকে দুই হাত নেড়ে অভিবাদন জানান এবং বাড়ি থেকে পানিসহ বিভিন্ন প্রকারের শুকনো খাবার এনে আন্দোলনকারীদের হাতে দিয়ে তাদের প্রতি সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন প্রকাশ করেন। দীর্ঘ ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মিছিলে কমপক্ষে ১০-১৫ হাজার শিক্ষার্থীর সঙ্গে কয়েক হাজার অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি মনিহার চত্বরে পৌঁছে প্রায় একঘণ্টা সেখানে অবস্থান করার পর আন্দোলনকারীরা নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে যায়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ এই ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রতি সহর্মিতা প্রদর্শন করে জেলা পুলিশ প্রশাসন ও বিজিবির সদস্যরা কোনো প্রকার বাধা বা উসকানি প্রদান করেননি। এমনকি যশোর চাঁচড়া পুলিশ ফাঁড়ি ও যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার প্রধান ফটক বন্ধ করে থানা অভ্যন্তরে অবস্থান করে পুলিশের সদস্যরা হাত নেড়ে মিছিলকারীদের প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেন। অনেক পুলিশ সদস্য প্রাচীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জেলা পুলিশের একজন কর্মকর্তা বলেন, এই গণ-বিস্ফোরণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে আমরা নিজেদেরকে গণধিকৃত, জনরোষের শিকারে পরিণত করতে পারি না। ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমরা পারিবারিকভাবে নানারকম হেনস্তার শিকার হচ্ছি। আমাদের ছেলেমেয়েরাও ছাত্র। তারাও এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে আমাদের ছেলেমেয়ে ও তাদের মায়েরা আমাদের ঘৃণা করবে। আমরা রাষ্ট্রের চাকরি করি। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের বেতন হয়। আমরা সেই জনগণের সঙ্গে আর বেইমানি করতে পারছি না।

[সূত্র: যশোর, মানবজমিন, ৫ই আগস্ট ২০২৪]

নগরীর শিববাড়ি মোড়ে জনতার বিজয় উল্লাস, সড়কে মানুষের ঢল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের খবরে উল্লাসে মেতেছে খুলনার মানুষ। বিকাল ৩টার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ সড়কে নেমে আসে। সাড়ে ৩টার মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমাবেশস্থল নগরীর শিববাড়ি মোড় জনসমুদ্রে পরিণত হয়। স্লোগানে স্লোগানে মুখর ছিল শিববাড়ি চত্বর। বিকাল ৫টা নাগাদ জনসমুদ্রে পরিণত হয় শিববাড়ি মোড় এলাকা।

এছাড়া সরকারের পদত্যাগের খবরে নগরীর প্রতিটি সড়কেই দেখা গেছে মানুষের মিছিল। সবার হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। অনেক মানুষ স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সড়কে নেমে আসেন। যারা সড়কে নামেননি বাড়ির ছাদে উঠে জাতীয় পতাকা হাতে সংহতি জানান বিজয় মিছিলে। খুলনার সড়কে এত মানুষ, এত উচ্ছ্বাস অতীতে কখনও দেখা যায়নি।

নগরীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সড়কেই মানুষ আর মানুষ। গন্তব্যহীন পথে মিছিল করছিল সবাই। সড়কে কেউ পরিবার নিয়ে, কেউ বন্ধুদের নিয়ে বিজয় আনন্দে মেতেছেন। মোড়ে মোড়ে বিজয় মিছিলকে স্বাগত জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। শিববাড়ি মোড়ে অনেকে রং উৎসবে, অনেকে মিষ্টিমুখও করেছেন।

নগরীর কেডিএ অ্যাভিনিউতে পরিবারসহ বের হয়েছিলেন ব্যাংক কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম। বৃদ্ধ মায়ের সঙ্গে তার দুই কন্যা, স্ত্রীর সঙ্গে ছিল ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা। পাশ দিয়ে যাওয়া মিছিলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কিছু সময় পর পর চিৎকার করে উঠছিল শিশুগুলো। সিরাজুল ইসলাম বলেন, এত নিরীহ ছাত্রের রক্ত ঝরলো, কিন্তু ভয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে পারিনি। ব্যাংকের মালিকরা সরকারি দল করে। যদি চাকরির সমস্যা হয়। আজ সব ভয় দূও হয়েছে।

কারফিউ উপেক্ষা করে মোড়ে ছাত্রদের অবস্থান। এর আগে ৫ই আগস্ট সোমবার সকাল থেকে কারফিউ উপেক্ষা করে শিববাড়ি মোড়ে অবস্থান নেয় ছাত্ররা। বেলা ১২টার মধ্যে পুরো শিববাড়ি মোড় এলাকা ছাত্রদের দখলে চলে যায়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও যোগ দেয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। দুপুর দেড়টার দিকে সেনাবাহিনীর সাজোয়া যানের একটি বহর শিববাড়ি মোড়ে আসলে শিক্ষার্থীরা করতালির মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানায়। শিক্ষার্থীরা 'এই মুহূর্তে দরকার, সেনাবাহিনীর সরকার' বলে স্লোগান দেয়।

এ সময় একজন সেনা সদস্য মাইক হাতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করেন এবং সেনাপ্রধানের সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্য শুনবেন। আশা করছি আপনারা হতাশ হবেন না। পরে সেনাবাহিনীর বহর নগরীর বিভিন্ন সড়কে টহল দিয়ে চলে যায়।

[সূত্র: দৈনিক পূর্বাঞ্চল, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

বৈষম্যহীন বাংলাদেশকে দু'চোখ ভরে দেখতে চায় শাফিল

খুলনার রাজপথ গত ২রা আগস্ট জুমার নামাজের পর গণমিছিলে প্রকম্পিত ছিল। হাজারো ছাত্র-জনতার সঙ্গে সেই মিছিলে অংশ নেন নর্দান ইউনিভার্সিটি বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি খুলনার প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ শাফিল। মিছিলটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যেতেই বিপরীত থেকে মুহুর্মুহু রাবার বুলেট, টিয়ার শেল ও শটগানের গুলি ছোড়া শুরু করে পুলিশ। প্রতিরোধ গড়ার আগেই তীব্র আলোর ঝলকানি অনুভব করেন, মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যায় শাফিলের চারপাশ।

সহযোদ্ধারা তাকে উদ্ধার করে খুলনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন। এরপর খুলনা, ঢাকার একাধিক হাসপাতাল ও চক্ষু ইনস্টিটিউটেও চিকিৎসা নিয়েছেন। কিন্তু বাম চোখে আর আলো ফিরে আসেনি। এখন ডান চোখেও ভালোভাবে দেখতে পারছেন না।

চিকিৎসকরা জানান, ধাতব গুলিটি শাফিলের চোখের কর্নিয়া ভেদ করে রেটিনার পেছনের অংশে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে। গুলিটি এখনও সেখানে রয়েছে। রেটিনার অংশটি চোখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ঐ স্নায়ুগুলো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। বাম চোখও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশের দক্ষিণের জেলা বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় শাফিলদের বাড়ি। বাবা ইউনুস আলী খোকন মৎস্য ব্যবসায়ী। মা মাসুমা আক্তার গৃহিণী। তাদের একমাত্র সন্তান শাফিল। উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন খুলনার বেসরকারি নর্দান ইউনিভার্সিটি বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। পড়াশোনার জন্য বাসা ভাড়া নিয়ে থাকেন নগরীর সোনাডাঙ্গা থানার নবপল্লী এলাকায়। একমাত্র ছেলের সঙ্গে বাবা-মাও এখন খুলনায় থাকেন।

ঐ দিনের ঘটনা বর্ণনা করে শাফিল বলেন, আন্দোলনের শুরু থেকে আমরা বন্ধুরা সক্রিয় ছিলাম। ঐদিন আমাদের গণমিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ টিয়ার শেল ও শটগানের গুলি ছুড়তে শুরু করে। আমাদের কয়েকজন সেই টিয়ার শেল উল্টো পুলিশের দিকে ছুড়ে মেরেছে। কেউ ইটের টুকরো মেরেছে। হঠাৎ আমার চোখ জ্বলে ওঠে। এখন বাম চোখে মোটেও দেখতে পাই না। ডান চোখও ঘোলা হয়ে যাচ্ছে।

শাফিল বলেন, সবাই যখন বিজয় উদ্‌যাপন করছে, তখন আমি হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরছি। আমার এখন একটাই ইচ্ছা– বৈষম্যহীন বাংলাদেশকে আমি দু'চোখ ভোরে দেখতে চাই।

শাফিলের বাবা ইউনুস আলী জানান, ঢাকা-খুলনা মিলিয়ে ছয়টি হাসপাতালে নিয়েছি। চিকিৎসকরা বলেছেন, দেশে এর চিকিৎসা নেই, সিঙ্গাপুর বা অন্য কোনো দেশে নিয়ে গিয়ে চোখ দুটি বাঁচানো যেতে পারে। এজন্য বিপুল অংকের টাকার প্রয়োজন। আমরা পারিবারিকভাবে কিছুটা জোগাড় করার চেষ্টা করছি। কতটা পারব বুঝতে পারছি না।

শাফিলের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিয়ার রহমান জানান, আমরা ছাত্র-শিক্ষক সবাই শাফিলের চিকিৎসার জন্য তহবিল সংগ্রহ করছি। সবাই এগিয়ে আসার জন্য আমরা অনলাইনে ক্যাম্পেইন করছি।

শাফিলের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন পাশে বসে দু'চোখ মুছছিলেন মা মাসুমা আক্তার। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বললেন, আমার একটা মাত্র ছেলে। আমার সবকিছু বিক্রি করে হলেও ওর চোখ ভালো করব। আপনারা দেশের সবাইকে ওর জন্য দোয়া করতে বলবেন। এত রক্ত, এত জীবনের বিনিময়ে ওরা যে স্বাধীন দেশ তৈরি করল, সেই দেশ শাফিল দু'চোখ ভরে দেখবে না, এটা কোনো মা মানতে পারে না।

[সূত্র: সমকাল, ১৮ই আগস্ট ২০২৪]

খুলনায় সড়কে পরিচ্ছন্নতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কাজে শিক্ষার্থীরা

খুলনায় সড়কে পরিচ্ছন্নতা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কাজে নামেন শিক্ষার্থীরা। ৬ই আগস্ট মঙ্গলবার নগরীর কেডিএ অ্যাভিনিউতে ময়লাপোতা থেকে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত ঝাড়ু দিয়ে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার ও গল্লামারী এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।

জানা যায়, গত কয়েকদিনের ছাত্র আন্দোলনে শিববাড়ি ও কেডিএ অ্যাভিনিউসহ বিভিন্নস্থানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে সড়কের ওপর ইটপাটকেলের টুকরো ও পুড়ে যাওয়া কাঠ-টায়ারের অংশ ছাইসহ বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এছাড়া ভাঙচুর আশঙ্কায় সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবহৃত গাড়িগুলো বের না হওয়ায় সড়কে ময়লা-আবর্জনা জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। একইভাবে নিরাপত্তার স্বার্থে খুলনার বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রাফিক পুলিশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হচ্ছে যানজট। শিক্ষার্থীদের সড়কে পরিচ্ছন্নতা ও যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

[সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৬ই আগস্ট ২০২৪]

খুলনায় ট্রাফিকের দায়িত্বে শিক্ষার্থী, সেচ্ছাসেবক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। অন্যদিকে নানা দাবিতে কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে পুলিশ। এ অবস্থায় খুলনায় আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে নগরীর বিভিন্ন জন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। মঙ্গলবার ৭ই আগস্ট দুপুরে নগরের ময়লাপোতা মোড়ে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, এদিকে সকাল থেকে নগরীর কোথাও কোনো ট্রাফিক, পুলিশ বা ব্যারিকেড দেখা যায়নি। ফলে মহানগীর বিভিন্ন সড়কে অনেকটা স্বাভাবিকভাবে চলছে যানবাহন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সড়কগুলো মোড়ে মিলিত হওয়ায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। লাগছে যানজট। এমন পরিস্থিতিতে নগরীর রয়েল মোড়, রূপসা মোড়, ময়লাপোতা মোড়, ডাক বাংলা মোড়, ফেরীঘাট মোড়, নিরালা মোড়, গল্লামারী, সোনাডাঙ্গা, শিববাড়ি, বয়রা, নতুন রাস্তা, বিএল কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মাথায় পতাকা বেঁধে, গায়ে কোটি পরে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছে শিক্ষার্থী, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা), ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষ। তাদের প্রচেষ্টায় এই মোড়ে যানবাহন চলাচলও অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে। আর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে নগরবাসী।

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের খুলনা মহানগর শাখার সহসভাপতি শেখ নাসির উদ্দিন জানান, খুলনা মহানগীর বিভিন্ন স্থানে আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছে। সড়কে পড়ে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করছি। আমরা মনে করি, সাধারণ মানুষের জানমালের হেফাজত করা আমাদের গুরু দায়িত্ব।

নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলন খুলনা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মুন্না জানান, নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)-এর চেয়ারম্যান চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন সড়ক যোদ্ধাদের ট্রাফিকের দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি খুলনাসহ যার যার এলাকায় নিসচার সড়ক যোদ্ধাদেরকে দায়িত্ব পালনে সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছে। আমরা সকাল থেকে নগরীর বিভিন্ন সড়কে, জনগুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছি।

নগরীর সড়কে ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা শিক্ষার্থী সরোজিত মন্ডল জানান, আমরা আন্দোলন করেছি। বিজয় আর্জন করেছি। তবে কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ সরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করছে, লুট করছে। এসবের মধ্যে কোটা সংস্কার আন্দোলনের কেউই যুক্ত নয়। আমরা সবসময় ভালো কিছুর করার চেষ্টা করছি। এখন সড়কে পুলিশ বা ট্রাফিক পুলিশ নেই। ফলে আমরা নিজেরাই ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছি। আমরা সকলের সহযোগিতা চাই।

সাংস্কৃতিক কর্মী কামরুল কাজল জানান, ঘরে বসে থাকার সময় এখন নয়। আমাদের সন্তানেরা আন্দোলন করেছে, তারা মাঠে রয়েছে, আমরা কী করে ঘরে বসে থাকি। তাই বিবেকের তাড়নায় তাদের সাথে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছি।

[সূত্র: ৭ই আগস্ট ২০২৪, দৈনিক ইনকিলাব]

শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার ও 'গণহত্যার' প্রতিবাদে খুবি শিক্ষকদের মানববন্ধন

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, 'গণহত্যা' ও গণ-গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন ও মৌন মিছিল করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) শিক্ষকরা। এ সময় নিহত ছাত্র ও জনগণের হত্যার যথাযথ বিচার দাবি করেন তারা। ৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদী চত্বরে মাথায় লাল কাপড় বেঁধে এ মানববন্ধন করা হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের প্রায় শতাধিক শিক্ষক মানববন্ধনে অংশ নেন। এ সময় তারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের হত্যা, গ্রেপ্তার ও হয়রানির প্রতিবাদ জানান এবং গ্রেপ্তার শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি জানান।

অ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. অনির্বাণ মোস্তফা বলেন, এ প্রজন্ম আমাকে শেখালো, দাসত্ব কীভাবে ভাঙতে হয়। এ প্রজন্মকে আমি স্যালুট জানাই। আমি শিক্ষক বলব না বরং ওরাই আমার শিক্ষক। ওরা আমাকে শেখালো কীভাবে দাসত্ব ভাঙতে হয়। কারণ আমাদের মেধাটা আসলে আস্তে আস্তে জিভে চলে এসেছে। সেই জিভের চর্চাই আমরা বেশি করছি।

তিনি বলেন, আমি এখানে বিচারের দাবি নিয়ে আসিনি। কারণ রাষ্ট্র যখন গুলি করে তখন কোথাও বিচার পাওয়া যায় না। শুধু জানাতে এসেছি, আমার ছাত্ররা আমাকে দাস থেকে মুক্ত হতে শিখিয়েছে। সুতরাং আমি আর দাস থাকছি না।

ড. অনির্বাণ মোস্তফা আরও বলেন, আমাদের শিক্ষকদের দাসত্বের কারণেই আজ মুগ্ধ, আবু সাঈদদের মরতে হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে যখন আমরা দাস হই— তখন রাষ্ট্র থাকে না, জাতি থাকে না, সমাজ থাকে না। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটা ছেলের গায়ে যদি হাত তোলা হয়, যদি হাজতে নেওয়া হয়, আমরা কিন্তু আবার যাব। তখন কিন্তু ঠেকাতে পারবেন না।

ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি (এফএমআরটি) ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. আব্দুর রউফ বলেন, এই দেশের ছাত্রসমাজ তোমাদের কাছ থেকে ভাই আমি শিখেছি। আমি পিএইচডি, ডক্টর অব ফিলোসফি করে যে ফিলোসফি আমি শিখতে পারি নাই, সেই ফিলোসফি আমি তোমাদের কাছ থেকে শিখেছি। আমার ডক্টর অব ফিলোসফি তোমরা দিয়েছ। ছাত্রসমাজের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তোমাদের এই ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আরও বলেন, তরুণ প্রজন্ম এবং দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রছাত্রীদের উপর যে নৃশংসতা সংগঠিত হচ্ছে তাতে আমরা বাক্‌রুদ্ধ, মর্মাহত ও ব্যথিত। এমন নারকীয়তা স্বাধীনতার পরে আর কখনও দৃশ্যমান হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে আজকের এই ছাত্র আন্দোলনও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এজন্য এ আন্দোলনে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদেরকে আমরা শহিদ বলে চিহ্নিত করছি। একই সাথে চলমান ছাত্র হয়রানি এবং এসব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

[সূত্র: দৈনিক জন্মভূমি, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

বর্জ্য অপসারণ ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এখনও মাঠে খুলনার শিক্ষার্থীরা

খুলনার সড়কে শৃঙ্খলা ধরে রাখতে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন শিক্ষার্থীরা। সড়কে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা গেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও নিচসার সদস্যদের। খুলনায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা না থাকায় তারা যানজট নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। সড়কে যানজট কমাতে অ্যাম্বুলেন্স, রিকশা, প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেল চলাচলের জন্য কয়েকটি লেনে ভাগ করে দিয়েছেন তারা। মোটরসাইকেল চালাতে হেলমেট পরতেও বাধ্য করা হচ্ছে।

৭ই আগস্ট বুধবার খুলনা নগরীর বিভিন্ন এলাকার সড়ক ঘুরে শিক্ষার্থীদের এমন তৎপরতা দেখা গেছে। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করলে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। পরে ট্রাফিক পুলিশসহ তারা আর কাজে ফেরেনি। এতে খুলনার গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে যানজট দেখা দেয়। সড়কগুলো অনিরাপদ হয়ে উঠলে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলা ফেরানোর কাজে নেমে পড়েন। বুধবার দুপুরে ময়লাপোতো মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, যান চলাচল বেড়েছে। রূপসামুখী যানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যেতে সাহায্য করছেন শিক্ষার্থীদের একটি দল। তারা ইজিবাইকগুলোকে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে যাত্রী উঠানামা করতে অনুরোধ করছেন। সড়কের অপর পাশে নিরালা ও শিববাড়িমুখী পরিবহণগুলোকে যেতে একইভাবে কাজ করছেন শিক্ষার্থীদের আরেকটি দল।

নগরীর আযমখান কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী আরিফ, নুসরাত ও ইমন বলেন, সড়কে ট্রাফিক পুলিশ না থাকায় আমরা দায়িত্ব নিয়ে সকাল থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছি। অনেকে ইচ্ছা করে রং সাইডে গাড়ি চালাচ্ছে। তাদের বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছি। এর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার কাজে নেমেছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। তারা রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছেন, সড়কের আবর্জনা সরিয়ে ফেলছেন। গতকালও নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী হেলাল আহমেদ বলেন, আমরা একটি সুশৃঙ্খল দেশের জন্য জীবন দিয়েছিলাম। আমরা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে দেশ গড়ে তুলব।

[সূত্র: খুলনা গেজেট, ৮ই আগস্ট ২০২৪]

ছেলের মৃত্যু সংবাদে একবারেই কেঁদে উঠেছিলেন ময়না

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় রাজধানীর বনশ্রীতে ভাড়া বাসার সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শেষবর্ষের শিক্ষার্থী মারুফ হোসেন (২১)। একমাত্র ছেলের মৃত্যু সংবাদ কুষ্টিয়ার বাড়িতে আসার পর একবারই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন মা ময়না খাতুন। এরপর যেন বুকে পাথরচাপা দিয়েছেন। কোনো প্রশ্নের জবাব দেন না। কেউ কথা বললে শুধু তাকিয়ে থাকেন। মারুফের থাকার ঘরে তালা দিয়ে চাবিটা রেখেছেন নিজের কাছে। মাঝেমধ্যে ঐ কক্ষে গিয়ে টেবিলের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। ছেলের বাইসাইকেলটি নেড়েচেড়ে দেখেন।

খোকসা পৌর এলাকার থানাপাড়ার শরিফ উদ্দিনের ছেলে মারুফ কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শেষবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ইন্টার্ন করতে মাত্র ২০ দিন আগে তিনি রাজধানীতে যান। বন্ধুদের সঙ্গে উঠেছিলেন বনশ্রী এলাকার একটি ভাড়া বাসায়। গত ১৯শে জুলাই দুপুরে ঐ বাসার সামনেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মারুফের মৃত্যুতে পুরো পরিবার যেন তছনছ হয়ে গেছে। কাঁচামাল আড়তের শ্রমিক এবং ফুটপাতের খণ্ডকালীন পেয়ারা বিক্রেতা শরিফ এরপর আর কাজে যাননি। গত ৫ দিনে বাড়িতে উনুনও জ্বলেনি। প্রতিবেশীরা পালা করে খাবার জোগাচ্ছেন তাদের।

২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে মারুফের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, দুই কক্ষের টিনের ঘরের বারান্দায় মা ময়না খাতুনকে ঘিরে আছেন প্রতিবেশী নারীরা। তবে তাদের কারও কথায় সাড়া দিচ্ছেন না ময়না। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ ছেলের ঘরের তালা খুলে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এরপর ছেলের খাটে বসে বলে উঠলেন, বাবার সাইকেল। এই সাইকেলেই বাবা (মারুফ) স্কুল করেছে। বাজারে ঘুরতে যেত।

ভাইয়ের স্মৃতি তাড়া করে ফিরছে একমাত্র বোন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মাইসাকেও। সে জানায়, ঢাকায় যাওয়ার পর প্রতিদিন সন্ধ্যার পরপরই মাকে ফোন করত ভাই। তার সঙ্গেও কথা বলত। চাকরি পেলেই পছন্দের অনেক খেলনা কিনে দেওয়ার কথা দিয়েছিল। এখন সন্ধ্যা নামলেই ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। মারুফের বাবা শরিফ উদ্দিন জানান, ১৯শে জুলাই বেলা ১১টার দিকে ছেলের সঙ্গে শেষবার কথা হয়। শেষ হওয়ার আগেই লাইন কেটে যায়; আর কথা হয়নি। বিকেল ৫টার পর ছেলের সহপাঠী ফোন দিয়ে মারুফের মৃত্যুর খবর জানায়। তিনি এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার চান বলেও জানান।

[সূত্র: সমকাল, ২৬শে জুলাই ২০২৪]

‘মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি খাইল বেটা’

‘আমার বেটা রাস্তায় গুলিবিদ্ধ ছেলেদের পানি খাওয়াতে গিয়েছিল। হেলিকপ্টার থেকে তিনটি গুলি করে তাকে মেরে ফেলল। হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসা পেল না। বেটা আর ফিরে আসল

না। গুলিসহ তারে কবর দেওয়া হলো। আমি কার কাছে বিচার চাইব?’ কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে চলমান আন্দোলনের মধ্যে পড়ে ঢাকার রামপুরায় গুলিবিদ্ধ আলমগীর শেখের মা।

জীবিকার তাগিদে ২০ বছর আগে ঢাকায় যান কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা গ্রামের আলমগীর শেখ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবার বড়ো। বাবা ইজারুল হক, মা আলেয়া খাতুন, স্ত্রী রিমা খাতুন, মেয়ে তুলি খাতুন (১১), ছেলে আব্দুল আওলাদ (৭) ও ছোটো ভাই আজাদ হককে নিয়ে তার সংসার। অন্য ভাইয়েরা আলাদা থাকেন।

আট বছর ধরে রামপুরা এলাকায় হেলথ কেয়ার ফার্মাসিটিউক্যালের গাড়িচালক হিসেবে কাজ নেন আলমগীর শেখ। স্বল্প আয়ে পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া তার জন্য কষ্টকর ছিল। সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে গাড়ি চালানোর পাশাপাশি পাঠাও অ্যাপসের মোটরসাইকেল চালাতেন। শুক্রবার পাঠাওয়ের মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন। ঢাকার রামপুরা বিটিভি ভবনের সামনে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ চলার সময় গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যান। সে সময় হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে ছোড়া গুলিতে কয়েকজন লুটিয়ে পড়েন। পানির বোতল নিয়ে তাদের পানি পান করাতে যান আলমগীর। সে সময় হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে কাছের হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসক না থাকায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সেখানে মারা যান তিনি। ময়নাতদন্ত ছাড়াই গত শনিবার গভীর রাতে অ্যাম্বুলেন্সে করে গ্রামের বাড়িতে তার লাশ নিয়ে আসেন কোম্পানির লোকজন। পরদিন রোববার সকালে গ্রামের কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।

২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার কসবা গ্রামে আলমগীরের বাড়িতে দেখা যায় স্বজন-এলাকাবাসীর ভিড়। অঝোরে কাঁদছেন মা আলেয়া খাতুন। পাশেই বাকরুদ্ধ বাবা। স্বজনরা তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

আলমগীরের বাবা ইজারুল হক বলেন, আমার ছোটো দোকান। বেটার টাকায় ছোটো ছেলের পড়াশোনাসহ ছয়জনের সংসার চলত। তারও দুটি সন্তান রয়েছে। এখন কে তাদের দেখবে? আলমগীরের স্ত্রী রিমা খাতুন বলেন, চাকরির টাকায় সংসার চলত না। অবসরে পাঠাও মোটরবাইক চালাতেন। এখন তো সব শেষ। শ্বশুর-শাশুড়ি, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কী খাব?

ছোটো ভাই আজাদ হক জানান, বন্ধুরা ভাইকে হাসপাতালে নিলেও ডাক্তার ছিল না। চিকিৎসা পায়নি ভাই। শরীর থেকে গুলিও বের করা হয়নি। গুলিসহ ভাইকে কবর দেওয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম জানান, বিক্ষোভে ক্ষতিগ্রস্ত স্বজনের খোঁজখবর নেওয়াসহ তালিকা করা হচ্ছে। সরকারিভাবে কোনো নির্দেশনা এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[সূত্র: সমকাল, ২৬শে জুলাই ২০২৪]

সাতক্ষীরার দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতি

গ্রাফিতিতে নতুন সাজে সাজতে শুরু করেছে সাতক্ষীরার দেয়াল। রঙের সঙ্গে তুলির শৈল্পিক ছোঁয়ায় যেন নতুন এক রূপ পেয়েছে শহরের দেয়ালগুলো। পেশাদার শিল্পী না হয়েও শিল্পের সুষমায় প্রাণের উচ্ছ্বাস ঘটিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এ যেন এক ভিন্ন সাতক্ষীরা।

সরেজমিনে মঙ্গলবার শহরের ফুড অফিস সংলগ্ন ডিসি বাংলো, গার্লস স্কুল, নবারুণ স্কুলের দেয়ালগুলোতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা রংতুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন সংস্কারের নির্দেশনা, স্বাধীনতার জয়গান, তারুণ্যের উন্মাদনা, ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ও মানুষ এবং মানবতার জয়গান।

শিক্ষার্থীদের এই সৃজনশীল কাজে উৎসাহ জোগাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। কেউ দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন, কেউ কেউ উৎসাহ দিচ্ছেন শিক্ষার্থীদের আবার কেউ বা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

‘ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর, স্বাধীনতার সূর্যোদয়, কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙ্গা, তারা কি ফিরিবে আজ? তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে, যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে। ‘পানি লাগবে পানি’, ‘৩৬শে জুলাই’, ‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম’– এ ধরনের স্লোগানে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রংতুলিতে গেয়েছেন সাম্যের গান, তুলে ধরেছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকারের কথা।

দেয়াল লিখনের সময় কথা হয় সাতক্ষীরা শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। সারা দিন পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে দেয়াল লিখনের কাজ করতে কেমন লাগছে জানতে চাইলে তারা সবাই সমস্বরে বলেন, খুবই ভালো লাগছে। এই দেয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে আমরা বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে চাই। আর সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই আমরা আমাদের প্রাণের শহরকে রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলতে চাই। স্বৈরাচার পতনের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি দেয়ালের ক্যানভাসে রংতুলির আঁচড়ে জাতির কাছে আমাদের স্বপ্নের কথাগুলো তুলে ধরার জন্যই এই আয়োজন।

[সূত্র: দ্য এডিটরস, ১৩ই আগস্ট ২০২৪]

‘জোয়ান ছাওয়ালডারে এইভাবে কবর দিতে হবে, ভাবতেও পারিনি’

অভাবের সংসারে মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোতে পারেননি শেখ মো. সাকিব রায়হান (২২)। তবে ছোটো থেকেই কিছু না কিছু করার চেষ্টা করতেন। তিন বছর আগে একটি মুঠোফোন অপারেটর প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রতিনিধির (এসআর) চাকরি নেন। পরে সেটি ছেড়ে দিয়ে আরেকটি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। সেই চাকরি ছেড়ে কাজ করছিলেন অর্থনৈতিক শুমারির মাঠকর্মী হিসেবে। ১৯শে জুলাই বিকেলে ঢাকার রূপনগর এলাকায় সেই শুমারির তথ্য সংগ্রহের জন্য বের হয়েই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন তিনি।

২৯শে জুলাই সোমবার খুলনা নগরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নবপল্লী এলাকার বাড়িতে বসে সাকিবকে নিয়ে এমন কথাই জানালেন তার মা নুরুন্নাহার বেগম। সদ্য হারানো ছেলের কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে নুরুন্নাহারের। তিনি বলেন, ‘নিজেকে কী বলে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পাচ্ছি নে। জোয়ান ছাওয়ালডারে এইভাবে কবর দিতে হবে, ভাবতেও পারিনি। আমার ছাওয়াল গেছে, আমি বুঝতেছি কী কষ্ট! এখন ছাওয়ালের জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।’

তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোটো সাকিব। তিনি ঢাকার রূপনগর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। এক মাস আগে নেওয়া ঐ বাসায় মাকে নিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। মা নুরুন্নাহার বেগম ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। এর আগে সাকিব নিজেই লাশ হয়ে বাড়ি ফেরায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছেন মা-বাবা।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯শে জুলাই বিকেলে ঢাকার রূপনগর এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হন সাকিব রায়হান। তার বুকের ডান পাশে গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে মুঠোফোনে সাকিবের মৃত্যুর খবর পান মা-বাবা।

২৩শে জুলাই সোমবার সাকিবদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, টিনের চালের আধা পাকা বাড়ি। বাড়িতে প্রবেশের পথটিও বেশ জীর্ণ। রান্নাঘরটি গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। ঐ জায়গাটুকু নুরুন্নাহার তার পৈতৃকসূত্রে পেয়েছেন। সেখানেই ঘর করে কোনোরকমে থাকছেন। সাকিবের বাবা শেখ মো. আজিজুর রহমান একসময় কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এখন বাড়ির সামনে ছোটো মুদির দোকান দিয়েছেন। মা নুরুন্নাহার গৃহিণী।

নুরুন্নাহার বেগম বলেন, বিকেল পাঁচটার দিকে কেউ একজন সাকিবের বাবার মুঠোফোন নম্বরে ফোন করে বলেন, সাকিব গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ কথা শুনেই মুষড়ে পড়েন তারা। প্রথম দিকে কোথায় কী করবেন, তা বুঝতে পারছিলেন না। পরে ঢাকায় থাকা বড়ো ছেলে ও জামাতাকে ফোন করে ঘটনাটি জানান। তারাই সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে খোঁজ করে সাকিবের লাশ পান।

নুরুন্নাহার বলেন, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর দুই ঘণ্টার মতো বেঁচে ছিল সাকিব। তাকে দুটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্লিনিকে ভর্তি করেনি। পরে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাকিব। রাতেই লাশ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরদিন সকালে খুলনা নগরের বসুপাড়া কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়েছে।

[সূত্র: প্রথম আলো, ৩০শে জুলাই ২০২৪]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে ক্যালিগ্রাফি ও গ্রাফিতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে শিক্ষার্থীদের আঁকা বিভিন্ন দেয়াল লিখন, ক্যালিগ্রাফি ও প্রতিবাদী গ্রাফিতি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে ক্যাম্পাসের টিএসসির প্রতিটি দেয়ালসহ বিভিন্ন একাডেমিক ভবনের দেয়ালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন নিয়ে আঁকা হচ্ছে এসব গ্রাফিতি ও ক্যালিগ্রাফি। শুধু আন্দোলনে সীমাবদ্ধ না থেকে দেয়ালে দেয়ালে স্বচ্ছ, সুন্দর ও প্রগতিশীল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার বার্তা দিচ্ছেন শিল্পীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, অপরিচ্ছন্ন ও রাজনৈতিক স্লোগান লেখা দেয়ালগুলো পরিষ্কার করে তাতে চিত্রকর্মের উপযোগী করছেন শিক্ষার্থীরা। কোনোটাতে পরিষ্কারের পর রং না করেই রংতুলির আঁচড়ে ক্যালিগ্রাফি, প্রতিবাদ, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও দেশপ্রেমের বার্তা লিখছে তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তন, রবীন্দ্র-নজরুল কলা ভবনের দেয়ালের প্রতিটি অংশে রংতুলির আঁচড়ে প্রতিবাদ, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও দেশপ্রেমের বার্তা দিচ্ছেন তারা। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে সব রকমের অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা ও বীরোচিত নানা ধরনের চিত্রকর্ম। তন্মধ্যে জুলাই গণহত্যা, বল বীর চির উন্নত মম শির, চা শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য, মুক্তবাক, ডিক্টেটর, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, অপরাজনীতি রুখে দাও, কল্পনা চাকমা, ছাত্ররা জানে তারা কি চায়, ব্যাঙ্গাত্মক বিটিভি ছাড়াও বেশ কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি রয়েছে। তাদের এমন কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছে ক্যাম্পাসের ছাত্র শিক্ষকসহ সকলেই।

জানতে চাইলে আর্টিস্ট নাফিস তাহমিদ বলেন, গ্রাফিতির একটা মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ইতিহাস সংরক্ষণ করা আর অন্যায় বা বৈষম্যকে তুলে ধরা। সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায় ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরার জন্যই মূলত আমরা গ্রাফিতিগুলো করছি। এর মাধ্যমে আমরা চাই সবাই তাদের সমস্যাগুলো আশপাশে কে কী দেখছে সেগুলো বলুক। যদি অন্যায়ভাবে কারও সাথে খারাপ কিছু করা হয় তাহলে সেটাও বলতে হবে। মুখে বলে যখন প্রতিকার কিছু হচ্ছে না তাই চিত্রকর্মের মাধ্যমে এই বার্তাগুলো সবার প্রতি দিতে চেয়েছি যাতে সবাই ইতিহাস জানতে ও শিক্ষা নিতে পারে।

ইবির সহ-সমন্বয়ক ইশতিয়াক ইমন বলেন, গ্রাফিতির মাধ্যমে আমরা কত কষ্ট করে চব্বিশের স্বাধীনতা পেলাম, আমাদের উপর দিয়ে কী কী গেছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা ’৭১ নিয়েও কথা বলছি, ’২৪ নিয়েও কথা বলছি। ইসলাম নিয়েও যেমন কথা বলছি, অন্যান্য ধর্ম নিয়েও কথা বলছি। যারা আমাদের স্বাধীন করতে প্রাণ দিয়েছে তাদের যেমন দেখানোর চেষ্টা করেছি তেমনি যারা আমাদের দমিয়ে রাখতে চাওয়া স্বৈরাচারকেও দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা মনে করি, একজন শিল্পী যদি তার রংতুলির আঁচড়ে একটি বিষয় তুলে ধরে এবং তা যদি মানুষের মনে গেঁথে যায় তাহলে সেটা অমর হয়ে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেকটা ক্যানভাসেই একটি মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কোথাও দেখিয়েছি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না কোথাও দেখানো হয়েছে তরুণদের চাপ দিয়ে দমায়ে রাখতে পারবেন না। কোথাও দেখিয়েছি আমাদের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমরা আশা করি, আমাদের কাজগুলো সাধারণ শিক্ষার্থীরাই রক্ষা করবে।

[সূত্র: রূপালী বাংলাদেশ, ১৯শে আগস্ট ২০২৪]

গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় ঢাকায় থাইল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের চিকিৎসক দল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের অনেকেই এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের জন্য ব্যাংককস্থ ভেজথানি হাসপাতাল আগ্রহ প্রকাশ করে। উক্ত হাসপাতাল থেকে ৩ জন ডাক্তারসহ ৬ জনের একটি চিকিৎসকদল ৩০শে অক্টোবর ঢাকায় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান নিটোর এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে আন্দোলনে আহত রোগীদের চিকিৎসা দেন।

নিটোরের পরিচালক ডা. কাজী শামীম উজজামান জানান, থাইল্যান্ড থেকে আসা চিকিৎসকদল ভর্তিকৃত ৫৭ জন রোগীর সকলকেই দেখেছেন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের যুগ্ম পরিচালক ডা. মো. বদরুল আলম বলেন, থাইল্যান্ড থেকে আগত চিকিৎসকদল আমাদের এখানে ৭ জন গুরুতর আহত রোগীকে দেখেছেন। সামগ্রিকভাবে তারা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট। এছাড়া ৫ই নভেম্বর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসায় যুক্তরাজ্য থেকেও চিকিৎসকদের একটি টিম বাংলাদেশে এসেছে। দুই সদস্যের মেডিকেল টিম ঢাকায় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (নিটোর) আন্দোলনে আহত ভর্তি রোগীদের পর্যবেক্ষণ করেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় নিটোরের পরিচালক ডা. কাজী শামীম উজজামান জানান, যুক্তরাজ্য থেকে আসা দুই সদস্যের চিকিৎসক টিম হাসপাতালে আহত ৬৫ জন রোগী দেখেছেন। আহতদের সুচিকিৎসার্থে যুক্তরাজ্যের এ চিকিৎসক দল ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবে। ৫ই নভেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

সংবাদ প্রতিবেদন

কুষ্টিয়ায় চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে স্লোগানে ‘শহিদি মার্চ’ কর্মসূচি পালন

গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ও দেশের নতুন করে স্বাধীনতার মাসপূর্তি উপলক্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরের আমলায় ‘শহিদি মার্চ’ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে আমলা সরকারি কলেজের শহিদমিনার থেকে মার্চ শুরু হয়ে আমলা বাজারের সড়ক প্রদক্ষিণ করে আমলা-সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শহিদমিনারে কর্মসূচি শেষ হয়।

শহিদি মার্চে আমলা সরকারি কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির, আমলা-সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং জাহানারা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থীরাসহ অন্যরা অংশ নেন। এ সময় তারা স্থানীয় আমলা বাজারের চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে স্লোগান। শিক্ষার্থীরা মার্চে অংশ নিয়ে– ‘শহিদের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘স্বাধীন করেছে ছাত্র-জনতা, দেশটা কারো বাপের না’, ‘চাঁদাবাজি করিস না রে, পিঠের চামড়া থাকবে না রে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম শহিদি মার্চ কর্মসূচির ঘোষণা দিলে আমলা কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। সারজিস আলম বলেন, সারাদেশের প্রতিটি থানা, ইউনিয়ন, মহল্লাসহ সব জায়গায় এ কর্মসূচি পালন করতে হবে। যার যার জায়গা থেকে শহিদদের ছবি, বিভিন্ন স্লোগানসহ প্ল্যাকার্ড নিয়ে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান তিনি।

[সূত্র: সমকাল, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪]

চশমা

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

গোধূলি বেলা, আকাশে বিকেল-সন্ধ্যার মিলন মেলা। কী অপরূপ দৃশ্য! জগতের সব মিলনই সুন্দর, মধুর, আনন্দের। চন্দন আকাশে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। সেই স্বচ্ছ আকাশ সে দেখতে পায় না। আকাশ মলিন ও বিষণ্ন। তার চশমার পুরু লেন্সে সে শুধু অস্বচ্ছ আকাশ দেখে। চশমা খুলে ফেললে পৃথিবীর সৌন্দর্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

চার হাত দূরে মা বসে চা খাচ্ছেন। চন্দনকে দুবার ডাকলেন। ছেলের কোনো হুঁশ নেই, চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। চন্দন হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলে নিলো।

মা বললেন, কী এত ভাবিস বলত? দিনদুনিয়া ভুলে যাস।

চন্দন মৃদু হেসে বলল, সুখের কথা ভাবি মা, নতুন বাড়িতে উঠতে পেরে নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছে। ঢাকার অভিজাত এলাকায় নিজের বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, বাবলুকে পড়াশোনা করাতে আমেরিকায় পাঠিয়েছি; তানিয়াকে ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পেরেছি, ডাক্তার বর পেয়েছে। ওদের মেয়ে তনুশা কী মিষ্টি আর দুরন্ত! ওদের নতুন বাড়িতে দাওয়াত করো, কদিন ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যাক। আর মনে আছে তো, বাবলুর গ্র্যাজুয়েশন কনভোকেশনে তোমাকে নিয়ে আমেরিকায় যাচ্ছি।

মা বললেন, তোর কি নিজের দিকে তাকানোর সময় হবে না কোনোদিন, কার উপর তোর এত অভিমান?

আয়নাকে প্রথমদিন দেখে মা বললেন, চশমা ছাড়া এ মেয়ে তো অন্ধ, তুই অন্ধ বিয়ে করবি! তুই নিজে ঠিকমতো খেতে পাস না, আরেক অনাহারীকে বিয়ে করবি?

চন্দন প্রতিবাদ করতে শেখেনি, সে মর্মাহত হয়। নীরবে সয়ে যায়।

বেদনা ভুলতে চন্দন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল, মা, তোমার মনে আছে, গলি-ঘিঞ্জির মধ্যে দুরুমের সেই বাসা। বাবা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ করে মারা গেলেন। আমাদের পৃথিবী উলটপালট হয়ে গেল। তখন কী ভয়ানক দুরবস্থা আমাদের! তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি দিশেহারা। আর ওই সময়ে কি না আমার মাথায় ভূত চাপল আয়নাকে বিয়ে করার। কী পাগলামি!

মা রেগে বললেন, তোর যত রাগ সব আমার ওপর, সে আমি বুঝি। তুইও একদিন বুঝবি সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মাকে অনেক সময় স্বার্থপর করে তুলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

জানি মা, তুমি কঠিন হৃদয়ে আমার পাগলামিকে বাধা না দিলে আজ এই ঐশ্বর্যের আনন্দে আমরা বসবাস করতে পারতাম না। তানিয়া-বাবলুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ হতো না। মা, তোমার জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।

তাই যদি সত্য হয় বাবা, তুই বিয়ে কর, আমাকে গ্লানিমুক্ত কর।

চন্দন মৃদু হেসে বলল, মা তুমি সত্যি সত্যি বুড়ো হয়েছ, আমার বয়স ভুলে গেছ? আমি ফিফটি প্লাস। আমার যে সময় নেই।

পুরুষ মানুষের আবার বয়স কী! তোকে চল্লিশের বেশি মনে হয় না। আসলে তুই বিয়ে করবি না আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। আমার ওপর তুই প্রতিশোধ নিচ্ছিস।

মা রাগ করে তার ঘরে চলে গেলেন।

চন্দন বিষণ্ন মনে বসে রইল। সন্ধ্যা নামে। আঁধার ঘনায়। চন্দন অন্ধকারে তেমনি বসে থাকে। চন্দনের মনে হলো আয়না এলে বেশ হতো। সে মনে মনে প্রার্থনা করে, আয়না, তুমি এসো, তুমি এসো।

সঙ্গে সঙ্গে কাচের চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ ভেসে এল। চন্দন চমকে ঘাড় বাঁকালো, তার পেছনে আয়না বসে, দু'ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। চন্দন উৎফুল্ল হয়ে চেয়ার ঘুরিয়ে আয়নার মুখোমুখি বসল।

আয়না জিজ্ঞেস করল, মন খারাপ কেন?

– মন খারাপ ছিল, তোমাকে দেখে ভালো হয়ে গেছে। তুমি সেই আগের মতোই আছো। নীল চুড়ি, নীল শাড়ি, নীল টিপ; এই পোশাকে তোমাকে কী যে ভালো লাগে, সেই প্রথম দিনের মতো ।

আয়নার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি আরও প্রশস্ত হয় ।

– প্রথমদিন তোমাকে কি জিজ্ঞেস করেছিলাম মনে আছে?

– কী?

– আপনার চশমাটা খুলবেন।

আয়না হেসে ফেলল। বলল, আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তুমি বললে, আপনার চোখ দেখব। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম গরুর চোখ দেখতে নেই।

চন্দন বলল, তুমি চশমা খুলে ফেললে। আহা মরি মরি, জলে ভাসা দীঘল কালো চোখ! আমি গোপনে তোমার চোখের প্রেমে পড়ে গেলাম। আমার মতো যে দৈন্য, মা-ভাইবোনের প্রতি দায়িত্ববান, তার প্রেম প্রকাশের কোনো অধিকার থাকে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চশমা ছাড়া আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? তুমি বললে, ঝাপসা দেখি। তারপর চশমা পরে মৃদুস্বরে বললে, চশমা ছাড়া আমি প্রায় অন্ধ। ডান চোখে মাইনাস নাইন, বাঁ-চোখে মাইনাস টেন।

আমরা দুজন নীরব-অন্ধকারে মুখোমুখি বসে আছি, কেউ কোনো কথা বলছি না। দুজনেই হয়ত অতীত সুখে ডুব সাঁতারে মগ্ন।

চন্দন নীরবতা ভেঙে মগ্ন-চৈতন্যে বলল, অল কোয়ায়েট অন দ্য ফ্যামিলি ফ্রন্ট। চারদিকে প্রশান্তি। মা এখন আমার জন্য পাত্রী খোঁজে; ঠিক তোমার মতো, পাত্রীর চোখে থাকবে পুরু লেন্সের চশমা। চন্দন মৃদু হাসল।

আয়না বলল, তুমি বিয়ে করো। কথা বলার জন্য জীবনে একজন মানুষের তো দরকার হয়।

– মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। কথা বলার জন্য তুমি আছো, এই ভালো।

চন্দন নীরবতা থেকে হঠাৎ জেগে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আয়না, তুমি আছো, না চলে গেছো?

– বলো, শুনছি ।

– জানো, চশমা ছাড়া আমিও জগতের সবকিছু ঝাপসা দেখি। দুহাত দূরের মাকেও পরিষ্কার দেখি না। অথচ বিশ বছর দূরের তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

– তুমি আমাকে হৃদয় দিয়ে দেখ। আমার বসবাস তোমার অন্তরে। যখন আমাকে দেখতে ইচ্ছে করো, আমি তোমার অন্তর থেকে বেরিয়ে আসি। বিশ বছর আগে আমাকে যেমন দেখেছো, নীল কাচের চুড়ি, নীল শাড়ি, সেই বিশ বছর বয়সি; সেই আমাকে তুমি দেখতে পাও। তোমার অন্তরে আমার এই ছবি স্থায়ী হয়ে গেছে। তোমার চোখে আমার বয়স বাড়ে না, আমি অনন্ত যৌবনা ।

– কাজের মেয়েটি এসে বলল, মামা, নানু আপনাকে ডাকছেন।

আয়না নিমিষে হারিয়ে গেল।

মা বললেন, মেয়েটি আমার সকাল-সন্ধ্যার হাঁটার সঙ্গী। আমি আসতে বলেছি। মেয়েটি খুব বিপদে আছে। সম্ভব হলে মেয়েটিকে চাকরি দিয়ে সাহায্য করিস। তুই কথা বল, আমি আসছি।

চন্দনকে দেখে মেয়েটি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চন্দন চমকে উঠল, ভয় পেল। তার কি হ্যালুসিনেশন হচ্ছে? নীল শাড়ি, নীল চুড়ি, নীল টিপ, চোখে পুরু লেন্সের চশমা; বিশ বছর আগের আয়না ড্রইংরুমে বসে আছে। তার অন্তরের আয়না বাইরে এলো কী করে?

মেয়েটি নার্ভাস, ভীত গলায় বলল, স্যার, আন্টি আমাকে আসতে বলেছেন।

বিমূর্ত সময় থেকে চন্দন বেরিয়ে এল। হাতের ইশারায় মেয়েটিকে বসতে বলল। মেয়েটির মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী? মা তোমার কথা আমাকে বলেছেন।

মেয়েটি বলল, রচনা। রচনা মাহজাবীন।

চন্দন আবার চমকালো। চন্দন বলেছিল, আমাদের যদি মেয়ে হয় তোমার সঙ্গে মিল রেখে নাম হবে, রচনা।

নাম কি তোমার মা রেখেছেন?

জ্বি।

তোমার মার নাম?

রচনা একটু বিব্রত হয়ে বলল, আয়না মাহজাবীন।

○

খুবির ফটকের নাম ‘শহিদ মীর মুগ্ধ তোরণ’

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) প্রধান ফটকের নাম পরিবর্তন করে ‘শহিদ মীর মুগ্ধ তোরণ’ রেখেছে শিক্ষার্থীরা। ১৭ই আগস্ট ২০২৪ শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও প্রাক্তন-বর্তমান শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে ‘বিজয় তোরণ’ নাম পরিবর্তন করে ‘শহিদ মীর মুগ্ধ তোরণ’ ঘোষণা দেন। সেখানে তারা নতুন নামফলকও লাগিয়ে দেয়।

গত ১৮ই জুলাই রাজধানীর উত্তরায় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। খুবির ১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধর শেয়ার করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, সেদিন অকুতোভয় মুগ্ধ কীভাবে সেবা দিয়ে চলেছেন অন্য শিক্ষার্থীদের। ‘পানি লাগবে কারও, পানি’ বলে ক্লান্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বোতল বিতরণ করছিলেন তিনি।

ভিডিওটা যে সময়ে করা হয়, তার মাত্র ১৫ মিনিট পর থেকেই তিনি আর কাউকে পানি দেননি, দিতে পারেননি। আন্দোলনকারীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি চালালে একটি গুলি মুগ্ধর কপালে লাগে। তার সঙ্গে থাকা বন্ধুরা দ্রুত মুগ্ধকে ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যান তিনি।

ভালো খেলোয়াড়, গায়ক, সংগঠক হিসেবে চার বছর ধরে তিনি মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন খুবি ক্যাম্পাসে। গণিতে স্নাতক শেষ করে গত মার্চে ঢাকায় যান। এমবিএতে ভর্তি হন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি)।

প্রতিবেদন: সোহাগ শিকদার

দেয়ালে দেয়ালে দ্রোহ, মুক্তি আর সম্প্রীতির বারতা

কেউ দেয়াল ঘষে পরিষ্কার করছেন, কেউবা সেখানে রঙের প্রলেপ দিচ্ছেন। কেউবা সেই প্রলেপ দেওয়া জায়গায় আঁকছেন লাল-সবুজের পতাকা। কেউ আবার ব্যস্ত স্লোগান লেখায়। শত শত শিক্ষার্থীর এ রকম ব্যস্ততা নগরের আপার যশোর রোডের রেলস্টেশনের দেয়ালে। রেলস্টেশনে যাওয়ার প্রধান ফটক থেকে শিববাড়ী মোড় পর্যন্ত আধা কিলোমিটার দীর্ঘ ওই দেয়াল রংতুলির আঁচড়ে বর্ণিল হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের ২০ থেকে ২৫টি ছোটো ছোটো দল সেখানে এই আঁকাআঁকির কাজ করছে।

শনিবার বেলা তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দেয়ালে দেয়ালে আঁকিবুঁকির কাজ চলে। যেখানে বাংলায় স্লোগান যেমন লেখা হয়েছে, তেমনি আছে ইংরেজিতে লেখা স্লোগান। আছে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিও। প্রতিবাদী আর রূপক চিত্রের পাশাপাশি আছে ফুল ও প্রজাপতির চিত্র। বিদ্রোহী গানের পাশে আছে জেনারেশন জেডের প্রশংসা, ২৪-এর গল্পের পাশে বাহান্নর ইতিহাসও আছে। নজরুলের গানের কথার পাশাপাশি আছে জালাল উদ্দীন রুমীর বিখ্যাত উক্তি। বিদোহী স্লোগানের পাশাপাশি আছে সম্প্রীতির আহ্বান।

দেয়ালজুড়ে– 'আমরা স্বাধীন', 'পাহারায় থাকতে হবে, দুর্নীতিকে রুখতে হবে', 'সন্ত্রাস, মাদক, সিন্ডিকেট, সুদ, ঘুষ, হয়রানি, জুলুমমুক্ত বাংলা

চাই', 'স্বাধীন হয়েছি, সময় এখন সভ্য হওয়ার'– এ রকম স্লোগান লেখা হচ্ছে।

দেয়ালের একটা অংশে 'ছিঁড়ে যাবে অন্যায়ের শিকল, উড়ে যবে পাখির দল'– পেনসিলে এ রকম একটা লেখার ওপর রং করছিলেন মাঝবয়সি ফজলুল বারী মল্লিক। তিনি নিজেকে রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী পরিচয় দেন। ফজলুল বারী

মতো করছে। পাশাপাশি তবু বিভিন্ন কিছু আঁকা হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে কে কতটুকু জায়গায় আঁকবে, তা ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।

শুধু ঐ দেয়ালেই না নগরের শিববাড়ী মোড় এলাকার কেডিএ অ্যাভিনিউ এলাকার দেয়ালেও চলছে গ্রাফিতিসহ নানা ধরনের আকাঁআঁকির কাজ। নগরের শহিদ হাদিস পার্কের দেয়ালেও চলছে এই কাজ।

বলেন, ওরা দ্রুত লিখতে পারছিল না, তাই একটু সহযোগিতা করছি। ভালো লাগা থেকে এ রকম বাইরের অনেকেই এখানে সহায়তা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় থাকা কেসিসি উইমেন্স কলেজের আফিফা আমিনুল এবং সিটি কলেজের সামিয়া তাসমিম তাঁদের সাত বন্ধুকে নিয়ে সকাল ১০টা থেকে দেয়ালে আঁকার কাজ করছেন।

আফিফা ও সামিয়া বলেন, আমাদের প্রতিবাদের কথাগুলো লিখছি, বাংলাদেশের পতাকা আঁকছি; সেখানে আমাদের সবার হাতের ছাপ দিয়েছি, মানে আমরা বাংলাদেশ। ১৬ বছরের দুঃশাসন থেকে মুক্তির প্রতীকী ছবি এঁকেছি। আমাদের আন্দোলনে তো শুধু আমরাই ছিলাম না, আমাদের সঙ্গে জনগণও ছিল, তাই খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে এই সবার আন্দোলনটা ফুটিয়ে তোলার কাজ এখন শুরু করছি।

আফিফারা যেখানে কাজ করছিলেন, তার কিছুটা দূরে চলছিল ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি আঁকার কাজ। সেখানে কাজ করা নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাকিব হাসান বলেন, ছোটো ছোটো দল বেঁধে সবার

নগর ভবনের সামনে শহিদ হাদিস পার্কের দেয়ালে জনা দশেক শিক্ষার্থী কাজ করছেন। ওই দেয়ালে লেখা সিটি করপোরেশনের ও রোটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নীতিবাক্য লেখা রয়েছে। সেসব লেখার ওপর নানা ধরনের পোস্টারও সাঁটানো। শিক্ষার্থী সেগুলো ঘষেমেজে পরিষ্কার করছেন। তাদের কেউ পরিষ্কার করা জায়গায় রং করে আঁকার কাজ করছেন।

খুলনার তরুণদের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্ল্যাটফর্মের তরুণেরা একত্র হয়ে সেখানকার কাজগুলো করছেন। তাদের প্রধান সমন্বয়ক রেদোয়ানুল রুহান প্রথম আলাকে বলেন, তরুণদের অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম একত্র হয়ে আমরা 'পরিকল্পিত খুলনা ফোরাম গঠন করেছি। আমরা সবাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ছিলাম। সমতা ও মানবিকতার বাংলাদেশ বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা কাজ করছি। এদিকে আজও খুলনায় শিক্ষার্থীরা সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে যাচ্ছেন।

[সূত্রঃ প্রথম আলো, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২৪]

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহিদদের স্মরণে সভা

২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহিদদের স্মরণে সভা বুধবার ২৭শে নভেম্বর সকালে খুলনা জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা জেলা প্রশাসন আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মো. হেলাল মাহমুদ শরীফ। সভার শুরুতে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আহত ও শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে একমিনিট নীরবতা পালন এবং অনুষ্ঠান শেষে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভায় প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার সমন্বিত গণ-অভ্যুত্থানে দেশের জনগণ এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছে। জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ এখন সকলের দায়িত্ব। গণ-অভ্যুত্থানে নতুন একটি অধ্যায় সূচনা হয়েছে। আমরা চাই আধুনিক ও বৈষম্যহীন সমাজ। বাংলাদেশে কোনো বৈষম্য থাকতে পারে না। তিনি আরও বলেন, যে-কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য এবং এটি আমরা যুগে যুগে দেখতে পেয়েছি। সকল আন্দোলনে সবার পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তারা আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে ও অন্যদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। যারা গণ-অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, দঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং যে মায়েরা সন্তান হারিয়েছেন সবারই আত্মত্যাগ সফল হোক। সবাইকে নিয়ে আমরা যেন সুন্দর বাংলাদেশ, সুন্দর সমাজ ও সুন্দর বিশ্ব গড়তে পারি।

স্মরণসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার, রেঞ্জ ডিআইজি মো. রেজাউল হক, পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন, সিভিল সার্জন ডা. শেখ সফিকুল ইসলাম ও গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য শহিদ সাকিব রায়হানের মাতা নুরনাহার। এতে সভাপতিত্ব করেন খুলনার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, সাংবাদিক শেখ দিদারুল আলম, এহতেশামুল হক শাওন, আহত শিক্ষার্থী জীবন হাওলাদার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আল-শাহরিয়ার, বিএল কলেজের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার সাদ, লামিয়া আক্তার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। স্মরণসভায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আহত ও শহিদ পরিবারের সদস্য ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

[সূত্র: খুলনা ব্যুরো, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭শে নভেম্বর ২০২৪]

আনুদি

জাহাঙ্গীর হোসাইন

আনুদির বয়স তখন চল্লিশের অধিক যখন আমি মাধ্যমিকে পড়তাম। আনুদি ছিলেন অবিবাহিতা। এর মূল কারণ ছিল তিনি বেশ ছোটোবেলায় একটি কঠিন ব্যামোতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বলা যায় তিনি মরে বেঁচে ছিলেন। এই কারণে তার উপনাম মরণী। সবাই তাকে মরণী বলে ডাকলেও আমি আনুদি বলে ডাকতাম। আনুদি আমাকে পরম স্নেহ করতেন। আনুদির পৈত্রিক বাড়ি আমাদের পাশের বাড়ি। অবিবাহিতা থাকার সুবাদে তিনি ছিলেন মোটামুটি মুক্ত। ঘর-সংসারের যন্ত্রণা ছিল না। যখন যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতেন। এই নিয়ে ভাইয়ের বউদের বকুনি খেতে হতো। আনুদি ভাইয়ের বউদের বকুনির তোয়াক্কা করতেন না। তিনি পাড়াময় ঘুরে বেড়াতেন। খাওয়ার সময় হলে চুপিচুপি এসে দুমুঠো খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়তেন। সংসারের কোনো কাজকর্মের ধার ধারতেন না।

কেউ আনুদির বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসলে তার ভাইয়ের বউরা বলত, 'ও দেখতে কুৎসিত। ওর না আছে রং, না আছে রূপ, না আছে গুণ। মানুষ কী দেখে বিবাহ করবে? জগতে যদি মেয়ে মানুষের অভাব পড়ত– তাহলে একটা কথা ছিল। ও এখানের কুটা ওখানে নেয় না। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কাজকর্ম করতে পারবে? কে ওকে বিবাহ করবে? দরকার নাই– টাকাপয়সা খরচ করে বিবাহ দেওয়ার। ডান দুয়ার দিয়ে নিবে আর বাম দুয়ার দিয়ে এনে রেখে যাবে। কারা ওর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে– তাদের হুঁশ-জ্ঞান আছে কিছু?' পান থেকে চুন খসলেই ভাইয়ের বউরা আনুদিকে অনেক কটু কথা বলত।

কটু কথার জন্য আনুদি ভাইয়ের বউদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। প্রায় সপ্তায় সপ্তায় ঝগড়া হতো। মাসের আগা-মাথায় ঝগড়া হলে তো মেনে নেওয়া যেত।

বাপের বাড়ি যেন আনুদির জন্য এক নরক যন্ত্রণা। যতদিন মা-বাবা বেঁচে থাকে ততদিন বাপের বাড়িকে স্বর্গই মনে হয়। মা-বাবা মরে গেলে ভাইয়ের বউদের সংসারে বাপের বাড়ি নরক যন্ত্রণার চেয়েও কঠিন। নরক যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আনুদি মাঝে মাঝে নানার বাড়ি চলে যেতেন। নানা ছিলেন ধনাঢ্য। মামাতো ভাইয়ের বউরা আনুদিকে খুব আদর-যত্ন করতেন। মনের আগুনের উত্তাপ খানিকটা শীতল হলে আনুদি নানার বাড়ি থেকে আবার বাপের বাড়িতে ফিরে আসতেন।

আনুদি রোগাটে, কাজকর্ম করতে পারবেন না। এছাড়াও আরেকটি প্রধানতম কারণ হলো– আনুদি প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক। আনুদি পরের ঘরে চলে যাওয়া মানে সম্পদ হাতছাড়া।

আনুদি দেখতে রোগাটে ছিলেন বটে– তবে তিনি দিব্যি সুস্থ ছিলেন। বিবাহের প্রসঙ্গ উঠলে আনুদি চুপ করে থাকতেন। আমি বুঝতে পারতাম আনুদির বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। বাপের বাড়ি নামক নরক থেকে বাঁচার আকুতিও ছিল প্রবল। কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিয়ে তাকে বিবাহ দিলেন না।

আনুদির ভাইয়ের বউরা আনুদিকে যতটা কুৎসিত বলে আখ্যায়িত করত, আনুদি ততটা কুৎসিত ছিলেন না। আনুদি দেখতে রোগাটে হলেও একেবারে অসুন্দর ছিলেন না। আনুদির গায়ের রং ধূসর কালো। আনুদি একেবারে খাটোও নন আবার লম্বাও নন। তবে আনুদির শারীরিক গঠন অনেকটা চড়ুই পাখির মতো। ধূসর ছোটো ছোটো দুটি চোখ। একেবারে পাতলা ভ্রু। দূর থেকে দেখা যায় না বললেই চলে। তবে মাঝে মাঝে আনুদি গাঢ় করে আইভ্রু আঁকতেন, যা সবার নজরে পড়ত। উৎসবে-পার্বণে চোখে সুর্মা দিতেন। পাখির ঠোঁটের মতো পাতলা চিকন ঠোঁটে কখনো লিপস্টিক এঁকেছেন কিনা– তা কোনোদিন আমার নজরে পড়েনি। তবে গরমের মৌসুমে মুখে পাউডার মাখতেন। মুখ সাদা হয়ে থাকত। সবাই বুঝতে পারত আনুদি মুখে পাউডার মেখেছেন। হাতে দুতিন রকমের কাঁচের চুড়ি পরতেন। দুগাছি লাল, দুগাছি নীল, দুগাছি সবুজ আর দুগাছি বেগুনি রঙের। সরু নাকে একটা সোনার নোলক পরতেন। কানে তামার তারের কিছু অলংকার পড়তেন। গলায় বেশ মোটা একখানা রূপার চেইন পরতেন সব সময়। ধূসর বাদামি চুলে লাল ফিতা বেঁধে রাখতেন। গরম থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মাঝে উঁচু করে খোঁপা বাঁধতেন। আনুদি সব সময় শাড়ি পরতেন। মাথায় কখনো আঁচল টানতেন না। তবে রোদের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথায় আঁচল টেনে দিতেন। আনুদি পান খেতেন না বটে, তবে অধিক পরিমাণে সুপারি চিবাতেন। সব সময় মুখে সুপারি থাকত। সরু দাঁতগুলোতে সুপারির কষের প্রলেপ লেগে থাকত। আনুদি কাজ-কর্মে পটু না হলেও কথায় ছিলেন বেশ পটু। তিনি ছিলেন বেশ বুদ্ধিমতী। আনুদি ঝাড়ফুঁক জানতেন। কুনজর এবং বিষ মন্তরের পানি পড়া দিতে পারতেন। সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করতে পারতেন। মন্ত্র পড়ে তালি বাজিয়ে বিষধর সাপকে বন্দি করতে পারতেন। প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত জ্ঞানে নানাবিধ রোগের চিকিৎসা করতে পারতেন।

আমি যখন মাধ্যমিকে পড়তাম তখন গ্রামীণ জনপদ ছিল কাঁচা মেঠোপথ। আমার বিদ্যালয়টি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটারের অধিক দূরে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসায় আমাকে দশ কিলোমিটারের অধিক পথ হাঁটতে হতো। বর্ষার মৌসুমে রাস্তাঘাটের অবর্ণনীয় দুর্দশা হতো। তবু বর্ণনা করছি। বর্ষার মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। এই বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাটে পানি উঠে যেত। শুধু পানি উঠে যেত তা কিন্তু নয়, সারা রাস্তাজুড়ে ময়লা কাদাপানি থাকত। কোথাও কোথাও রাস্তা কাটা থাকত। আবার কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত কাদা থাকত। শুধু কাদা তো নয়, গরু-ছাগলের-ইঁদুর-বাঁদরের, কুকুর-বিড়ালের, খাটাশ মানুষের বিষ্ঠায় ছিল পরিপূর্ণ– যা দুপায়ে মাড়িয়ে আমাকে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে হতো।

আমার ত্বক খুবই সংবেদনশীল। ময়লা কাদাপানি লাগলেই পা চুলকানো শুরু হতো। তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তাম। তীব্র জ্বালাপোড়া করত। পায়ের আঙুল, পায়ের পাতা-নখ, পায়ের তালু থেকে গোড়ালি অব্দি যেন খসে পড়ার উপক্রম হতো। রাতে যন্ত্রণায় ছটফট করতাম। ভালোভাবে পড়ালেখা করা তো দূরের কথা– রাতে ঠিকমতো ঘুমাতেও পারতাম না।

টেট্রাসল কিংবা পেভিসিন মেখেও কোনোরকম উপকার পেতাম না। আগেই বলেছি আনুদি ঝাড়ফুঁক দিতে পারতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক কোনোকিছুই আনুদিকে দমাতে পারত না। বৃষ্টিপাতের মৌসুমে প্রতি সন্ধ্যায় মৃদুগামিনী আনুদি প্রদীপ হাতে বিষমন্তরের মন্ত্র পড়ে আমার পায়ে ঝাড়ফুঁক দিতেন। ঝাড়ফুঁক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যেত। আঙুলের চিপার ফোসকাগুলো নিমিষেই মিলিয়ে যেত। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে– সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম আমার পা দুখানিতে কোনো ক্ষতের দাগ নেই। আনুদির মতো এমন সুচিকিৎসক পাওয়া দুষ্কর। সকালে আবার বৃষ্টিপাত মাথায় নিয়ে বিদ্যালয়ে রওনা দিতাম।

বর্ষাকাল বলতে আমরা আষাঢ়-শ্রাবণ দুমাসকেই বুঝি। মূলত বাংলাদেশে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের বিভিন্ন নাম রয়েছে। আমার মনে হয় নামগুলো আনুদির দেওয়া। কারণ এ নামগুলো আর কারও মুখে শোনা যেত না। যদিও আনুদির দেওয়া নাম নয় তবে আনুদি নিশ্চয় তার নানি-দাদির নিকট থেকে শুনেছেন। তার নানি-দাদিরা তাদের নানি-দাদির নিকট থেকে শুনেছেন। এভাবেই আবহমান বাংলায় ঝড়-বৃষ্টি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

আষাঢ়ের প্রথম দশ দিনের টানা বৃষ্টিপাতকে আনুদি বলতেন ‘দশরথ’। পাড়াময় ঘুরে ঘুরে বলতেন, “এখন ‘দশরথ’ চলছে, বউ-শাশুড়িকে এক উঠানের পানি মাড়াতে নেই। এতে অকল্যাণ হয়। বউকে বাপের বাড়িতে নাইয়র পাঠিয়ে দেওয়াটাই উত্তম।” সবাই আনুদির কথা মান্য করত। আষাঢ়ের চৌদ্দ তারিখ থেকে একুশ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে আনুদি বলতেন, ‘আষাঢ়ী ধারা’। তিন-চার দিন বিরতির পরে আবার শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতকে আনুদি বলতেন ‘শেষ আষাঢ়ী’।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সাতদিনের বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘সাত শাওনী’। আট তারিখ থেকে একুশ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘চোদ্দ দিনের ডার’। শ্রাবণের বাইশ তারিখ থেকে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘শাওন ধারা’।

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘ভাদুর-ইয়া ডার’। ভাদ্র মাসের তেরো তারিখ থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘তেরো ভাদুরী’। ‘তেরো ভাদুরী’ একসপ্তাহ কিংবা দশদিন টানা চলতে থাকত। তবে ভাদ্র মাসে মাঝে মাঝে টানা দুই- তিন দিন বেশ গরম পড়ে। এই গরমকে আনুদি কখনো বলতেন ‘তালপাকা তাপ’ আবার কখনো বলতেন,‘ভাদুর-ইয়া গরম’।

আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিনের বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘সাতদিনের ডার’এবং সতেরো তারিখ থেকে তেইশ তারিখ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘হাড়ে হিঙ্গার’। আশ্বিন মাসের ছাব্বিশ তারিখ থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘বুড়াবুড়ির ডার’। তবে ‘বুড়াবুড়ির ডার’ মাঝে মাঝে কার্তিক মাসের প্রথম পাঁচ-ছয় দিনকেও স্পর্শ করত।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি যে ভারি বৃষ্টিপাত হতো তাকে আনুদি বলতেন ‘কাইচ্ছা লোডা’। ‘কাইচ্ছা লোডা’ টানা বেশ কয়েক দিন চলতে থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাতকে বলতেন ‘উল্লা ভাসানী’। এই বৃষ্টিপাতই বছরের শেষ বৃষ্টিপাত। আনুদির দেওয়া

তারিখ মতো যে বৃষ্টিপাত হতো, তা কিন্তু নয়। তারিখের হেরফের হতো। তারিখের হেরফের হলেও বৃষ্টিপাত ঠিকই হতো। নদীনালা, খালবিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ হতো। কখনো কখনো অতি বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হতো।

আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে অগ্রহায়ণের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ময়লা কাদাপানি পায়ে মাড়িয়ে আমাকে বিদ্যালয়ে যেতে হতো। কখনো অঝোরধারা আবার কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আহা! সে কী দুর্বিষহ দিন! বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিদ্যালয়ের জীবন শুরু করতে গ্রামীণ জনপদ আর আনুদিকে ছেড়ে শহরে চলে এসেছি। শহর থেকে গ্রামে গেলে আনুদির সঙ্গে বেশ আলাপ হতো। গ্রামের ঘটে যাওয়া নানা বিষয় আনুদির নিকট থেকে জানতে পারতাম। গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ের খবরাখবর কেউ আনুদির মতো বিশ্লেষণ করে বলতে পারত না। তাছাড়া সব খবর সবাই জানত না। সমস্ত পাড়া ছিল আনুদির নখদর্পণে। আনুদি বলতেন আর আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। যে-কোনো শ্রোতাই আনুদির কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। আনুদির কথা বলার দক্ষতা ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের।

জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য দেশে-বিদেশে ব্যস্ত সময় পার করছি। আনুদির সাথে যোগাযোগ করা আর হয়ে ওঠেনি। বেশ কয়েক বছর পর শুনেছি আনুদির এক কনিষ্ঠতম চাচাতো ভাই দায়িত্ব নিয়ে আনুদিকে এক বুড়োর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে। যখন আনুদির বিবাহ হয়েছিল তখন আনুদির বয়স পঞ্চাশের অধিক। বুড়ো যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আনুদি বেশ সুখেই ছিলেন। বুড়ো মরতে মরতে আনুদির কপালে নেমে এলো অনাকাঙ্ক্ষিত এক আকাশ দুঃখ। শ্বশুরবাড়ি বিধবা আনুদির নিকট যেন আরেক নরক।

আনুদির সৎ ছেলের বউ ভারি পাজি। যে আনুদি বাপের বাড়িতে একটা বাসন ধুয়ে ভাত খায়নি, সে আনুদিকে শ্বশুরবাড়িতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কাজ না করলে সৎ ছেলেবউ খেতে দেয় না।

কাজ করলেও, না-করলেও নানারকম বকুনি খেতে হয়। একদিন আনুদি থালাবাসন ধুতে গিয়ে একটি বাসন ভেঙে যায়। এতে তুলকালাম কাণ্ড। সৎ ছেলেবউ চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘আহা! তোমরা কে কোথায় আছো, দেখে যাও– মরণী কী করল! আমার শখের বাসনটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এ বুড়ি তো আমার ভালো চায় না। আমার ধ্বংস চায়।’ শাসিয়ে শাসিয়ে বলতে লাগল, ‘বুড়ি, বাতাসে বুড়ো হয়েছো নাকি? কোন ফকিন্নির ঘরে তোমার জন্ম হয়েছে রে বাবা! একটা বাসন পর্যন্ত ধুতে পারো না। নিশ্চয় মাটির শানকি ছাড়া বাপের জীবনে কোনোদিন বাসন দেখোনি। বুড়ো মরেছে– সঙ্গে বুড়িটাকে নিয়ে গেল না কেন? আমাকে যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য রেখে গেছে। বুড়ি, কে তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে? আমাদের কিন্তু জমিদারি নাই। নিজের রাস্তা নিজে মাপো, সেই ভালো। এখানে তোমাকে কে দেখবে? এখানে তোমার কে আছে? আমি আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাঁচি না। তার উপরে তুমি। তোমার বিবেকটা কেমন– অন্যের সংসারে বোঝা হয়ে বসে থাকতে চাও। কতবার কতরকম করে তোতা পাখির মতো বুঝালাম, বাপের বাড়ির সম্পদ বেচে যা পাও নিয়ে আসো তোমাকে রাজরানির মতো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো। না– কে শুনে কার কথা। এখানে বসে বসে আমাদেরটা গিলবে। বাপের বাড়ির সম্পত্তি না হয় না-ই আনলে– বুড়োর নিকট থেকে পাওয়া সম্পত্তিটুকু তো আমাদের লিখে দিতে পারো। না, তা করবে কেন? আরে, তোমার খাওয়াদাওয়া, ঔষধ-বড়ি, কাপড়-চোপড় এসবের খরচ কোথা থেকে আসে– একবার ভেবে দেখেছো?’

আনুদির সৎ ছেলের বউ একেবারে দজ্জাল। আনুদিকে শাশুড়ির মতো করে শাসায়। আনুদি বউয়ের মতো চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছেন। তবে এখন সহ্য হচ্ছে না। আনুদিও এখন দুচারটা কথার প্রতিবাদ করেন। তবে সৎ ছেলের বউয়ের সঙ্গে টিকে উঠতে পারছে না। কারণ আনুদির বয়স হয়েছে। রোগাটে শরীরটায় আরও নানাবিধ রোগ বাসা বেঁধেছে। সৎ ছেলে বউয়ের সাথে শ্বশুরবাড়িতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। শুনেছি নিঃসন্তান আনুদি পুনরায় বাপের বাড়িতে চলে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এতদিনে ভাইদের ছেলেদেরও সংসার হয়েছে। আহ! বড়ো জটিল সমীকরণ! তবু আনুদি সিদ্ধান্তে অটল।

কোটা আন্দোলনে ইয়াছিনকে হারিয়ে পরিবার দিশেহারা

অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে একমাত্র ছেলেকে বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম। তা আর হলো না। এই পৃথিবীতে থেকে লাভ কী। কাকে নিয়ে থাকব। আল্লাহ আমাকে এত বড়ো আঘাত দিলো কেন যা আমি সইতে পারছি না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে এই সব কথা বলেন কোটা আন্দোলনে নিহত ইয়াছিনের মা মনজিলা বেগম।

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে সহিংসতায় রাজধানীতে নিহতদের মধ্যে রয়েছেন খুলনার ইয়াছিন (১৭)। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পরিবারের লোকজন সবাই এখন দিশেহারা। ঘটনার ৩৫ দিন পার হলেও ইয়াছিনের পরিবারের কান্না ও আহাজারি এখনো থামছে না।

খুলনার রুপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের রহিমনগর গ্রামে তার ভাড়া বাড়িতে এমন দৃশ্য দেখা যায়। গত ২১শে জুলাই রবিবার কোটাবিরোধীদের সংঘর্ষে রাজধানীর শান্তিবাগ এলাকায় কাজ শেষ করে ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয় ইয়াছিন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার মারা যায় ইয়াছিন। পরদিন ২৬শে জুলাই বুকের ভেতর গুলি রেখেই ময়নাতদন্ত করে এলাকাবাসী চাঁদা তুলে তার গ্রামের বাড়ি কবরস্থানে মরদেহ দাফন করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত ইয়াছিন খুলনার রুপসা উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের রহিমনগর গ্রামের মৃত নুর ইসলাম শেখের ছেলে। সে মাতা মনজিলা বেগম এর সাথে যাত্রাবাড়ি এলাকায় বসবাস করতেন। ঢাকার একটি গ্যাসের দোকানের কর্মচারী ছিল। ছোটো একটা কাজ করে মাকে নিয়ে সংসারের খরচ মেটাতেন।

এদিকে ইয়াছিনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর এক মাস পার হয়ে গেলেও তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এখনো কেউ তার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি। ছোটোবেলায় পিতাকে হারিয়ে অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছে। অর্থ সংকটের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। দোকানের কর্মচারীর কাজ করে যে টাকা পেতেন তাতে তাদের সংসার চলত না। যে কারণে তার মা কাগজ কারখানায় কাজ করতেন।

নিহতের নানী মোমেনা বেগম বলেন, ইয়াছিনের বয়স যখন ১৮ মাস তখন ওর বাবা মারা যায়। পরে আমি ওকে অনেক কষ্ট করে বড়ো করেছি। তিন বোনের এক ভাই ছিল সে। ঢাকা শহরের গোলাগুলির খবর পেয়ে ফোন করে বলেছিলাম সাবধান থাকতে। পরে খবর পেলাম ওর বুকে গুলি লাগে এবং ৫ দিন পরে মারা যায়। ছেলের মৃত্যুর শোকে ওর মাও এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

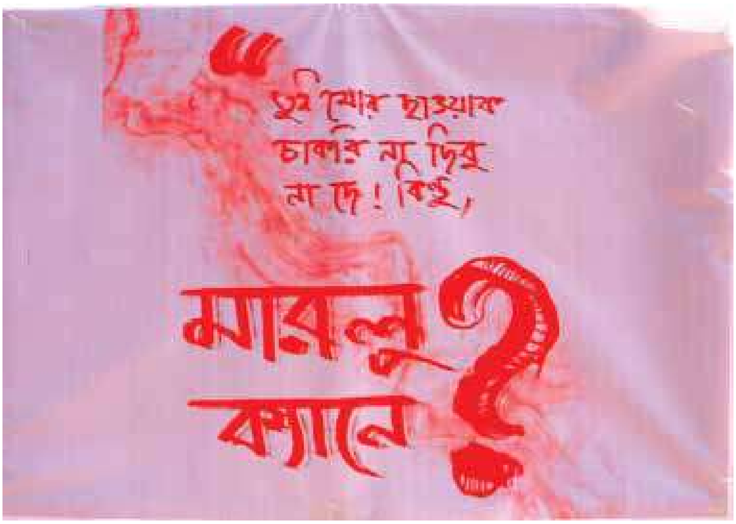

রহিনগরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করলেও নিজেদের কোনো জমি নাই।

নিহত ইয়াছিনের মা মনজিলা বেগম বলেন, পিতা হারা একমাত্র ছেলেকে নিয়ে যাত্রাবাড়ীতে থাকতাম। গ্যাসের দোকানে হোম ডেলিভারির কাজ করত। ২১শে জুলাই কয়েকজন জানায় ইয়াছিনের গায়ে গুলি লাগে। আমি ছুটে গিয়ে দেখতে পাই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। ধার করে টাকা দিয়ে ওকে চিকিৎসা করায়। চিকিৎসা করিয়ে ওকে বাঁচাতে পারলাম না। কোথা থেকে গুলি এসে বাবার বুকটা ঝাঁঝড়া করে দিলো। আমি কাকে নিয়ে বাঁচব। তিনি বলেন, মামলা করে কী হবে। আমার সন্তানকে তো আর ফিরে পাবো না। আমরা গরিব মানুষ।

আমার বাবার তো কোনো অপরাধ ছিল না। সে কোনো কোটা আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে ছিল না। তাকে কেন গুলি করে মারা হলো? এখন কীভাবে চলবে আমাদের সংসারের খরচ। সঞ্চয় বলতে কিছুই নাই। কার কাছে বিচার চাইব।

নিহতের বোন নুরজাহান আরও বলেন, আমার ভাইয়ের বুকে তিনটা গুলি লাগে। তার মধ্যে দুইটা বের হয়ে গেলেও একটা বুকে থেকে যায়। ভাই মারা যাওয়ার কারণে চিকিৎকরা মরদেহের ভেতর থেকে আর গুলি বের করেননি।

এ অবস্থায়ই গ্রামের বাড়িতে নিয়ে তাকে দাফন করা হয়। ভাইয়ের মৃত্যুতে তার সংসারটি অসহায় হয়ে গেল। সরকারি কোনো সহায়তা না পেলে এ পরিবারকে রাস্তায় বসতে হবে। ভাইয়ের শোকে আমার মা দুনিয়া থেকে কখন হারিয়ে যাবে জানি না।

[সূত্র: যায়যায়দিন, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪]

গণ-অভ্যুত্থানে

আবুল হোসেন আজাদ

সবুজ বনানী ধান ক্ষেত মাঠ
অপরূপ মোহময়,
এইতো আমার প্রিয় মাতৃভূমি
প্রাণের বারতা কয়।

যেদিকে তাকাই রূপ লাবণ্যের
নেই আর তার শেষ,
একাত্তরের যুদ্ধ জয়ের
আমার বাংলাদেশ।

ভোট চুরি করে মসনদে যেয়ে
পনেরো বছর ধরে,
গুম খুন আর জুলুম পীড়নে
ফেলেছিল দেশ ভরে।

ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী
এ গণ-অভ্যুত্থানে,
খুনী হাসিনা সে পালিয়ে ভারতে
বিশ্ববাসী তা জানে।

রক্ত ঝরা দিনগুলি

মো. জাহাঙ্গীর আলম

জুলাই-আগস্টে গর্জে ওঠে ছাত্র-জনতার হুংকার
স্বৈরাচারের প্রাসাদ কাঁপে বাতাসে আগুনের ভার।
পাঁচ আগস্টের ইতিহাস খোলে এক নতুন পাতা
বৈষম্যবিরোধী বিক্ষোভে জ্বলে প্রতিবাদের চিতা।

ছাত্র-জনতার গর্জনে থামে শাসকের নিশ্বাস
তাজা রক্তে রাঙা রাজপথ-স্বাধীনতার আশ্বাস।
মীর মুগ্ধ, আবু সাঈদ, আসিফ-নামগুলো সব জ্বলন্ত দ্বীপ
তাদের আত্মবলিদান আজও দেয় সাহসের শিপ।

পতাকা উড়ে বুক ফুঁড়ে গায় দেশ প্রেমের গান
জুলাই-আগস্টের গর্বে জাগে বাংলার প্রতিটা প্রাণ।
এই কাব্য শহিদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা
তাদের রক্তের ঋণে গড়া আমাদের এই পথ চলা।

অন্যরকম স্বাধীনতা

সওকাত ওসমান

পাঁচ আগস্ট মিছিলে সেদিন-
ছাত্র-জনতা মিশে।
তাড়িয়ে দিল স্বৈরাচারী রাজা-
বাংলাকে ভালোবেসে।
নির্ভয়ে ওরা, বুলেট খেয়েছে–
মৃত্যু বরণ করে।
এই বাংলার আকাশ-বাতাস
কেঁদেছে অশ্রুনীরে।
স্বপ্ন সেদিন চোখেতে এঁকেছে
মৃত্যুর ফরমান।
গুলির মুখে বুক পেতে দিয়ে-
নির্বাক দিল প্রাণ।
অমর ওরা স্বাধীন করেছে-
জীবন দিয়ে ওরে।
আলো জ্বেলেছে নিভান প্রদীপে
বাংলার ঘরে ঘরে।

মুগ্ধ

মো. হায়দার আলি শান্ত

৩৬ জুলাই বিপ্লবে মুগ্ধ
রেখে গেল পানির বোতল
ফ্যাসিস্ট সরকারের পোষা বাহিনী
তাজা বুলেটে করলো কতল
বুলেটগুলো হজম করলো
ফ্যাসিস্ট মসনদ লন্ডভন্ড
পানি লাগবে পানির বোতল
ছাত্র-জনতার লঙ্কাকাণ্ড
রক্তে ভেজা দেহখানি।
পড়ে রহিল জননীর কোলে।
বৈষম্যবিরোধী স্বাধীনতা বিপ্লব
নীপ বনে সূর্য দোলে
মুগ্ধের মুখে রেঁনেসা রব
বঙ্গজননী আঁখি জলে।

নায্য দাবির দিতে হবে মান

গোবিন্দ প্রসাদ মণ্ডল

অধিকার আদায়ে দাবি যদি হয় ন্যায্য
দৃঢ়সংকল্পে সিদ্ধি হবে ঠিক কার্য।
যুগে যুগে ইতিহাসে আছে এর প্রমাণ
ন্যায্য দাবিতে সাহসী মানবের অবদান।
১৯৫২ বাংলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা রাখার আন্দোলন
১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা রেখেছিল জীবনপণ।
সেদিন অস্ত্রের মুখে সঁপে দিল নিরস্ত্র তাজাপ্রাণ
বিশ্বের মাঝে গর্বিত রাখল মাতৃভাষা বাংলার মান।
৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র জনতার দাবিতে
রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারল না গদিতে।
সময়মতো ন্যায়সংগত ন্যায্য দাবির দিতে হবে মান
নইলে সব হারিয়ে হতাশায় হতে হবে নিঃস্ব ম্লান।

মিছিলের অগ্নিশিখায়

মো. আজিজুল হক

ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করতে রাজপথে আমরা
দিনভর মিছিল আর রাতে অবস্থান ধর্মঘট।
যোগ্যদের বঞ্চিত করা সেই কোটা নীতির বিলুপ্ত হওয়াকে
শকুনিরা বুড়ো আঙুল দেখালে আমরা আরও এগিয়ে যাই।
মিছিলে মিছিলে শুরু হয় রাজপথের কম্পন ।
ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করতে মিছিলের শক্তি আরো বাড়িয়ে দেই।
দীর্ঘ মিছিলের অগ্নিতে যখন ক্লান্ত, ওষ্ঠাগত
আরো বেগবান করতে পানির বোতল হাতে ছুটলাম।
লাগবে পানি, পানি লাগবে?
শকুনিরা আমার পানি খাওয়ানোকে কটাক্ষ করলো
প্রথম বুলেটে পা ঝাঁঝরা হলো,
আমি বুলেট পায়ে নিয়ে আবারও বললাম
লাগবে পানি, পানি লাগবে?
শকুনিরা এবার আমার বুক ভেদকারী বুলেট ছুড়ল।
আমি রাজপথে লুটিয়ে পড়েছি।
মিছিলের অগ্নিশিখায় আমার পানি দেওয়া দেখেছে সারা বিশ্ব,
বিশ্ব দেখেছে আমার লুটিয়ে পড়াও ।
কবরে শুয়ে সারা বিশ্বের সাথে আমিও দেখেছি
ফ্যাসিবাদের দোসরদের পালিয়ে যেতে ।

তারুণ্যের অভিষেক: প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি

আন্‌ওয়ার উল্লাহ হুসাইন

গড়তে চাই নিয়মের সেতু সত্যের বন্ধন বিশ্বময়
মুক্ত-বুদ্ধি উদার-অন্তরা, নিয়ে এসো আকাশী-প্রজ্ঞা
মুছে দাও অনাচার, লুপ্ত হোক স্বৈরাচার
তারুণ্যের তপস্যা, চির সত্য-সুন্দর-মঙ্গল
কামনায়, রণক্ষেত্রে নেবে দীক্ষা, নবসৃষ্টির স্বপ্ন।

দুর্লভ পুষ্প হয়ে ফুটবে মাতৃভূমির স্বর্গীয়-বিতানে
সময়ের প্রতিধ্বনি বিজয়ের অনির্বাণ শিখা
ছাত্র-জনতার প্রফুল্ল স্পন্দন ঐতিহ্যের অপূর্ব অনুভব
যুদ্ধ সব যুগেই অতি শক্ত-ব্রত, জীবনের মানেও তাই
বিজয়ী বাঙালি ইতিকথায় খ্যাত ক্ষত্রিয় নামে।

ঝরে যখন পড়ে জীবনের স্বাধীন পালক
পিছে ফিরে লাভ কি বলো, আবারও দেবোপ্রাণ
প্রেম চাই দেশের জন্যে, সত্য জয়ের প্রেরণা
রক্ত-কণিকায়, পল্লবিত প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি।

মুগ্ধ এ দেশময়

গোবিন্দলাল সরকার

পানি লাগবে পানি!
বলুন তো কার বাণী
নেই কোনো যার ভয়
তার মরণ কী সয়!

নামটি মুখে মুখে
দুঃখ সবার বুকে
গর্ব মায়ের হয়
সে সাধারণ নয়!

ইতিহাসের নতুন খাতায়
গুণ লেখা তার লব্ধ পাতায়
মুগ্ধ এ দেশময়
জয় জনতার জয়!

নতুন বাংলাদেশ

আনসার আনন্দ

একটি ছবি অনেক বড়ো
বাংলাদেশের মতো
সেই ছবিটি আবু সাঈদের
দুহাত প্রসারিত বুক
সেই ছবিটি সূর্য সাথী আলোর মিছিল
ছাত্র-জনতার ঢেউ
ভর দুপুরে তৃষ্ণাকাতর
মুগ্ধ আমার বুকের মানিক
ডাকছে শোন ঐ
পানি লাগবে পানি ...
সেই ছবিটি সাঈদ, মুগ্ধ, আসিফ
নাইমা, শাফিক, জামি, সৈকত
নাম না জানা আরও কত নাম ...
রক্ত দিয়ে লেখা হলো
তাদের বিজয়গাথা।
সেই ছবিটি রক্তমাখা বুকের জমিন
ছাপ্পান্ন হাজার বঙ্গভূমি।
রক্তমাখা শার্ট আমার
লাল-সবুজের পতাকা
আমার নতুন বাংলাদেশ।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান

বেগম শামসুননাহার

বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলন জুলাই-আগস্ট।
শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অকস্মাৎ যোগ হয় তৃতীয় মাত্রা,
ছাত্র আন্দোলনের ঘাড়ে সওয়ার জনতার রোষ।
লোকে বলে, পূর্ব পরিকল্পিত দেশি-বিদেশি পরাশক্তির প্রভাব।
আন্দোলনের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজধানীতে চলে
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নি সংযোগ-ভাঙচুর-লুটতরাজ।
আন্দোলনরতদের উপর চলে অযাচিত গুলিবর্ষণ।
একই সাথে সারাদেশের থানা ভাঙচুর-অস্ত্র লুট।
শিশু-কিশোর, ছাত্র-জনতা থেকে পুলিশ হত্যাযজ্ঞ।
জ্বালিয়ে দেওয়া হলো মেট্রোরেলের কয়েকটি স্টেশন,
টি.ভি সেন্টার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে-ক্ষতিগ্রস্ত।
শহিদ হলো আবু সাঈদ, মুগ্ধ, সাগরসহ আরও অনেকে।
আহত অগণিত ছাত্র-জনতা, শিশু-কিশোর অপূরণীয় ক্ষতি।
অগোচরে অসময়ে যেন কালবৈশাখি ঝড়ের তাণ্ডব,
ভীত-সন্ত্রস্ত দেশবাসী।
জয় ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান।

এক বটবৃক্ষের ইচ্ছে

আশরাফ পিন্টু

একদিন এক বটবৃক্ষের মনে ইচ্ছে জাগল
সে মানুষ হবে
বিধাতাকে বলল, আমি মানুষ হতে চাই;
সে বলল আরও-
জরাগ্রস্তের মতো বাঁচতে চাই না আমি
তরুণ যুবকের মতো বাঁচার খুব ইচ্ছে আমার
এটা এখন আমার কাছে খুব দামি।
বিধাতা বললেন, ইহজন্মে নয়, পরজন্মে তা হতে পারো।
কিন্তু বটবৃক্ষ নাছোড়। সে ইহজন্মেই মানুষ হিসেবে রবে।

বটবৃক্ষ প্রার্থনায় হয় রত
এভাবে দিন, মাস, বছর হয় গত।
অনেক প্রার্থনার পর বটবৃক্ষের হয় জয়
এক তরুণীর স্পর্শে সে তরুণ যুবকে পরিণত হয়।

চলে গেলেন অভিনেতা মাসুদ আলী খান

ফুয়াদ হাসান

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রবীণ অভিনেতা মাসুদ আলী খান । ৩১শে অক্টোবর ২০২৪ রাজধানীর গ্রিন রোডে নিজ বাসায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

১৯২৯ সালে মাসুদ আলী খানের জন্ম মানিকগঞ্জের পারিল নওধা গ্রামে, নানাবাড়িতে। ১৯৫৬ সালে এ দেশের প্রথম নাটকের দল ড্রামা সার্কেলের সঙ্গে যুক্ত হন মাসুদ আলী খান। সেই থেকে অভিনয়ে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ৫ দশকেরও বেশি সময় টানা অভিনয় করেছেন তিনি।

১৯৫৬ সালে মাকসুদুস সালেহীন ও বজলুল করিম গড়ে তোলেন ড্রামা সার্কেল। দলটিকে বলা হয় ঢাকার প্রথম আধুনিক নাট্যদল। প্রায় শুরু থেকেই দলটির সঙ্গে ছিলেন মাসুদ আলী খান। ড্রামা সার্কেলের হয়ে *রক্তকরবী*, *বহিপীর*, *রাজা ও রাণী*, *ইডিপাস*, *আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান*, *দৃষ্টিসহ* বহু নাটকে অভিনয় করেন তিনি। নব্বইয়ের দশকে দলটি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল।

ঢাকায় টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হওয়ার পর নূরুল মোমেনের নাটক *ভাই ভাই সবাই* দিয়ে ছোটো পর্দায় অভিষেক মাসুদ আলী খানের। সাত দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে প্রায় ৫০০ নাটকে বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করে হয়ে ওঠেন বাংলা নাটকের চেনা মুখ। *কূল নাই কিনার নাই*, *এইসব দিনরাত্রি*, *কোথাও কেউ নেই*, *একান্নবর্তী*, *পৌষ ফাগুনের পালা*'র মতো আলোচিত নাটকে কাজ করেছেন গুণী এই অভিনেতা। চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও নজর কেড়েছেন। সাদেক খানের *নদী ও নারী* দিয়ে বড়ো পর্দায় তাঁর পথচলা শুরু। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে – *মাটির ময়না*, *মোল্লাবাড়ীর বউ*, *দুই দুয়ারী*।

বাবা আরশাদ আলী খান ছিলেন সরকারি চাকরি। থাকতেন কলকাতায়। মা সিতারা খাতুন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মাসুদ তৃতীয়। মা তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'মাখন' আর বাবা 'নিজাম'। ১৯৪৯ সালে মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক পড়তে ঢাকা আসেন, ১৯৫২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। দুই বছর পর জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ।

চাকরি জীবনে সরকারের নানা দপ্তরে কাজ করেছেন মাসুদ আলী খান। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সচিব হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নেন।

১৯৫৫ সালে তাহমিনা খানকে বিয়ে করেন মাসুদ আলী খান। ব্যক্তিজীবনে এই অভিনেতার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে মাহমুদ আলী খান যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী। আর মেয়ে নাজমা খান ঢাকাতেই থাকেন। ১৯৯৯ সালে মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারে পেয়েছিলেন সমালোচক পুরস্কার, ২০২৪ সালে এ পুরস্কার অনুষ্ঠানেই তাঁকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা। তাঁর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000
Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250
Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200
Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800
Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপ্স-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh
Quarterly

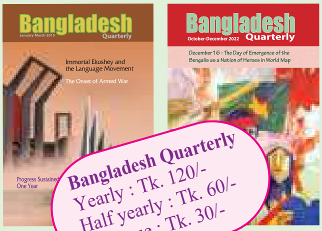

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 05, November 2024, Tk. 25.00

DFP

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd